উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৪৪২.৫০ (+৯.৬১)
নিফটি : ২৫,৪৬১.৩০ (+০.৩০)

রানার স্বীকারোক্তি
পাক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত থাকার সময় রোষানলে পড়েছিলেন ২৬/১১ হামলার চক্রী তাহাউর রানা। সেই কলঙ্ক মুছতেই তিনি সাহায্য করেছিলেন আরেক চক্রী ডেভিড কোলম্যান হেডলিকে। » ৭

ধর্মঘটেও ‘ছুটি’ নেই
বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘট। তবে ওইদিন রাজ্যের সব সরকারি অফিসে কর্মীদের হাজির থাকতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে শুধু মিলবে ছাড়।

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৫°

বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি
ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। » ৭

২৩ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 8 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 51

নরহাট্টায় সংঘর্ষে বাড়ি, দোকান ভাঙচুর

মালদা, ৭ জুলাই : রবিবার রাতে ইংরেজবাজারের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীবাজার এলাকায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জেরে সোমবারও এলাকায় পরিবেশ ছিল থমথমে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। আটক করা হয়েছে চারজনকে। গ্রেপ্তারও করা হয়নি কাউকে। ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে সোশ্যাল মাধ্যমে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হয়। মহরমের লাঠিখেলার সময় দুই ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তা নিয়ে এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি হয় নরহাট্টায়। পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ঘটনায় বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ইতিমধ্যে বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে জলঘোলা করতে শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, ‘পুলিশ নীরব। সেখানকার শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা আতঙ্কিত।’ বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর মন্তব্য, ‘এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। দোকান, বাড়িঘর সহ মোটর সাইকেল, সাইকেল, টোটো ভাঙচুর করা হয়েছে। আমি আজই ঘটনাস্থলে যাব। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।’

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ‘রবিবার রাতে পরিকল্পিত হামলা করা হয়েছে। কারণ, হাতে ছিল ফিলিস্তিনি পতাকা। স্লোগান দেওয়া হয় প্যালেস্তাইন জিন্দাবাদ। বেশ কয়েক বছর আগে কাশ্মীরে যেমনটা হত লস্কর-ই-তৈবার নামে।’

সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের দাবি, ‘ঘটনাটি পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর পিছনে রয়েছেন এলাকার এক তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। এলাকার সাতটি বুথের মধ্যে দুটি পুরোপুরি এবং

এরপর দশের পাতায়

এপাং ওপাং ঝপাং। প্রয়াগরাজের দশাশ্বমেধ ঘাটে সোমবার। -পিটিআই

পুকুরে নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : কুমারগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার পচাগলা অর্ধনগ্ন দেহ সোমবার উদ্ধার হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ১১ বছরের ওই নাবালিকা শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিল। সেদিন স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই তার কোনও খোঁজ মিলছিল না। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি দায়ের হয়। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে এদিন মাঠের মাঝখানে থাকা একটি নির্জন পুকুর থেকে তার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মেয়েটির বাবা বলেন, ‘আমার মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আমি তার বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নারী সুরক্ষার বিষয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে সাংসদ সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, ‘গ্রাম হোক বা শহর— তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জঙ্গল রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে মহিলাদের জন্য আতঙ্কের বধ্যভূমি। কুমারগঞ্জে টানা তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর আজ এক নাবালিকার অর্ধনগ্ন, পচাগলা দেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে। পরিবারের তরফে মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল- কিন্তু নির্লজ্জ প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ ছিল না!’ কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, ‘মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুরোনো কোনও শত্রুতার জের নাকি অন্য কোনও কিছুর সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ওই নাবালিকাকে বাড়ি ও স্কুল থেকে দূরে অন্য এক জায়গায় শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। ওই নাবালিকা সেখানে কেন গিয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। এদিন মৃতদেহ উদ্ধারের সময় এলাকায় বেশ ভিড় জমে যায়। সেখানে উপস্থিত তরুণ রায় নামে একজন বললেন, ‘সাধারণত এই পুকুরে কেউ আসে না। মাছ চাষের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে কেউ আসে।’ তপনের বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের কড়া শাস্তির দাবিতে তিনি সরব হয়েছেন।

ধর্ষণের অভিযোগ

- সোমবার কুমারগঞ্জে একটি মাঠে থাকা পুকুর থেকে এক নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার
- শুক্রবার স্কুলে যাওয়ার পর থেকে ওই নাবালিকার কোনও খোঁজ মিলছিল না
- ধর্ষণ করে তাকে খুন করা হয়েছে বলে ওই নাবালিকার বাবার দাবি
- ঘটনার কড়া সমালোচনা বিরোধীদের, সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে

কথায় কথায়

ভরসা মা কালী, বঙ্গ বিজেপি বাঙালি হবে

আশিস ঘোষ

জয় মা কালী। এবার বঙ্গ বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে কালীকে। জয় শ্রীরাম আপাতত ব্যাকফুটে। বঙ্গের পদ্মকাননে এখন শ্যামাসংগীত বাজবে। টিমের ক্যাপ্টেন বদলের সঙ্গে সঙ্গে এটাই পয়লা বদল। বহিরাগত, অবাঙালিদের পার্টির ছাপ্পা গা থেকে ঘষে তুলতে বিজেপি এবার শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে। এতদিন শ্রীরাম বলে রণধ্বনি দিয়ে বাংলায় চিঁড়ে খুব একটা ভেজেনি। তাই বাঙালি হয়ে উঠতে নতুন ফর্মুলা। রামচন্দ্রকে দিয়ে গোবলয়ের ধাঁচে আসরে নেমে লাভ হবে না বুঝেছে তারা।

নতুন সভাপতি আরও একটা কাজ করেছেন গোড়াতেই। পদ্মফুলের ছবি দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন দলের নানা গোষ্ঠীপতির মুখ। এতে গোষ্ঠীবাজি মিটবে না বাড়বে, কে বলতে পারে! আরও দুঃসাহসের যে কাজটি তিনি করেছেন তা হল, মুসলিমদের সঙ্গে তাঁদের কোনও বিবাদ নেই কথাটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা। এতদিন এই দলে কেবল হিন্দুরা থাকবেন এবং সংখ্যালঘুদের ভোটের দরকার নেই বলে অহরহ বিরোধী নেতার হুংকার শুনে এসেছি। সেই বিজেপিতে পরিষ্কার উলটো সুর!

শমীক ভট্টাচার্য বহুদিনের আরএসএস কর্মী। বঙ্গ বিজেপিতে এসব বদল সংঘের সম্মতি ছাড়া হচ্ছে বলে ভাবা কঠিন। শোনা যায়, সুকান্ত-শুভেন্দুদের টপকে শমীককে বসানোর পিছনে নাগপুরের হাত আছে। তাদের লাইন মেনে গরম হিন্দুর বদলে এবার নরম হিন্দু লাইনে হাঁটতে চলেছে শমীকের বিজেপি। শুভেন্দু নানারকম অঙ্ক কষে বঙ্গবিজয়ের যে ছকের কথা

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

দিলীপের জন্য সমব্যথী বারলা

» দুইয়ের পাতায়

একসঙ্গে শাহরুখ-প্রিয়াংকা?

» আটের পাতায়

পরীক্ষায় অযোগ্যদের না হাইকোর্টের

‘দাগি’ রক্ষার চেষ্টায় দাঁড়ি

> শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরও কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এঁরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত। -সৌগত ভট্টাচার্য, *বিচারপতি*

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হল। সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত ‘দাগি অযোগ্যদের’ পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার পথে দাঁড়ি পড়ল। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) বিজ্ঞাপিত পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হারালেন তাঁরা। ইতিমধ্যে কেউ আবেদন করে থাকলে, সেগুলিকে বাদ দিতে হবে এসএসসি-কে।

এসএসসি’র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করলেও সুপ্রিম কোর্ট চিহ্নিত ‘অযোগ্য’দের সম্পর্কে সোমবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। অযোগ্যদের সমর্থনে সোমবার আদালতে শেষপর্যন্ত সওয়াল করেছে রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশন।

এসএসসি’র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী চিহ্নিত অযোগ্যরা বয়সজনিত ছাড় পাবেন না। কিন্তু নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা নেই। তাতে বিচারপতি বিস্ময়প্রকাশ করে বলেন, ‘শীর্ষ আদালত এঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে, তারপরেও আপনারা এটা বলছেন?’

এখনও তদন্ত শেষ হয়নি দাবি করে এসএসসি যুক্তি দেয় যে, ওঁরা অযোগ্য এখনও প্রমাণ করা যায়নি। কল্যাণ বলেন, ‘তাই কোন এক্তিয়ার বলে এঁদের আটকানো যাবে? এঁরা অংশ না নিলে ২০১৬ সালের প্রক্রিয়ায় যাঁরা অসফল হয়েছিলেন, তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন না।’ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘কীভাবে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি? এরা তো প্রতারণায় অভিযুক্ত।’ এসএসসি নিয়োগের পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষকদের মতো ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

এসএসসি বিভ্রাট

- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি
- ‘অযোগ্য’দের পরীক্ষায় বসার অনুমতি
- আপত্তি জানিয়ে মামলা হাইকোর্টে
- সেই মামলায় আদালত জানাল, কিছুতেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না ‘অযোগ্য’দের

‘বিষ’ জলে তৃষ্ণা নিবারণ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : পানীয় জলে মারণ বিষ! রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি টিউবওয়েলের জলের নমুনা পরীক্ষায় ‘ফিকাল কলিফর্ম’ ব্যাকটিরিয়ার হদিস মিলতেই জাঁকিয়ে বসেছে আতঙ্ক। যে ব্যাকটিরিয়া মানুষের মলে থাকার কথা তা পানীয় জলে এল কেমন করে? কারণ জানতে গিয়ে হাতে এসেছে শিউরে ওঠার মতো তথ্য। জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের (পিএইচই) কর্তাদের সন্দেহ, উন্মুক্ত শৌচালয়ের মলমূত্রের সঙ্গে নলকূপের জলস্তর মিলে যাওয়াতেই ভয়াবহ এই বিপত্তি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, ‘জলের মধ্যে ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া থাকলে সেই জল খাওয়া উচিত নয়। এই জল খেলে লিভারে ইনফেকশন, স্টমাক ইনফেকশন, কিডনিতে ইনফেকশন সহ একাধিক রোগ বাসা বাঁধতে পারে। জলের মধ্যে ব্লিচিং পাউডার সহ একাধিক কেমিকেল ব্যবহার করে জলকে দূষণমুক্ত করে খাওয়া উচিত। এছাড়াও জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তারপর খাওয়া উচিত। নচেৎ এই ব্যাকটিরিয়ার জেরে একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের কাজ কেন শুরু হয়নি এলাকায়? রায়গঞ্জ শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। রয়েছে পাকা রাস্তা, হাইস্কুল। দীর্ঘদিন ধরেই গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালদহ, যুগিয়ামের অনন্তপুর, ভিটিহার, দুপদুয়ার, রহমতপুর, বিষাহার এলাকার বাসিন্দাদের পেটের রোগ লেগেই রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্ধু বিশু মহম্মদ প্রতিটি গ্রাম সংসদ থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করে কর্ণজোড়ায় পরীক্ষাগারে জল পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি জলের নমুনাতেই বিপজ্জনক ‘ফিকাল কলিফর্ম’ ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি। একশো মিলিলিটার জলে ২০-৬০টি ব্যাকটিরিয়া মেলায় চিন্তা আরও বেড়েছে। জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন, এই ধরনের ব্যাকটিরিয়া জলে একটি থাকলেই বিপদ। সংগ্রহ করা জলের নমুনায় যে মাত্রায়

এরপর দশের পাতায়

কলের জল পরীক্ষা করছেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কর্মী।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. কমার্শিয়াল/টেন্ডার/এসটিএটি/মালদা/২০২৩. তারিখ ঃ ০৪.০৭.২০২৫

মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে মেডিকেল স্টোর স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক প্রকাশিত ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ ই-অকশনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ মেডিকেল স্টোর্স-৮; অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- ৪এ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-মেডএসটিএন-২২-২৫-২; বারিয়ারপুর; ৪এ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-মেডএসটিএন-১৭-২৫-২; হাঁসডিহা; ৪এ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২; সুলতানগঞ্জ; ৪এ/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-মেডএসটিএন-১৮-২৫-২; নিমতিতা; সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-108/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI

Post-Bengdubi, Dist- Darjeeling (W.B.) Pin-734424

पत्राचार संकेत – बेंगडुबी, जिला–दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पिन–734424

Email: kvbengdubi123@gmail.com , Phone- 0353-2480070

संविदा शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए साक्षात्कार 2025–26

Interview for Contractual Teachers (2025-26)

निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2025–26 हेतु संविदा शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेंगडुबी में वॉक इन साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा:

A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI, to prepare panel of contractual teachers for the session 2025-26 as per the following schedule:

क्र.सं. / SN.	दिनांक सहित साक्षात्कार समय / Date of Interview and Reporting time	विषय / SUBJECTS
1.	11/07/2025 (Friday) TIME: 8:30 AM	1. प्रशिक्षित स्नातोकोत्तर अध्यापक– रसायन शास्त्र। 2. प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक– गणित। 3. विविध – शैक्षणिक परामर्शक, विशेष अध्यापक। 1. PGTs - Chemistry 2. TGTs - Math 3. Miscellaneous - Educational Counsellor, Special Educator.

साक्षात्कार से संबंधित अन्य विवरण जैसे योग्यता इत्यादि के लिए विद्यालय वेबसाइट देखें।

For other details related to interview like eligibility etc. visit the school website: https://bengdubi.ac.in

प्राचार्य

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय बेंगडुबी

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জোর যার মুলুক তার, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ আমার মা, ১.০০ প্রাণ সজনী

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, দুপুর ১২.০০ সুন্দর বউ, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ শতরূপা, ১.০০ প্রেম আমার-টু

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৩.৪৫ দাদা, সন্ধে ৭.০০ পাগলু, রাত ১০.২০ হামি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কতো সুন্দর

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : সকাল ৯.০০ হাউসফুল-থ্রি, দুপুর ১২.০০ ছলাং, বিকেল ৩.০০ ভিভেগম, ৫.০০ যুগ যুগ জিও, রাত ৮.০০ সত্যভামা, ১০.৩০ গ্যাহেরিয়াঁ

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৯ আরআরআর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৩ বাচ্চন পাণ্ডে

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, ২.৪৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ পরদেশ, ১১.৪১ হ্যাকড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫১ থপ্পড়, বিকেল ৩.১৫

আর্থ ফ্রম স্পেস বিকেল ৪.২০ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

রিফিউজি বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

শমাজি নমকিন, ৫.১৭ শুভ মঙ্গল সাবধান, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ তুম্বড়, ১০.৪৪ রশমি রকেট

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ স্ট্রিট ডান্স-টু, ২.২৩ নন স্টপ, বিকেল ৫.৫৯ দ্য স্টার্ভিং গেমস, সন্ধে ৭.১৩ নাইট অ্যান্ড ডে, রাত ৯.০০ সুপারফাস্ট, ১০.৩৬ কুং ফু যোগা

তুম্বড় রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সরকারি সাহায্য ছাড়াই নজির কামিনীর ঘাটে

বড়ি শিল্পে স্বনির্ভর গ্রাম

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ জুলাই : টাকাগাছ সেতু ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই কামিনীর ঘাট। আর সেখানেই রয়েছে আস্ত একটা বড়ি গ্রাম। ওই এলাকায় প্রায় সব বাড়িতেই বড়ি দেওয়া হয়। সেই বড়ি বিক্রি করেই চলে তাঁদের সংসার। পাইকারের হাত ধরে পাশের রাজ্য অসম, মেঘালয় এমনকি ভুটানেও যায় এই কামিনীর ঘাটের বড়ি। অনেকে আবার লন্ডন, আমেরিকাতেও এখান থেকে বড়ি নিয়ে যান।

মাঠে শুকাচ্ছে বড়ি। সোমবার। -সংবাদচিত্র

'সিজন টাইমে' চাহিদা অনুযায়ী বড়ির জোগান দিয়ে উঠতে হিমসিম খেতে হয় জয়শ্রী, প্রভাদের। ফলে এখানকার বড়ি বিক্রি করা নিয়ে এঁদের কোনওরকম চিন্তাই করতে হয় না। কিন্তু আক্ষেপ অন্যখানে। কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই স্থানীয়রা এই পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডাল ফেটাতে যে পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, তাতে মহিলাদের ডানদিকের অংশ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জয়শ্রী সরকার বললেন, 'শুধুমাত্র ডাল গুঁড়ো করা এবং ফেটানোর জন্য ভোর সাড়ে তিনটে-চারটের থেকে কাজ শুরু করতে হয়। বছরের পর বছর হাত দিয়ে ডাল ফেটাতে গিয়ে প্রত্যেকেরই হাতের কমবেশি ক্ষতি হয়েছে।' প্রভা সরকার, সরমা সরকাররা জানালেন, প্রত্যেকে মেশিন কেনার জন্য সরকারি সাহায্য পেলে সময় এবং কষ্ট, দুটোই লাঘব হত। পাশাপাশি উৎপাদনও অনেকটাই বেড়ে যেত।

প্রায় সাত মাস আগে তিনটি বাড়িতে ডাল ভাঙানো এবং ফেটানোর মেশিন আনা হয়েছে। ব্যবসা থেকে টাকা জমিয়ে কলকাতা থেকে ওই মেশিন আনিয়েছিলেন তাঁরা। এর ফলে পাঁচ কেজি ডালের বড়ির জায়গায় ১০ কেজি ডালের বরি দেওয়া খুব সহজ হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন ঝুমা ভদ্র। ঝুমা এবং তাঁর স্বামী দুলাল দুজনে মিলে এই বড়ির ব্যবসা করে একমাত্র ছেলেকে বাইরে রেখে পড়াচ্ছেন।

গ্রামে ঢুকলেই দেখা যাবে, প্রত্যেকের বাড়ির উঠোনে কিংবা মাঠে চৌকোনা টিনের ওপরে বড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। সেই বড়িগুলো আবার গুছিয়ে তোলাও একটা বড় কাজ। এরপর ওই টিনগুলোকে এক এক করে মুছে পরেরদিনের জন্য আবার তৈরি করে রাখা হয়। এই কাজ করতেই সারাটা দিন কেটে যায়, জানালেন প্রভা। তাঁর কথায়, 'কাঁচামাল কিনতেই অনেকটা টাকা চলে যায়। তাই আর মেশিন কেনা সম্ভব হয়নি। আমরা অনেক জায়গায় বলেছি, কিন্তু লাভ হয়নি।'

আক্ষেপ যেখানে

- ডাল ফেটাতে এবং গুঁড়ো করতে অনেক সময় লাগে
- সময়ের পাশাপাশি শারীরিক কষ্টও বেশি হয়
- সরকারি সাহায্য পেলে কামিনীর ঘাটের বড়ির কারিগররা মেশিন কিনতেন
- তাতে তাঁদের সময়ও বাঁচত, কষ্টও কমত

আমার একলা আকাশ থমকে গেছে... বালুরঘাট শালগ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

টলিউডে প্লে-ব্যাক কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোলের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ জুলাই : টলিউডে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে অভিষেক ঘটছে কামাখ্যাগুড়ির হিল্লোল আচার্যের। এর আগে কামাখ্যাগুড়ি থেকে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করেননি। সম্প্রতি নবাগত পরিচালক প্রীতম দত্তের নির্দেশনায় মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ফেরোসাস উগ্র'। এই ছবিতে মোট তিনটি গানের মধ্যে দুটো গান হিল্লোলের নিজের লেখা এবং সুর করা। যার মধ্যে একটি গান তিনি নিজে গেয়েওছেন। অপর গানটি গেয়েছেন শিল্পী অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিল্লোল ছোটবেলা থেকেই গানের পরিবেশেই বড় হয়েছেন। বাবা ও মার কাছে প্রাথমিক গানের তালিম বাড়ি থেকেই শুরু হয়। তবে মাসি ক্ষমা শর্মার কাছে তাঁর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখা। এরপর পিসি দীপ্তি আচার্যর কাছে তিনি নজরুলগীতি শিখেছেন। পরবর্তীতে নিয়মিত ক্লাসিকাল শেখা

হিল্লোল আচার্য

শুরু করেন সপ্তম শ্রেণি থেকে গুরু শ্রী নগেন্দ্র মুনিদাস মহাশয়ের কাছে।

২০০৯ সালে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স পড়তে এসে গানের জন্য কলেজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিটেক করেন রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে। এরপর তিনি এমটেক করেন ওই একই কলেজ থেকে। সদ্য তিনি সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কলকাতাতে পিএইচডির থিসিস জমা করেছেন।

দু'বার ভিনরাজ্যে চাকরি পেয়েও চাকরি করতে যাননি শুধুমাত্র গান গাওয়ার জন্য। কলেজ জীবনে তিনি ৩০টি গান লিখে সেই গানে সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। ইতিমধ্যে ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে বেশকিছু বিজ্ঞাপনে জিংগল গেয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশের বিটিভি চ্যানেলের একটি নাটকে প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবেও কাজ করেছেন। ২০২২ সালে একটি ওয়েবসিরিজে মিউজিক ডিরেকশনের মাধ্যমে টলিউডে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখনই প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে তকমা পান। হিল্লোল জানালেন, স্ট্রাগলের পথে তাঁর স্ত্রী শিখা সাহা মণ্ডল সবসময় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। পরিবারের সকলকেই তাঁর পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ভালো গাইতেন বলে জানিয়েছেন হিল্লোলের এক বন্ধু বিশ্বনাথ সরকার।

যেখানে সম্মান নেই... দিলীপকে বার্তা বারলার

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : 'একুশে জুলাই অনেক চমক হবে', মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। ২১শে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা। কিন্তু একুশে জুলাই বলতে রাজ্যবাসী তৃণমূলের ধর্মতলার মঞ্চকেই বোঝেন। ফলে তাঁর দলত্যাগ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নানান জল্পনা। সতর্কতার সঙ্গে জল মাপা শুরু করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বও। এরই মাঝে দিলীপকে তৃণমূলে স্বাগত জানালেন আরও এক বিজেপি ত্যাগী প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তাঁর কৌশলী বার্তা, 'যেখানে সম্মান নেই, সেখানে থেকে লাভ কী?' হাতের পদ্মফুল ফেলে কিছুদিন আগে জোড়াফুলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বারলা। তাঁর বক্তব্য, 'দিলীপবাবু এরাজ্যে বিজেপিকে দাঁড় করিয়েও প্রাপ্য সম্মান পাননি। যোগ্যদের প্রকৃত সম্মান দিতে জানেন একমাত্র দিদি।' তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাও দাবি করলেন।

বঙ্গ রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ এবং চমক প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর যে কোনও মন্তব্য নানান কৌতূহলের সৃষ্টি করে। একুশে

জুলাই নিয়েও শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। এই জল্পনার মাঝেই সোমবার বারলা বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপির পালে হাওয়া জুগিয়েছিলাম আমি ও আমার সঙ্গীরা। দক্ষিণবঙ্গে কাজটি করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। যদিও বিজেপিতে এখন যাঁরা নেতা আছেন, তাঁরা স্রেফ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য করে রেখেছেন। ওঁরা আর কাউকে নেতা হতে দিতে রাজি নন। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওঁর আর বিজেপিতে থাকা উচিত নয়।'

বারলার এহেন বক্তব্যকে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের বর্তমান সাংসদ বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, 'যাঁকে কেউ চিনত না তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচিতি দিয়েছিল বিজেপি। সেই জন বারলা নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় তৃণমূলে গিয়ে এখন বড় বড় কথা বলছেন। দিলীপবাবু একজন বিচক্ষণ নেতা। বারলা ওঁর নখেরও যোগ্য নন। বারলার পরামর্শের কোনও দরকার দিলীপবাবুর আছে বলে মনে করি না।'

এদিকে, তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বারলা। জলপাইগুড়ি জেলার নানা জায়গায় উপস্থিত থেকে বক্তব্যও রাখছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বালুরঘাট ● ফাঁসিদেওয়া ● দিনহাটা ● সিতাই ● বানারহাট এলাকায় সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়

ubs.torchbearer@gmail.com

আবেদনের শেষ তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৭ জুলাই : শেরশাবাদিয়া ইউনাইটেড মুভমেন্টের পক্ষ থেকে সোমবার ইসলামপুরের মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের পদাধিকারী সহ সদস্যরা এদিন শেরশাবাদিয়া গোষ্ঠীকে ওবিসি-এ ক্যাটিগোরি থেকে বি ক্যাটিগোরিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ারুল হকের কথায়, 'সরকারি এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের সমাজ বঞ্চিত হবে। ফলে আমাদের ওবিসি সংরক্ষণে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছি।' সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আন্দোলন করা ছাড়া পথ থাকবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কর্মখালি

কুচবিহার, শিলিগুড়িবাসীরা বাড়ি থেকে US Co-তে পার্ট/ফুলটাইম পরামর্শমূলক কাজে আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ান। M/F (20-65 বৎঃ) চাই। 9830364767. (K)

●

A renowned Electronic Company requires Delivery Boy. Ph. : 7980288246. (K)

SITUATION VACANT

SARADA VIDYA MANDIR, CBSE (English Medium), Sudarshanpur Raiganj, U/D, Pin 733134 invites applications for recruitment of Asst. Teachers for following subjects. POL. Sc(PGT), English(TGT), Social Science(PRT) preferable from HIST. Background Qualification: For PGT & TGT, M.A/B.A with B.Ed. for PRT, Candidates must have D.L.Ed. Candidates should be efficient to teach in English. Eligible candidates are requested to submit their Boi-data/CV by 12th July,2025. Candidates may submit their Boi-data/CV through E-mail: saradavidyamandir12@gmail.com. Mob: 9474730044.

বিক্রয়

1000 sq.ft & 800 sq.ft suitable for গোডাউন, টিউশন, অফিস space বিক্রয় হবে। ফুলেশ্বরী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, মহমায়া কালী মন্দিরের নিকটে, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। ফোন ঃ 9650750552/ 9641671146.(C/116890)

D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur Teachers Training Institute-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL-ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I., Cooch Behar, Pin- 735304. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ডে ভুলবশত Md. Firoj Alam লেখা হইয়াছে। আমার সঠিক নাম Md. Firoj Aktar যাহা ভোটার কার্ডে উল্লেখিত। আমি অদ্য ইং 07.06. 2025 তারিখে শিলিগুড়ি আদালত হইতে নোটারি বলে অ্যাফিডেবিট করিয়া উক্ত বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি। (C/117313)

●

আমার ভোটার ID কার্ড নং UHI 0881334 নাম ভুল থাকায় গত 03-07-2025, নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bina Das এবং Lalita Das (Barman) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, পঃবঃ, পিন- 736180. (C/115997)

সংশোধনী - ০১ ও ০২

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫ কাজের জন্য- কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ওএস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মাণের জন্য আরওবি নির্মাণ।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫ এর সংশোধনী ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

নিজ ভোটার কার্ডে (নং KDC 2345270) Md. Delbar Miya এবং ছেলে মেহেদি মিয়াঁর WBBSE-র অ্যাডমিটে (রোল 803891N নং 0007) নিজ নাম Delowar Miah থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে (23.5.25) অ্যাফিডেভিট বলে Delbar Miya হলাম। সাং- বালাপুকুরি, চামটা। (S/M)

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টে কুক এবং বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। M. No. 9832543559. (C/116888)

●

B.Tech/ Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tallly. E mail :- sankar54168@gmail.com (C/117320)

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO: BANARHAT/BDO/NIT-002/2025-26(4th Call) Last date of online bid submission 15/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-

BDO & EO, Banarhat Block

LAW ADMISSION
ONLY FOR EWS AND OBC CANDIDATES
SESSION:-2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A. LL.B integrated Course. Forms will be available from the College website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 08/07/2025 to 16/07/2025. Interested EWS and OBC candidates may also contact on Mobile No: 9382097598/ 9832790510.

Sd/-

Dr. Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender is invited for "Providing Security Personnel" at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/1570/2025, Dated 05/07/2025. Details are available from the following sites: www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in

Sd/-

Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। মাত্রাতিরিক্ত কথার জেরে অশান্তি হতে পারে। **বৃষ :** কোনও ধর্মীয় সভায় যোগ দিয়ে আনন্দ। আর্থিক দিক থেকে সারাদিন ভালো কাটবে। **মিথুন :** উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার যোগ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ফল খুব ভালো হবে। **কর্কট :** প্রেমে সামান্য অশান্তি থাকলেও বিকেলের পর তা মিটে যাবে। কাজকর্মে গতির অভাব। **সিংহ :** বেহিসেবি খরচে মানসিক চাপ বাড়বে। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। **কন্যা :** সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন এবং দায়িত্ব বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। **তুলা :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা দূর হবে। **বৃশ্চিক :** ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **ধনু :** পুরোনো রোগের বৃদ্ধিতে ভোগান্তি বাড়বে। কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। **মকর :** খুব প্রিয়জন কেউ বাড়িতে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংশিত হবেন। **কুম্ভ :** অতিরিক্ত লোভের কারণে প্রচুর অর্থনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। **মীন :** বাইরের খাবারদাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। দম্পত্যে মতবিরোধ কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই, ২০২৫, ২৩ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় সুদি, ১২ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১২।১০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। শুক্রযোগ রাত্রি ১১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১১।২৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।১০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৪০ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১২।১০ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গত ৯।৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্ব্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৩ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৯।৩ গতে পুনঃযাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।১০ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৪ গতে ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ-এ অজগর আসছে তেড়ে... *দিদির হাত ধরে বর্ণপরিচয়। বালুরঘাটের খোরনা গ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।*

কলেজে মদ্যপানের ভিডিও ভাইরাল

সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ ছাত্র নেতার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : বালুরঘাট কলেজের ইউনিয়ন রুমে মদ্যপানের আসরের পুরোনো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শাসক শিবিরে অস্বস্তি ছড়িয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) জেলা সভাপতি অমরনাথ ঘোষের দাবি, তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করতেই এই ধরনের ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে। এর সত্যতা যাচাই করা হবে।

টিএমসিপির সদস্যদের মদ্যপানের যে ভিডিওটি নতুন করে ভাইরাল হয়েছে, সেটি তিন বছরের পুরোনো। রাজ্য বিজেপির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সেই ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, ছাত্র নেতারা ছাত্রীদের সঙ্গে মদ্যপান করছেন। জেলায় টিএমসিপির পদে থাকা সুরজ সাহাকেও ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে। সুরজের অবশ্য দাবি, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। ভিডিওতে তাঁকে দেখতে পাওয়া অংশটি পরে এডিট করে যুক্ত করা বলে তিনি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি।

কেন সেইসময় ছাত্র সংসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও বিরোধী শিবির দাবি তুলেছে। বিজেপির যুব মোর্চা জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী বলেন, 'সেই সময় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং ওই ছাত্র নেতাদের পদোন্নতি হয়েছে। ওটা পুরোনো ভিডিও হলেও এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।' অন্যদিকে, ডিএসও-এর জেলা আহ্বায়ক তরিৎ বসাক বলেন, 'ভোট না করিয়ে টিএমসিপি ছাত্র সংসদগুলি দখল করে রয়েছে। ছাত্রদের টাকা অনুষ্ঠানের নামে খরচ করে আদতে দুর্নীতি করেছে। সমস্ত কিছুর তদন্ত প্রয়োজন।'

অস্বস্তিতে টিএমসিপি

- বালুরঘাট কলেজের ইউনিয়ন রুমে মদ্যপানের আসরের পুরোনো ভিডিও ভাইরাল
- ভিডিওটি তিনবছরের পুরোনো বলে জানা গিয়েছে
- তৃণমূলের দাবি, দলকে কালিমালিপ্ত করতে ষড়যন্ত্র চলছে
- বিরোধীরা দুর্নীতির পালটা অভিযোগ তুলেছেন

শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে বিবাদের জের

ভাঙন রোধের কাজ থমকে

আজাদ

মানিকচক, ৭ জুলাই : ঠিকভাবে কাজই শুরু হল না। তার আগেই বন্ধ হয়ে ভাঙন রোধের কাজ। তিনদিন হয়ে গেলেও কাজ এখনও শুরু হয়নি ভূতনির কেশরপুরে। কাজটি কারা করবেন, সেই নিয়ে দুই এলাকার শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বাধে। বিবাদের জেরে কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় সেচ দপ্তর। বর্ষার মরশুমে ভাঙন রোধের কাজ বন্ধ হয়ে দুশ্চিন্তায় ভূতনির কেশরপুর এবং কালুটোনটোলার বাসিন্দারা। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। একই কথা বললেন সেচ দপ্তরের আধিকারিকও।

মানিকচক ব্লকের ভূতনির কেশরপুর এবং কালুটোনটোলায় চলছে নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ। প্রতিবছর বন্যার কবলে পড়েন ভূতনির বাসিন্দারা। এবছর স্থানীয়দের সেই জল-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সেচ দপ্তর। বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর এই বাঁধকে রক্ষা করতে কেশরপুরে ৫০০ মিটার দূরে বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন রোধ করা হবে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় দুই কোটি টাকা। সম্প্রতি টেন্ডারের মাধ্যমে কাজের বরাত পায় ঠিকাদারি সংস্থা। গত শুক্রবার এই কাজের শিলান্যাস হয়। কাজ শুরু হতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত!

ভাঙনে বিপন্ন ভূতনি। তাও কাজ বন্ধ।

সাধারণত বাঁধ নির্মাণ বা গঙ্গার ভাঙন রোধ করতে হলে স্থানীয় শ্রমিকদের নিয়েই কাজ করে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। কেশরপুরেও কাজ শুরু হয়।

কিন্তু তাতে বাদ সাধেন উত্তর চণ্ডীপুরের আটসুইয়া, খোসবরটোলা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের শ্রমিকরা। তাঁরা এই ভাঙন রোধের কাজ করবেন বলে দাবি জানান। তাঁদের এই 'আবদার' না মানা হলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আর এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনার বিরোধিতা করেন কেশরপুরের শ্রমিকরা। শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষের বচসা। মারমুখী হয়ে ওঠে উভয়পক্ষ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় সেচ দপ্তর এবং ঠিকাদারি সংস্থা।

> শ্রমিকদের ঝামেলার জন্য কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আলোচনা করে দু'একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে।
>
> **শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,**
> *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সেচ দপ্তর মালদা*

স্থানীয় বাসিন্দা বীরবল মাহাতো বলেন, 'কেশরপুরে ভাঙনরোধের কাজ এখানকার শ্রমিকরাই করবেন। জোর করে বাইরের শ্রমিকরা এখানে কাজের দাবি জানাচ্ছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে এই অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।' ইতিমধ্যে গঙ্গা এবং ফুলহর নদীর জল বাড়ায় প্রমাদ গুনছেন এলাকাবাসী।

মালদা জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, 'শ্রমিকদের ঝামেলার জন্য কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

নিখোঁজ শিশু উদ্ধার

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ৭ জুলাই : তপন গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ছয় বছরের এক শিশু। তাকে অবশেষে উদ্ধার করা হল। প্রায় এক সপ্তাহ পর সোমবার সকালে মেয়েকে ফিরে পেয়ে স্বস্তিতে বাবা।

জুলাই মাসের এক তারিখে মেয়েকে অ্যান্টি-র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন দেওয়ানোর জন্য তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সৎমা। তিনি প্রেসক্রিপশন দেখানোর জন্য ভেতরে যাওয়ার সময় শিশুটি আউটডোরে একা দাঁড়িয়েছিল। এরপর বেরিয়ে এসে তাকে দেখতে পাননি তিনি। ওই শিশুর বাবা তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে তপন থানার পুলিশ।

শেষে সোমবার সকালে শিশুটির মায়ের বাবা তাকে নিয়ে আসেন তপন থানায়। মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, শিশুটিকে তার জন্মদাত্রী মা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তপন থানার মাধ্যমে শিশুটিকে প্রথমে বালুরঘাটের শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে সেখান থেকে এদিন সকালে বাবার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বালুরঘাটে শিশুকল্যাণ কমিটির তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মাসে একবার করে শিশুটির সঙ্গে তার জন্মদাত্রী মা দেখা করতে পারবেন। এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার জানান, বিষয়টি বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। শিশুটির বাবা বলেন, 'অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলাম। যেভাবে আমার মেয়েকে ফিরে পেলাম তাতে পুলিশ এবং শিশুকল্যাণ কমিটির প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।'

আটক

বৈষ্ণবনগর, ৭ জুলাই : রবিবার সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগর থানার কেবিএস ভগবানপুরের শেখপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জামিরুল শেখ নামে এক ব্যক্তি তরোয়াল হাতে আচমকাই এলাকায় দাপাদাপি শুরু করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। সেই গুজবে উত্তেজিত কিছু লোক পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং হামলা চালায়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে সম্প্রীতির ছবি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জুলাই : দেশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার খবর উঠে আসছে শিরোনামে। তখন মালদা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি দেখা যাচ্ছে। থানার ভেতরে প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের সামনের মাঠে রবিবার এবং সোমবার পালিত হল মহরম। আর এই রীতি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় দশকের পর দশক ধরে হয়ে আসছে। শুধু মহরম নয়, অর্ধশতক প্রাচীন এই কালী মন্দিরের সামনে ইদের আগে রোজার মাসে ইফতার করেন এলাকার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। তাঁদের সঙ্গে একই আসনে বসেছিলেন এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষও।

> ছোটবেলায় বাবা-দাদুর হাত ধরে থানার মাঠে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে লাঠিখেলা দেখতে আসতাম। আজও সেই নিয়মের অন্যথা হয়নি। আমরা যেমন দুর্গাপুজোয় আনন্দ করি, তেমনই মহরমেও এলাকার হিন্দুভাইরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।
>
> **আব্দুস শোভান**
> *ইসলামপুরের বাসিন্দা*

এদিন মহরম খেলতে আসা ইসলামপুরের বাসিন্দা আব্দুস শোভান বললেন, 'ছোটবেলায় বাবা-দাদুর হাত ধরে থানার মাঠে কালী মন্দির প্রাঙ্গণে লাঠিখেলা দেখতে আসতাম। আজও সেই নিয়মের অন্যথা হয়নি। আমরা যেমন দুর্গাপুজোয় আনন্দ করি, তেমনই মহরমেও এলাকার হিন্দুভাইরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।'

এলাকার আরেক বাসিন্দা থানার কালীপুজো কমিটির সম্পাদক প্রণব দাসও একই কথা বললেন। তাঁর কথায়, 'আমরা হলফ করে বলতে পারি, থানার ভেতর কালী মন্দির প্রাঙ্গণে এই ধরনের মহরমের প্রদর্শনী জেলার আর কোথাও হয় না।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার জানালেন, হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ সবসময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করে। সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সব উৎসব পালন করা হয়।

নির্বিঘ্নে মহরমের মেলা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৭ জুলাই : মহরম উপলক্ষ্যে কালিয়াচক ও মোথাবাড়িতে বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার দুপুর থেকেই কালিয়াচকে মহরম কমিটিগুলি তাজিয়া সহ মিছিল বের করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিছিল কালিয়াচক চৌরঙ্গি মোড়ে মিলিত হয়। পাশাপাশি, লাঠিখেলা ও বিভিন্ন ধরনের কসরত দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। কালিকাপুরের কারবালা ময়দানেও মহরম উপলক্ষ্যে ভিড় লক্ষ করা যায়। সন্ধ্যার পর সেখানে শুরু হয় প্রতিযোগিতামূলক লাঠিখেলা। সেখানে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কালিয়াচক-২ ব্লকের বাঙ্গীটোলা মাঠেও মহরম পালন হয়। সঙ্গে মেলাও বসে। আয়োজক বাঙ্গীটোলা সর্বজনীন মহরম কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা রবিউল ইসলাম বলেন, 'আমাদের এই অনুষ্ঠানে মূলত এলাকার ভাঙনপীড়িত মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন।' হেমতাবাদ ইমামবাড়া কমিটির উদ্যোগে হাসান ও হুসেন স্মৃতি সৌধের লাগোয়া মাঠে সুবিশাল এক মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন ধর্মের কয়েক হাজার মানুষ মিলিত হন। শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলায় বালুরঘাট, মালদা, কলকাতা, দিল্লি থেকেও মানুষ আসেন। শতাব্দীপ্রাচীন মহরমমেলার সূচনা হল বংশীহারীর নেংড়াপিরে। সেখানকার মাজার প্রাঙ্গণে নেংড়াপির মহরমমেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছর এই মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। এবছর এই মেলা ১৮৭তম বর্ষে পড়ল। সোমবার থেকে টানা ১১ দিন এই মেলা চলবে। এদিন বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মহরমমেলার সূচনা হয়। বিকেলে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের হয়। বিভিন্ন সাজে পথ পরিক্রমা করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। পরে শহিদ কারবালা মাঠে নিশান স্থাপন ও দোওয়া প্রার্থনা হয়। এরপর শুরু হয় লাঠিখেলা। হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ পঞ্চায়েতেও মহরম হয়। তপন ব্লকের কারবালা ময়দানে মেলা বসেছে।

স্মারকলিপি

করণদিঘি, ৭ জুলাই : তিন দফা দাবিতে সোমবার করণদিঘি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন আশাকর্মীরা। গত চার মাস ইনসেন্টিভ বন্ধ ও গত ১১ মাস মোবাইল রিচার্জের টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি বলে আশাকর্মী চঞ্চলা দাস জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেত্রী রুলেখা খাতুনের বক্তব্য, 'ইনসেন্টিভ, রিচার্জ এবং অন্য খাতে টাকা বকেয়া আছে। এরপর আরও কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' ৯ জুলাই দশটি শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধের সমর্থনে কর্মবিরতিতে শামিল হবেন বলে জানান আশাকর্মীরা। তার বদলে তাঁরা অন্যদিন পরিষেবা দেবেন বলেও জানিয়েছেন।

পুকুরে দেহ

করণদিঘি, ৭ জুলাই : পুকুর থেকে রামু সিং নামে একজনের দেহ উদ্ধার হল সোমবার দুপুরে। ঘটনাটি করণদিঘি থানার পিছলা কদমতলা গ্রামের। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, জানা যায়নি। পেশায় শ্রমিক রামুর মাছ ধরার নেশা ছিল। রবিবার থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার দুপুরে তাঁর দেহ পুকুরে ভেসে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেহটিকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। তাঁর পরিবারে বাবা, স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান রয়েছে।

দুই ব্লক জুড়বে পাকা রাস্তায়

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ জুলাই : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে হতে চলেছে দাবি পূরণ। স্বাধীনতার পর পাকা রাস্তায় সংযোগ ঘটছে বালুরঘাটের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর থেকে হিলির বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মকরামপুর ফুটবল মাঠের। রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হলে হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের দক্ষিণ প্রান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ হবে। পৃথক একটি প্রকল্পে বিএসএফ ও সাধারণ মানুষের চলাচলের একটি রাস্তার সংস্কারও করছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সোমবার দুপুরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুটি রাস্তার শিলান্যাস করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার প্রমুখ।

বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর থেকে হিলি ব্লকের বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মকরামপুর ফুটবল মাঠ পর্যন্ত ২ কিলোমিটার পথ পাকা করার দাবি দীর্ঘদিনের। দুই ব্লকের প্রান্তিক এলাকার ৫টি গ্রামের মানুষই বছরের পর বছর ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বারবার মিলছিল প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তা বাস্তবের মুখ দেখছিল না কিছুতেই। ওই দাবি পূরণের পথে একধাপ এগোল। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ কৌশিকের দাবি, তিনিই বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের নজরে আনেন। তাঁর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থ বরাদ্দে সংস্কার হচ্ছে হিলি ব্লকের জামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারকেল বাগান এলাকা থেকে জামালপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তার। জানা গিয়েছে, নতুন রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বরাদ্দ করেছে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে কৌশিক আশ্বাস দেন, দুর্গাপুজোর আগেই রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'রাস্তাটি পাকা করার দাবি দীর্ঘদিনের। আমি নির্বাচনের সময় মানুষের দাবি শুনে রাস্তা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। পরিকল্পনা করার জন্য যখন এলাকায় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আসি, তখন মানুষ বিদ্রুপ করছিল। কিন্তু মানুষের দাবিকে মান্যতা দিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণকাজের শিলান্যাস করলাম। এবার মানুষ পাকা রাস্তায় পা রাখবেন।'

লবণ মাখানো আম যাচ্ছে বাইরে

হরষিত সিংহ

মালদা, ৭ জুলাই : আম সকলের প্রিয়। তবে এবারে লবণ মাখিয়ে আমের চাহিদাও বাড়ছে ভিনরাজ্যে। এতে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় বলে সম্প্রতি এই ব্যবসায় ঝোঁক বাড়ছে মালদায়। জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'এই প্রসেস করা আমের চাহিদা আচার কোম্পানিগুলিতে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের কিছু শহরেও চাহিদা রয়েছে। ভিনরাজ্যের নামীদামি আচার কোম্পানিতে এই আমের ব্যাপক চাহিদা।'

মালদা জেলায় বিক্রেতারা আম বাগানের মধ্যেই অস্থায়ী চৌবাচ্চা বানিয়ে সেখানে আমগুলিকে রাখেন। কাটা আম চৌবাচ্চায় জমা করে তার ওপর লবণ ছিটিয়ে প্রায় ২০ দিন রেখে তারপর লরিতে পাঠানো হয় বিভিন্ন কোম্পানিতে। মালদার অনেকে এখন এই ব্যবসা করছেন। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে মালদার এই লবণ মাখানো আম। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যেও পাঠানো হচ্ছে। ৬০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি হচ্ছে লবণ মাখানো আম।

আমের খোসা ছাড়ানো হচ্ছে। - সংবাদচিত্র

মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'অনেকের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে এই ব্যবসায়। আচারের জন্য কাঁচা আমে লবণ দিয়ে জারিত করা হয়। এতে আচার কোম্পানির সুবিধা হচ্ছে।' মূলত আশিনা প্রজাতির আম ব্যবসায়ীরা কাঁচা অবস্থায় কিনে নেন জারিত করার জন্য। আশিনা প্রজাতির আম তুলনায় টক। তাই কাঁচা অবস্থাতেই আচারের জন্য বিক্রি হয়। কাঁচা আম কিনে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে তারপর কাটা হয়। মহিলারা মূলত এই কাজ করেন। প্রতি সপ্তাহে মালদা থেকে কয়েক মেট্রিক টন লবণ মাখানো আম ভিনরাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। একটি লরিতে দশ মেট্রিক টন আম ভিনরাজ্যে যায়। কোনওদিন চার লরি আবার কখনও পাঁচ লরি আম যায়।

আম-কথা

- অস্থায়ী চৌবাচ্চায় লবণ ছিটিয়ে রাখা হয় কাটা আম
- ২০ দিন রাখা হয়
- লরিতে করে পাঠানো হয় কোম্পানিগুলিতে

ট্র্যাক্টরের দাপাদাপিতে দুর্ভোগ

কাতলামারিতে রাস্তার অপর নাম যন্ত্রণা

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ৭ জুলাই : দেখলে মনে হবে পাশাপাশি দুটি খাল কাটা হয়েছে। মাঝে মাটির একটা আল। তবে এটি বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারি যাওয়ার রাস্তা। গ্রামের এই মাটির রাস্তা দিয়ে ট্র্যাক্টরের দাপাদাপির জেরে এমন হাল হয়েছে। একহাঁটু কাদা ঠেলে রাস্তা পেরোতে এলাকাবাসীকে দুর্ভোগে পোহাতে হয়। এই পরিস্থিতি নিয়ে হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ পঞ্চায়েত এলাকার বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারির বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে।

মুসকিপুর গ্রামের প্রবীণ খন পালাগানের শিল্পী কামেশ্বর দেশির কথায়, 'আমাদের গ্রামের রাস্তার নামই এখন যন্ত্রণা। রাস্তায় পা রাখলেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। সাইকেল নিয়েও এই রাস্তা দিয়ে বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারি পর্যন্ত যাওয়া দায়। এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় সাইকেল ঘাড়ে চাপিয়েই হাঁটতে হবে। আর জুতো হাতে নিয়ে যেতে হবে। রাস্তা সংস্কারে পঞ্চায়েত থেকে এক কোদাল মাটিও ফেলা হয়নি।'

কাতলামারি থেকে বড়সিঙ্গার যাওয়ার ওই রাস্তা গোকর্ণ পঞ্চায়েত এলাকার ৫ হাজারের বেশি বাসিন্দার ভরসা। ওই রাস্তা দিয়ে কাতলামারি ও বড়সিঙ্গার গ্রামের মানুষ যেমন যাতায়াত করেন, তেমনই আবার গোকর্ণ পঞ্চায়েত এলাকার মুসকিপুর বড়গ্রামের মানুষও যাতায়াত করেন। বড়গ্রামের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, প্রাইমারি স্কুল সহ ইটাহার যাওয়ার অন্যতম প্রধান রাস্তা বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারি। কাতলামারি গেলে তবেই জাতীয় সড়ক পর্যন্ত যাওয়ার পাকা রাস্তা পাওয়া যায়।

রাস্তার বিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে কাতলামারির বাসিন্দা অভিরাম দেবশর্মা বলেন, 'রাস্তায় বের হওয়ার উপায় নেই। পা রাখলেই একহাঁটু কাদা। বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই।' অপর এক বাসিন্দা মামুন সরকার বলেন, 'পঞ্চায়েত চোখ বন্ধ করে রাখলে গ্রামের মানুষের কি অবস্থা হয় সেটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারি পর্যন্ত এই ১ কিলোমিটার রাস্তা।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বহু রাস্তা পাকা

বিপাকে গ্রামবাসী

কাতলামারি থেকে বড়সিঙ্গার যাওয়ার ওই রাস্তা গোকর্ণ পঞ্চায়েত এলাকার ৫ হাজারের বেশি বাসিন্দার ভরসা

একহাঁটু কাদা ঠেলে রাস্তা পেরোতে হয়

রাস্তাটি পাকা করার আশ্বাস দিয়েছেন হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া

হচ্ছে। অথচ এই রাস্তাটা পাকা হচ্ছে না বলে সাধারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন।'

অবশ্য হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া বলেন, 'ওই ১ কিলোমিটার রাস্তা অবশ্যই পাকা করা হবে। পাকা রাস্তার পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের কাছে।'

বিডিও অত্রী চক্রবর্তী বলেন, 'একাধিক রাস্তা পাকা করার পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছে। তবে বড়সিঙ্গার থেকে কাতলামারি পর্যন্ত রাস্তা ওই তালিকায় আছে কি না, তা না দেখে বলা যাবে না।'

গাজোলে পরপর দুর্ঘটনা

গাজোল, ৭ জুলাই : প্রায় দেড় ঘণ্টায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পৃথক দুটি দুর্ঘটনা ঘটল। সোমবার সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পরপর দুটি দুর্ঘটনায় চার শিক্ষিকা সহ আহত হয়েছেন ১৩ জন। এদের মধ্যে ১১ জনের চিকিৎসা গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে হলেও বাকি দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। গাজোল থানার পুলিশ তিনটি গাড়ি আটক করেছে। তার মধ্যে একটি বাস রয়েছে।

প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। মালদা থেকে ভ্যান গাড়ি করে শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনে আসছিলেন বেশ কয়েকজন শিক্ষিকা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ম্যাজিক ভ্যানটি টোল প্লাজার ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ঘটনায় আহত হন চার শিক্ষিকা। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। যদিও তাঁদের চোট তেমন গুরুতর নয়। এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ আবার একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে টোল প্লাজা এলাকায়। বহরমপুর থেকে একটি সরকারি বাস যাচ্ছিল বালুরঘাটের দিকে। একই সঙ্গে মালদা থেকে চাঁচলের দিকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, টোল প্লাজা পেরিয়ে যাওয়ার পরেই দ্রুতগতিতে বাসটিকে ওভারটেক করতে যায় গাড়িটি। সংকীর্ণ জায়গা হওয়ায় বাসের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনার জেরে উলটে যায় গাড়িটি। টোল প্লাজার সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে দুর্ঘটনার সেই দৃশ্য। গাড়িতে থাকা নয়জনই আহত হন। পুলিশ দুটি গাড়িকেই আটক করে।

প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ডিআই-কে নালিশ

হাজিরা খাতায় সইয়ে বাধা

দীপঙ্কর মিত্র ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ, ৭ জুলাই : হস্টেলের কলপাড়ে ছাত্রীদের স্নানের জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্কের জেরে কালিয়াগঞ্জের সেই বালিকা বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা কাটছে না কিছুতেই। সোমবার রায়গঞ্জে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে গিয়ে ওই বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী জোটবদ্ধভাবে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের অনিয়ম ও ছাত্রী আবাস ঘিরে সমস্যা নিয়ে মুখ খোলায় প্রধান শিক্ষিকা তাঁদের হাজিরা খাতায় সই করতে দিচ্ছেন না। যদিও প্রধান শিক্ষিকা ওই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, শনিবার শিক্ষিকারা যথারীতি হাজিরা খাতায় সই করেছেন।

হস্টেলের কলপাড়ে ছাত্রীদের স্নানের জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে গোপন নজরদারি চালানোর পাশাপাশি আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে ওই হস্টেলের হিসাবরক্ষক ও অঙ্কন শিক্ষকের অশালীন আচরণের অভিযোগ ঘিরে গত এক সপ্তাহ ধরে ওই বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা চলছে। শিক্ষিকাদের অভিযোগ, ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই স্নানে গোপন নজরদারি ও তাদের ওপর যৌন নির্যাতন সহ হস্টেলের নানান সমস্যা প্রধান শিক্ষিকাকে জানিয়ে আসছিল। কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি।

গত ২ জুলাই ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরাও প্রধান শিক্ষিকার কাছে অভিযোগ জানান। অভিভাবকরা হস্টেলে ছাত্রীদের উপর মানসিক, শারীরিক ও যৌন হয়রানির প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এরপর থেকেই প্রধান শিক্ষিকা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। শিক্ষিকারা জানান, স্কুলে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ছাত্রীনিবাস এখন পুরোপুরি ফাঁকা। নিরাপত্তা না থাকায় সব ছাত্রী বাড়ি চলে গিয়েছে।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মুরারীমোহন মণ্ডলের কাছে এদিন জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। আন্দোলনকারী এক শিক্ষিকা বলেন, 'শনিবার স্কুলে উপস্থিত থেকেও হাজিরা খাতায় সই করতে পারেননি। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণেই এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর পেছনে কোনও প্রভাবশালীর মদত থাকতে পারে। তা না হলে এমন বেআইনি কাজ করার সাহস পেতেন না তিনি।' এদিন জেলা শিক্ষা আধিকারিক ও মহকুমা শাসকের কাছেও এইসব অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়েছেন সহ শিক্ষিকারা। এই প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি।

যদিও ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, 'শনিবার সহ শিক্ষিকারা হাজিরা খাতায় সই করেছেন। পরে তাঁদের নোডাল শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। কিন্তু তাঁরা সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তাই তাঁদের ডিপার্চার সই করতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতির সঙ্গেও অসহযোগিতা করছেন।'

এদিকে, ছাত্রীদের স্নানে গোপন নজর ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় মূল দুই অভিযুক্ত হস্টেলের হিসাবরক্ষক ও অঙ্কন শিক্ষক এখনও পলাতক। তাঁদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবিতে সোমবার কালিয়াগঞ্জ থানায় স্মারকলিপি জমা দেয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কালিয়াগঞ্জ শাখা। সংগঠনের সম্পাদিকা স্বপ্না সমাজদার বলেন, 'কোন অদৃশ্য কারণে এই দুই সমাজবিরোধী এখনও বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, তা আমরা জানতে পারছি না। দুই অভিযুক্তকেই দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

নিশানায় প্রধান শিক্ষিকা

হস্টেলে ছাত্রীদের যৌন হয়রানি ও বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে মুখ খোলায় সহ শিক্ষিকাদের ওপর চটেছেন প্রধান শিক্ষিকা

সহ শিক্ষিকাদের হাজিরা খাতায় সই করতে দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষিকা

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নালিশ

নয়ানজুলিতে ২ শিশুর দেহ, তদন্তে পুলিশ

রতুয়া, ৭ জুলাই : নয়ানজুলিতে দুই শিশুর মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল রবিবার। রতুয়া থানার দেবীপুর অঞ্চলের প্রধানপাড়ায় ওই জোড়া মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য কাটেনি। শিশু দুটি একই পরিবারের। পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। মালদা মেডিকেল কলেজে দেহের ময়নাতদন্ত হলেও রিপোর্ট এখনও জানা যায়নি। মৃত দুই শিশুর নাম শেখ আয়াত (৫), শেখ ফাইজান (৪)। সম্পর্কে তারা তুতো ভাই। রবিবার দুপুরে তারা মহরম উপলক্ষ্যে লাঠিখেলার মেলায় গিয়েছিল।

দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। তখনই বাড়ির কাছে একটি নয়ানজুলিতে শিশু দুটির মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে উদ্ধার করে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ দুটি নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইলে শিশুদের পরিবার বাধা দেয় বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেহ হেপাজতে নেয় পুলিশ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাঁটা তৃণমূলে

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : বটুন পঞ্চায়েতের বটুন বহুমুখী সমবায় সমিতির মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিচালন কমিটির নির্বাচনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা জয় পেলেও দক্ষিণ কেশবপুর গ্রাম সংসদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কাঁটা থেকেই গেল। ১৩টি পদের মধ্যে ১০টিতে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে তৃণমূল। বাকি ৩টি আসনে ভোট হয়। বটুন-১ ও মাধবপুরে তৃণমূল সমর্থিত ধলি সরকার ও ললিতা বর্মন বিজেপি ও বাম সমর্থিত প্রার্থীদের হারিয়ে জয়লাভ করেন। কিন্তু দক্ষিণ কেশবপুরে সুমিত্রা সরকার ও রিক্তা চৌধুরী, দুই তৃণমূলের প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

চুরির চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চুরির চেষ্টার অভিযোগে তিন তরুণকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি রবিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জের ছত্রপুর এলাকার। ধৃতদের নাম বিকাশ দাস, রাজীব চৌহান ও রাজেশ বিন। শনিবার ধৃতরা ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে একটি বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করার সময় বিকট শব্দে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা ওই তিনজনকে দেখতে পান। তিনজনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর ওই তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করে কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।

বনধের প্রস্তুতি

দক্ষিণ দিনাজপুর ব্যুরো

৭ জুলাই : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির তরফে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। সেই ধর্মঘটকে সফল করতে সোমবার হরিরামপুর ব্লকে সিপিএমের এরিয়া সম্পাদক আনসার আলির নেতৃত্বে হরিরামপুর চৌরাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল এবং পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিএমের কুশমণ্ডি এরিয়া কমিটির উদ্যোগে একই কর্মসূচি পালিত হয় স্থানীয় এরিয়া কমিটির সম্পাদক গুরুপদ রায়ের নেতৃত্বে। ধর্মঘট সফল করতে বালুরঘাট পুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পথসভা করল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি'র জেলা কমিটি। এদিন বিকালে এই পথসভা থেকে বিভিন্ন দাবি তোলেন জেলা সভাপতি রতনকুমার সরকার সহ নেতৃত্ব। গঙ্গারামপুরে মিছিল বাসস্ট্যান্ড শপিংপ্লাজার সামনে থেকে শুরু হয়ে কালীতলায় শেষ হয়। সেখানে পথসভা হয়।

জলপ্রকল্প

পতিরাম, ৭ জুলাই : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পারপতিরামের বাহিচা মিশন প্রাঙ্গণে সোমবার সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের পাম্প বসানোর কাজের সূচনা করলেন জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য কল্পনা মুর্মু ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। জেলা পরিষদের উদ্যোগে ৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি তৈরি হবে। মিশনে প্রতিদিন চিকিৎসার জন্য প্রচুর মানুষ আসেন।

সচেতনতা

তপন, ৭ জুলাই : তপন ব্লকের দাড়ালহাট উচ্চবিদ্যালয়ে সোমবার শক্তিবাহিনী ও তপন থানার যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাজে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া নানা সামাজিক ও অপরাধমূলক সমস্যার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। কর্মসূচিতে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার এবং সাইবার অপরাধের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সবে মিলে দেখি ফোন।।
ইসলামপুর থেকে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।

একাধিক দাবিতে ডেপুটেশন

আন্দোলনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৭ জুলাই : একাধিক দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতি বংশীহারীর শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক তাপস শীলকে স্মারকলিপি দিয়েছে। বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠ থেকে মিছিল করে দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সিডিপিও তাঁদের সব দাবি শুনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। তাঁরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শিশু, অন্তঃসত্ত্বা এবং প্রসূতিদের পরিষেবা পৌঁছে দিলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের অধিকার ও দাবিপূরণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। নতুন নিয়মে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পোষণ ট্র্যাকার' অ্যাপে ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে পরিষেবা গ্রহীতাদের নথিভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ এসেছে। এজন্য ৫জি মোবাইল প্রয়োজন। সরকার ৫জি মোবাইল না দেওয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। তাই ই-কেওআইসি নথিভুক্তি স্থগিত রাখার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

বাধ্য হয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত মোবাইলে ওই কাজ করতে বাধ্য হলেও এজন্য নামমাত্র মাসিক খরচ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ। অধিকাংশ অভিভাবকের কোনও ফোন না থাকায় তাঁদের 'ফেস রিকগনিশন' করা যাচ্ছে না বলে তাঁদের শিশুদের প্রাপ্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। সংগঠনের সভাপতি ইতি সাহা বলেন, 'নতুন নিয়মে ই-কেওয়াইসি জমা করতে অভিভাবকের আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিংক করা বাধ্যতামূলক। বাস্তবে অধিকাংশ অভিভাবকদের আধার লিংক করা নেই।'

পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির আরও কয়েকটি দাবির মধ্যে আছে, জল ও নিকাশি ব্যবস্থাহীন, জরাজীর্ণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সংস্কার, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সঠিক ওজনের চাল-ডাল সরবরাহ, বাজারদর অনুযায়ী খাবারের দাম বরাদ্দ, পরিষেবা গ্রহীতাদের পরিচয়পত্র দেওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সুপারভাইজার পদে উন্নীত করার দাবিও জানায় সংগঠনটি।

বংশীহারীতে জমায়েত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। সোমবার।

গোডাউন নয়, বিক্ষোভে গ্রামবাসী

পুরাতন মালদা, ৭ জুলাই : ভারী যান চলাচলে রাস্তা ভেঙে চৌচির। এলাকায় একাধিক গোডাউন থাকায় যে প্রত্যেকদিন ভারী যান চলাচল করছে, তা অজানা নয় গ্রামবাসীদের। এরই মধ্যে আরও একটি গোডাউন তৈরির কাজ শুরু হওয়ায়, সোমবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁঝরা গ্রামের বাসিন্দারা। দ্রুত ওই গোডাউন মির্মাণের কাজ বন্ধ করার দাবিতে তাঁরা এদিন বিক্ষোভ দেখান বিডিও অফিসেও। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও, সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

> গ্রামবাসীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। গ্রামবাসী এবং গোডাউনের মালিকপক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।
>
> **সেঁজুতি পাল মাইতি** *বিডিও, পুরাতন মালদা ব্লক*

ঝাঁঝরা গ্রামের একটি রাস্তা জুড়েছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে। ফলে এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যক্তিমালিকানাধীন বেশ কয়েকটি গোডাউন। যার জেরে প্রায়সময়ই রাস্তাটিতে যানজটের সৃষ্টি হয়। পথ চলতে চরম সমস্যায় পড়েন স্থানীয়রা। আতঙ্কের মধ্যে স্কুলে যেতে হয় এবং ফিরে আসতে হয় পড়ুয়াদের। ভারী যান চলাচলে রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়ায় দিন-দিন ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকায়। এর মধ্যে নতুন আরও একটি গোডাউন তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় সোমবার প্রতিবাদের রাস্তায় হাঁটেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় বাসিন্দা উৎপল হালদার বলেন, গোডাউনগুলিতে গাড়ি যাওয়ার জন্য অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় জলকাদা জমে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না। আমরা বিডিও অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি বলেন, 'গ্রামবাসীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। গ্রামবাসী এবং গোডাউনের মালিকপক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

গাজোলে বিক্ষোভ সমাবেশ আদিবাসী সংগঠনের

জাল শংসাপত্র নিয়ে ক্ষোভ

গৌতম দাস

গাজোল, ৭ জুলাই : ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের উত্তরবঙ্গ জোনের উদ্যোগে ও মালদা জেলা কমিটির পরিচালনায় সোমবার বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। পাশাপাশি গাজোল ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে অভিযোগ তোলা হয়, গাজোলে হামেশাই আদিবাসী জমি হস্তান্তরের ঘটনা ঘটছে। কেন-না এখানে জায়গার দাম আকাশছোঁয়া। তাই মাটি মাফিয়ারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অবিলম্বে যদি এই প্রক্রিয়া বন্ধ না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা আদিবাসী সংগঠনগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে গঠন করা হয় ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন। এদিন

গাজোলে আদিবাসী সমাবেশ ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। - পঙ্কজ ঘোষ

সংগঠনের উত্তরবঙ্গের জোনাল কনভেনার দিলীপ কিস্কু বলেন, 'মূলত আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আমাদের আজকের এই কর্মসূচি। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও আদিবাসীরা নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। সংবিধানে আদিবাসীদের নানান অধিকারের কথা বলা হলেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। জল, জঙ্গল, জমির অধিকার থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।' তাঁর আরও সংযোজন, জাল দলিল এবং জাল কাস্ট সার্টিফিকেট বানিয়ে আদিবাসীদের জমি অন্যকে হস্তান্তর করে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে এই বেআইনি প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। মাটি মাফিয়ারা যেভাবে আদিবাসীদের জমি দখল করছে তার বিরুদ্ধেও শীঘ্রই পদক্ষেপ করতে হবে।

এদিন সমাবেশ ও স্মারকলিপি দেওয়ার আগে গরুহাট তারাতলা ময়দান থেকে আদিবাসীদের একটি বিশাল মিছিল গাজোল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কর্মসূচিতে অংশ নেন মালদা, দুই দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং জেলার বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। কর্মসূচিকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য ভূমি দপ্তরের তরফে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী।

> জাল দলিল এবং জাল কাস্ট সার্টিফিকেট বানিয়ে আদিবাসীদের জমি অন্যকে হস্তান্তর করে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে এই বেআইনি প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।
>
> **দিলীপ কিস্কু**
> *জোনাল কনভেনার, ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন*

মিড-ডে মিলের খাতায় 'ভূতুড়ে' পড়ুয়ার হদিস

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৭ জুলাই : 'ভূতুড়ে' ছাত্রের সন্ধান মিলল করণদিঘি ব্লকের উত্তর কোচরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এসব 'ভূতুড়ে' ছাত্রের দেখা মিলছে শুধু মিড-ডে মিলের খাতাতেই। দিনের পর দিন এভাবেই ভূতুড়ে ছাত্রসংখ্যা দেখিয়ে টিআইসি বাড়তি চাল ও টাকা তুলে আত্মসাৎ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন টিআইসি।

খাতায়-কলমে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫৯৬, শিক্ষক ১০। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা স্কুলে অনিয়মিতভাবে আসার কারণে এখানকার শিক্ষার মান পড়ে যায়। বর্তমানে বেশিরভাগ পড়ুয়া এই স্কুলে কেবল নাম তুলে রেখেছে যাতে হাইস্কুলে ভর্তি হতে সমস্যা না হয়। ফলে এই স্কুলে পড়ুয়ার উপস্থিতি মোটামুটি থাকে ২০-২৫-এর মধ্যে কিংবা তার সামান্য বেশি। কিন্তু মিড-ডে মিলের হিসেব দেখানো হয় প্রায় সারে তিনশো-চারশো। যেমন, ২ এপ্রিল স্কুলে পড়ুয়া উপস্থিত ছিল মাত্র চারজন। কিন্তু সেদিন নাকি মিড-ডে মিল খেয়েছে ৩৮৮ জন! ওই মাসেরই চার তারিখ পড়ুয়া উপস্থিত ছিল ১৬ জন অথচ সেদিন নাকি মিড-ডে মিল খেয়েছে ৩১৮ জন। অধিক পড়ুয়া দেখিয়ে ওই শিক্ষক চাল এবং টাকা আত্মসাৎ করছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় আসাদুল রহমান, আবদুল লতিফের।

স্থানীয় মহম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন, 'স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিত আসেন না। শিক্ষকরা স্কুলে না আসায় বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অনেকেই বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেছেন।' দোমোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আবদুল হক জানান, সপ্তাহের দু'দিন বৃহস্পতি ও শুক্রবার স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি হয়। কারণ ওইদিন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় মাদ্রাসা বন্ধ থাকে।

স্কুলের টিআইসি ইলিয়াস সোরেনের দাবি, স্কুলের রেজিস্টারে ৫৯৬ জন পড়ুয়া থাকলেও ১৫০-২০০ জন নিয়মিত উপস্থিত হয়। স্কুলেরই এক শিক্ষক স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। পড়ুয়াদের স্কুল বন্ধ থাকবে বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। মিড-ডে মিল নিয়ে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। করণদিঘি পূর্ব চক্রের ভারপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক নুহুসান বেগ বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জসিমুদ্দিন আলি জানিয়েছেন, ওই স্কুল নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হলেই কিছু বলা সম্ভব।

এদিকে এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। জেলা বিজেপির নেতা হেমরঞ্জন মণ্ডলের অভিযোগ, 'তৃণমূল সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়েছে। তাই আমরা চারিদিকে দেখছি মিড-ডে মিলের টাকা চুরি, ট্যাবের টাকা চুরি হতে।' পালটা তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চান মিড-ডে মিল যাতে সমস্ত জায়গায় সঠিকভাবে রূপায়িত হয়। এরপরও যদি মিড-ডে মিল নিয়ে কোনও দুর্নীতি হয় তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা চাই সঠিকভাবে এই ঘটনার তদন্ত হোক।'

গরমিল

১ এপ্রিল- পড়ুয়া উপস্থিত-২২, মিড-ডে মিল নাকি খেয়েছে-৩৮৮

২ এপ্রিল-পড়ুয়া উপস্থিত-৪, মিড-ডে মিল নাকি খেয়েছে-৩৮৮

৩ এপ্রিল-পড়ুয়া উপস্থিত-২৮, মিডডে মিল নাকি খেয়েছে-৩৭৩

৪ এপ্রিল-পড়ুয়া উপস্থিত-১৬, মিড-ডে মিল নাকি খেয়েছে-৩১৮

৭ এপ্রিল-পড়ুয়া উপস্থিত-১৮, মিড-ডে মিল নাকি খেয়েছে- ৩৭৯

বৈঠকে ববি

কলকাতা শহরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতা পুরসভায় বৈঠকে বসল টাস্ক ফোর্স। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ।

ক্ষমতা কমল

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের এডিজি পদে থাকা জ্ঞানবন্ত সিংয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হল। তাঁকে এই পদ থেকে সরিয়ে ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি বিভাগের এডিজি পদে পাঠানো হয়েছে।

বাধ্যতামূলক

৯ জুলাই সর্বভারতীয় শ্রমিক ধর্মঘটের দিন নবান্ন সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে কর্মীদের হাজিরা বাধ্যতামূলক করল রাজ্য সরকার। সোমবারই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

বায়োশিল্ড

রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে সাত কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বায়ো শিল্ড গড়ার কাজ শুরু হল। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

ঘোষণা একুশে

ভোটের লক্ষ্যে জেলায় দায়িত্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল সহ একাধিক ইস্যুতে চরম বিব্রত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাই আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয় অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ঘাসফুল শিবির।

একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকেই জেলাভিত্তিক ওই কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নাম ঘোষণা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

রবিবারই তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেছেন অভিষেক। ওই বৈঠকেই জেলার কোন কোন নেতার নেতৃত্বে দল লড়াই করবে, তার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূলের পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ ও মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। সেই কারণে সেখানে দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা নিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহারে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহকে সামনে রেখেই লড়াইয়ে নামবে দল। তবে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে নাগ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে উদয়নের সম্পর্ক ভালো। তাই তাঁকে উদয়নকে সঙ্গ দিতে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, সুমন কাঞ্জিলাল।

উল্লেখযোগ্যভাবে চরম কোণঠাসা করা হচ্ছে প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে। জলপাইগুড়িতে দায়িত্বে থাকছেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক তাঁকে সহযোগিতা করবেন। দার্জিলিং সমতলে গৌতম দেবের ওপরই ভরসা রাখছে দল।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় কানাইলাল আগরওয়ালকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামতে চাইছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিপ্লব মিত্রকে সামনে রাখতে চাইছে দল। আবার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁয় জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও রানাঘাটে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর ওপর ভরসা রাখছে দল। এই দুই নেতাই মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে ওই নেতাদের নাম ঘোষণা করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এখন থেকেই যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে, সেই বার্তা দেবেন তৃণমূলনেত্রী।

সম্ভাব্য নাম

- কোচবিহার- উদয়ন গুহ
- আলিপুরদুয়ার- প্রকাশ চিক বড়াইক
- জলপাইগুড়ি- মহুয়া গোপ
- দার্জিলিং সমতল- গৌতম দেব
- উত্তর দিনাজপুর- কানাইয়ালাল আগরওয়াল
- দক্ষিণ দিনাজপুর- বিপ্লব মিত্র

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে... *সোমবার বীরভূমের সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

নিগ্রহের দিন কলেজে ভাইস প্রিন্সিপাল

বহিরাগত আটকাতে নজর, ভীত অভিভাবকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ জুলাই : কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায় কলেজে ছিলেন। ওই দিন কলেজের রেজিস্টার খাতায় ইনটাইম ৯টা ৫০ মিনিট ও আউটটাইম ৯টা ৫০ মিনিট উল্লেখ করা রয়েছে। যদিও এএম না পিএম তা স্পষ্ট করা নেই। ফলে ভাইস প্রিন্সিপালের উপস্থিতিতে কীভাবে কলেজের মধ্যে এত বড় ঘটনা ঘটল তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোমবার কসবার ওই কলেজ খুলেছে। পঠনপাঠন শুরু না হলেও ফর্ম ফিলাপের কাজ চলছে। বাড়তি নজর রয়েছে কলেজের ঘটনাস্থলে।

কলেজের রেজিস্টারের নথি উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে রয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, জুন মাসের ১ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না। তবে ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না। ইনটাইমে সকাল সাড়ে ৯টা লেখা হয়েছে। পরে তা কেটে ১০টা ১৫ মিনিট করা হয়েছে। আউটটাইম লেখা ছিল ৮টা ৩০মিনিট। পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটি নেওয়ার কথা লেখা হয়। নয়না দাবি করেছেন, তিনি ঘটনার কথা এক নিরাপত্তারক্ষীর থেকে জানতে পেরেছেন। এতেই প্রশ্ন উঠেছে, ভাইস প্রিন্সিপালের রুমে কলেজের সিসিটিভি ফুটেজের অ্যাক্সেস রয়েছে।

তিনি কলেজে উপস্থিত থাকলে তাঁর কী করে নজর এড়িয়ে গেল বিষয়টি। একই সময়ে ঢুকে কী করে বেরিয়ে গেলেন তিনি। যদি রাতেই তিনি বের হন, তাহলে ঘটনার সময় অনুযায়ী তিনি কলেজেই ছিলেন। এই নিয়ে মুখ খোলেননি ভাইস প্রিন্সিপাল।

এদিনই কলেজ খুলেছে। ভর্তির ফর্ম ফিলাপ করা শুরু হয়েছে। কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের অনুমতি নিয়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত খোলা থাকবে কলেজ।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য একই সময় নির্ধারিত। কলেজ শেষ হলে স্থায়ী নিরাপত্তাকর্মী সমগ্র কলেজ পরিদর্শন করে মেন গেট বন্ধ করে দেবে। কলেজ শুরু হতেই সকলকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হয়। বহিরাগত আটকাতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অনুমতি ছাড়া কোনও অফিসিয়াল নথিপত্র নষ্ট করা যাবে না।

তবে ভীতি কাটেনি অভিভাবকদের। কসবার ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের সঙ্গে ঘটনাবলি সম্পর্কে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির প্রশাসন যাতে নিয়মকানুন মেনে কঠোরভাবে তা পালন করে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

সোমবার খোলার পর কড়া পুলিশি প্রহরায় চলছে কলেজে ঢোকা এবং বেরোনো। এদিন শুধু ফর্ম ফিলাপের কাজ হয়েছে। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রশ্ন যেখানে

- জুনের ১-২৫ পর্যন্ত রেজিস্টারে এএম, পিএমের উল্লেখ ছিল না
- ২৬ জুন তা উল্লেখ করেন নয়না
- ইন টাইম প্রথমে লেখা হয় সকাল সাড়ে ৯টা
- পরে তা কেটে হয় ১০টা ১৫ মিনিট
- আউট টাইম ছিল সাড়ে ৮টা
- পরে তা কেটে হাফ ডে ছুটির কথা লেখা হয়

হঠাৎ সুর বদল শুভেন্দুর

‘আমি অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না- এটাই বাস্তব’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ জুলাই : নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, তিনি ‘অন্যদের’ও ভোট চান। সোমবার বিজেপির কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় নন্দীগ্রামের তেরপেখিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বয়াল দে রোড পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টারবয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোট একজোট করে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়াকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। সেই লক্ষ্যেই নিয়ম করে প্রতিটি সভা-সমিতিতে উগ্র হিন্দুত্বের বার্তা দিয়ে চলেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে একাধিকবার শুভেন্দু দাবি করেছেন, বিজেপির ভোট মানেই হিন্দু ভোট। সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেয় না। বিজেপি মুসলিম ভোট প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু সম্প্রতি নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই শমীক ভট্টাচার্য সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ভিন্ন সুরে বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, রাজ্যকে বাঁচাতে আমরা সংখ্যালঘুদেরও সমর্থন চাই। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপির শত্রু নয়। বরং তৃণমূলের আমলেই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের দুর্গতি বেড়েছে। ভোট রাজনীতির স্বার্থে তাদের ব্যবহার করতে গিয়ে মুসলিমদের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। শমীকের কথায়, মারছে মুসলমান, মরছে মুসলমান। মুসলিমদের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থানের এই পরিবর্তনের আবহে এদিন শুভেন্দুর এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিন নন্দীগ্রামের যে এলাকা দিয়ে মিছিল করেছেন শুভেন্দু, সেটি কার্যত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভোটে এই বুথের ৮০০ ভোটের মধ্যে ৭৯০টি পেয়েছিল তৃণমূল। সিপিএম ৮, শুভেন্দু পেয়েছিলেন ২টি ভোট। সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘এলাকা দিয়ে আসার সময় ওদেরকে বললাম আজকের যে মিছিল তা যেমন আরজি করের অভয়ার জন্য, কসবা ল কলেজের নিগৃহীতা বোনটির জন্য, তেমনই আপনাদের বোমায় উড়ে যাওয়া তামান্নার জন্যও।’

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই মুসলিমরা যে তাঁকে ভোট দেয় না তা নিয়ে মনে ক্ষোভ রয়েছে শুভেন্দুরও। তারই প্রতিফলন এদিন শুভেন্দুর মুখে, ‘আমি যে অন্যদের ভোট চাই না তা নয়, পাই না। এটাই কঠিন বাস্তব।’

তবে পর্যবেক্ষকদের মতে কিছুদিন আগেও শুভেন্দুর মুখে এমন কথা শোনা যায়নি। মুসলিমদের ভোট না দেওয়াকে কার্যত উপেক্ষাই করেছেন তিনি। সেই জায়গা থেকে শুভেন্দুর এই ভাবান্তর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পদ্মে রদবদল খুব শীঘ্র

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হওয়ার পরেই সভাপতির ক্যাবিনেটে রদবদল আসন্ন হয়ে পড়েছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। সূত্রের খবর, ৫ সদস্যের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পদে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন হতে পারে। ইতিমধ্যেই তা নিয়ে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছেন শমীক। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী পুরোনো কমিটির ৫০ শতাংশ বহাল রেখে নতুন কমিটি করতে হবে। সেক্ষেত্রে ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ২ জনের পরিবর্তন করতে পারেন শমীক।

প্রাথমিকের মামলা

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয়

কলকাতা, ৭ জুলাই : ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সংক্রান্ত মামলায় পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান নিয়ে সংশয় তৈরি হল। একক বেঞ্চের রায়ে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছে কি না তা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উঠল। তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী দাবি করেন, এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষক, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘আপনাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ নেই, তাহলে আপনারা ভীত কেন?’

পার্শ্বশিক্ষকদের একাংশের আইনজীবীর দাবি, মোট শূন্য পদ ৪২৯৪৯ থেকে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৪২৯৫ আসনের মধ্যে ৩২০৫টি আসনে নিয়োগ হয়। এর মধ্যে ২৩৯ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ২৯৬৬ জন কর্মসীমার মধ্যেই পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেন। পার্শ্বশিক্ষকদের নিয়মের বিধি আলাদা। তাই এদের আলাদা করে চাকরিতে বহাল থাকার নির্দেশ দিক। তাঁরা আদালতের কাছে বিচারপ্রার্থী। ‘ল্যান্ড লুজার’ ক্যাটেগোরির আইনজীবী দাবি করেন, এই বিভাগে নিয়োগে দুর্নীতির সম্ভাবনা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রে মোট আসনের তুলনায় কম প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ার শেষে শূন্য পদ রয়ে গিয়েছে। এই সংরক্ষিত বিভাগে মোট আসনের চেয়ে প্রার্থী যেহেতু কম তাই কোনও দুর্নীতি না করেও তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন।

কালীগঞ্জে কমিশন

কলকাতা, ৭ জুলাই : কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নিহত নাবালিকার বাড়িতে গেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। নাবালিকার মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। তাঁদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার মা।

তুমি না আমি... *সোমবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

সরকারি কর্তাকে হুমায়ুনের লাথির ভিডিও ভাইরাল

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারকে ঘরে ঢুকে লাথি ও ঘুসি মারলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। ৩ জুলাইয়ের এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করছেন হুমায়ুন। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’।

> সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হুমায়ুন।

শুভেন্দুর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার প্রলয় চক্রবর্তীর ঘরের চেয়ারে বসে আছেন হুমায়ুন। ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসার পরই প্রলয়ের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলতে দেখা যায় হুমায়ুনকে। এরপরই চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রলয়কে সপাটে লাথি মারেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হওয়ায় তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুসি মারতে থাকেন হুমায়ুন।

এই ভিডিও পোস্ট করেই শুভেন্দু রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেছেন, ‘সরকারি দপ্তরে কর্তব্যরত একজন আধিকারিকের ওপর এই ঘটনার পরও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসন নীরব কেন?’ কিছুদিন আগে অনুব্রত মণ্ডলও এক আইসিকে অশালীনভাবে গালিগালাজ করে হুমকি দিয়েছিলেন। তারপরও সেই ঘটনা নিয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখায়নি প্রশাসন। শুভেন্দুর প্রশ্ন, বারবার এধরনের ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও কি গোটা বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন।

পালটা আইনি পদক্ষেপের হুমকি

এদিনই সীতাইয়ের সভায় মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও সাংসদ জগদীশ বাসুনিয়ার উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে উদয়ন বলেন, ‘নির্বাচনে বিরোধীরা যাতে এজেন্ট দেওয়ার কথা ভাবতেও না পারেন সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।’ হুমায়ুন, উদয়নদের সমালোচনায় সরব হয়েছেন সুকান্ত থেকে শুভেন্দু। শুভেন্দু-সুকান্তর মতে, এসবই হল তৃণমূলের সীমাহীন ঔদ্ধত্যের নমুনা। সহকারী রেজিস্ট্রারকে নিগ্রহ করার নিন্দা করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রিন্সিপাল থেকে অধ্যাপক কাউকেই রেয়াত করছে না তৃণমূল। জগ ছুড়ে মারা থেকে শুরু হয়েছিল। কিছুদিন আগে সরকারি কলেজের এক প্রিন্সিপালকে থাপ্পড় মারা হয়েছে। এখানে লাথি মারা হয়েছে। প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে লুম্পেনদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে তৃণমূল।’

নিগ্রহের শিকার হওয়া প্রলয় চক্রবর্তীর কাছে শুভেন্দুর আর্জি, ভয় না পেয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আনুন। প্রয়োজনে আইনের শরণাপন্ন হন। যদিও গোটা বিষয়টি মিথ্যা বলে দাবি করে হুমায়ুন বলেন, ‘দলকে সবটা জানিয়েছি। এই মিথ্যাচার ও সম্মানহানির জন্য আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

অভিযোগ রাজন্যার বাবার দিকেও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ জুলাই : হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজের ইউনিয়ন রুমে দীর্ঘ সময় ধরে নবাগত পড়ুয়াদের র‌্যাগিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শৌভিক রায়কে শোকজ নোটিশ পাঠাল তৃণমূল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শৌভিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদারের বাবা ঋত্বিক হালদারের বিরুদ্ধেও সোমবার নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব তৃণমূল নেতাই। আশুতোষ কলেজে ‘হেড ক্লার্ক’ পদে কর্মরত দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনোজিৎ মিশ্রের ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক উসকেছিল ২৫ জুনের পরেই। ছবি সহ সার্থকের সম্পত্তির দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে বিজেপি এদিন সমাজমাধ্যমে দাবি করেছে, কলেজের প্রিন্সিপালের পরোক্ষ সমর্থনেই সার্থকের মতো ‘নেতা’দের বাড়বাড়ন্ত।

রাজ্যজুড়ে ‘মনোজিৎ মডেল’-এর ছায়া বাড়ায় যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় তৃণমূল। নরসিংহ দত্ত কলেজের ঘটনায় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ২০২৩ সালে অভিযোগ জানিয়েছিল, পড়ুয়াদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন শৌভিক। র‌্যাগিংয়ের নামে চলত যৌন নিপীড়নও। ‘জিরো টলারেন্সে’ বিশ্বাসী তৃণমূল এই ঘটনায় এবার শৌভিককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিল। তাঁর যুক্তি, ‘কলেজে ঢুকতে বারণ করা হয়নি আমাকে। এর আগে যখন অভিযোগকারিণী আমার নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তখন দলকে সব উত্তরই দিয়েছিলাম। ২০২৩ সালের পর থেকেই আমার কলেজে যাতায়াত বন্ধ। দলের শোকজের উত্তর শীঘ্রই লিখিতভাবে দেব।’ কলেজের অধ্যক্ষ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘এর আগে পড়ুয়ারা যখন থানায় শৌভিকের বিষয়ে অভিযোগ করেন, তখনই পরিচালন সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।’

নিয়োগ দুর্নীতির তালিকায় নতুনভাবে নাম জুড়ল রাজন্যার বাবা ঋত্বিকের। তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল দাবি করেন, বাম আমলে পরীক্ষা ছাড়াই জয়পুরিয়া কলেজে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঋত্বিক।

শোকজ শৌভিককে

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে শান্তনু

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে অবশেষে স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শান্তনু সেন। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশে দু’বছরের জন্য তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কাউন্সিলের নির্দেশ খারিজ করে মন্তব্য করেন, ‘এটি একটি নন স্পিকিং ক্রিপটিক অর্ডার।’ বিচারপতি নির্দেশ দেন, মেডিকেল কাউন্সিল এই বিষয়ে তদন্তের সমস্ত রিপোর্ট শান্তনু সেনকে পাঠাবে। তাঁর বক্তব্যও শুনতে হবে কাউন্সিলকে। ফলে শান্তনু আগের মতোই ডাক্তারি করতে পারবেন। আদালতের এই নির্দেশের পরে শান্তনু জানান, ‘ইয়েডর মুঝে আচ্ছা লাগা। আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে। আমি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি হলে এখনই পদ ছেড়ে বাড়ি চলে যেতাম।’

শান্তনুর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ২০ বছর ধরে শান্তনু প্র্যাকটিস করছেন। হঠাৎ কেন এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সভাপতি সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘কেন আবেদনকারীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হচ্ছে তা জানানোর প্রয়োজন ছিল। কারোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে সমস্ত নিয়ম মেনে কারণ জানানো উচিত ছিল।’ মেডিকেলকে আগে শান্তনুর বক্তব্য শুনতে হবে, তার পরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বেবি কোলেকে বহিষ্কার তৃণমূলের

কলকাতা, ৭ জুলাই : খড়্গাপুরে বামনেতা অনিল দাসকে প্রকাশ্যে জুতোপেটার ঘটনায় তৃণমূল ‘নেত্রী’ বেবি কোলেকে বহিষ্কার করল দল। শাসকদলের শোকজ নোটিশের উত্তর বেবি দেওয়ার পরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। জেলা সভাপতি সুজয় হাজরাকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জিরো টলারেন্স’ অবস্থানে বিশ্বাসী হওয়ায় কোনও অসামাজিক বা অশালীন কার্যকলাপ দল মেনে নেবে না বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।

জয়প্রকাশের কথায়, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেবি কোলে আমাদের কর্মী বলে পরিচিত। বয়স্ক বামপন্থী নেতাকে অশালীন ও অসামাজিক ব্যবহার করার কারণে তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। আমাদের দলের অনুশাসন খুবই কঠোর।’ কটাক্ষ করেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও। তাঁর মত, ‘এটা কোনও ব্যবস্থাই নয়। ঘটনার পর ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল না কেন? খড়্গাপুরের মানুষের প্রতিক্রিয়ার জন্যই তাঁকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলল তৃণমূল।’ সোমবার মেদিনীপুরে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগদান করে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন জয়প্রকাশ। বেবি এই ঘটনায় কোনওরকম অনুতাপ প্রকাশ না করায় দল এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অনিল বলেন, ‘খড়্গাপুরের বাসিন্দাদের প্রতিবাদে ও সমাজের অন্যান্য স্তর সরব হওয়ার জন্যই দল দেরিতে হলেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি খুশি।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩২

অস্থিরতাও কৌশল

আমেরিকা এখন এক নতুন রাজনীতির সাক্ষী। যাকে নীতি বা নির্দিষ্ট ভাবনা বলে সংজ্ঞায়িত করা মুশকিল। আপাতদৃষ্টিতে খামখেয়ালি, একরোখা ও উদ্ভট চিন্তা বা কার্যকলাপ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশকে পরিচালিত করছে। যাকে ট্রাম্প 'সিনড্রোম' বলা যেতে পারে। যেখানে কোনও কিছু আগাম আঁচ করা কঠিন। আবার কোনও অবস্থানের স্থিরতাও তেমন নেই। এই রাজনীতির ধরনের নির্দিষ্ট নামকরণ করা কঠিন। যদিও কেউ কেউ একে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদ বলছেন।

এই জনপ্রিয়তাবাদে দেখানো হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের মেজাজ-মর্জিমতো যা খুশি তাই করছেন। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ সম্ভাবনা নিয়ে প্রথমে তাঁর মন্তব্য ছিল হেঁয়ালিতে ভরা। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ জানে না আমি কী করব। আমি এটা করতেও পারি, নাও করতে পারি।' এটা বলতে তিনি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন মনে হয়। তারপর দু'সপ্তাহ চিন্তাভাবনা করবেন বলেও শেষে ইরানকে আক্রমণ করে বসলেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংঘাত নিয়ে তাঁর মন্তব্য ও পদক্ষেপ এমনই অসংগতিতে ভরা, যাকে কোনও পরিস্থিতিতে নির্ভর করা মুশকিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা, নীতি বা ঘোষণা ইত্যাদি কোনও কিছুর ধারাবাহিকতা নেই। তাই আগে থেকে কোনও কিছু অনুমান করা কঠিন। খামখেয়ালিপনাকে তিনি কার্যত নীতি বানিয়ে ফেলেছেন। যে নীতি শুধু তাঁর দেশ নয়, বিশ্বকে প্রভাবিত করে চলেছে।

মনে করার কারণ নেই যে, এইসব নিছক পাগলামো কথা বা অস্থিরমতি পদক্ষেপ। এর পিছনে আছে দেশের ভেতরে বা বাইরে প্রতিপক্ষকে চাপ দিয়ে হোক, ভয় পাইয়ে হোক বশে রাখার কৌশল। এমনকি, আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির সম্পর্ক ট্রাম্প একইভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। যেমন হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে বসলেন কানাডার তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হওয়া উচিত। কিংবা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তাঁর গ্রিনল্যান্ড দখল করার লক্ষ্যে সামরিক শক্তি ব্যবহারের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।

এ ধরনের মন্তব্য অনেকটা কর্তৃত্ববাদের লক্ষণ। কোনও জাতির আত্মপরিচয়ের সমস্যা কিংবা কোনও দেশে অর্থনীতির সংকট দেখা দিলে বা রাজনৈতিক-সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে অনেক সময় কর্তৃত্ববাদকে মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চলছেন। আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ইত্যাদি মনে হলেও এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ কখনো-কখনো মানুষ গ্রহণ করে।

ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি প্রকৃতপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বুনে দেওয়ার কৌশল। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবক্ষয় ঘটলেও মানুষ মেনে নেয়। ডোনাল্ডের মতো শাসকরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন ভোটে জিততে ও ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সেই একই কারণে দেশবাসীর একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন শুধু নয়, অহেতুক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনড়।

বিশ্বে একটা যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা ট্রাম্পের অন্যতম লক্ষ্য। এতে অস্ত্র ব্যবসা বাড়বে, প্রযুক্তির কেনাবেচা হবে। রিয়েল এস্টেটের কারবারি ট্রাম্প অনেক হিসেব কষে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতার পরিবেশ বজায় রাখতে মরিয়া। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসির মতো তিনি কখনও একতরফা যুদ্ধবিরতির নিদান দিচ্ছেন আবার কখনও যুদ্ধে প্ররোচনা জোগাচ্ছেন। ইজরায়েল, ইরান যুদ্ধ বন্ধ করলেও গাজায় হামলা বন্ধ করতে কিন্তু তিনি তেল আভিভকে বাধ্য করছেন না।

আপাতদৃষ্টিতে যাকে ট্রাম্পের অনিশ্চয়তার নীতি মনে হয়, সেটাই আসলে তাঁর 'ট্রাম্প কার্ড।' এভাবে তিনি দেশের মানুষকে ও বাইরের প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে রাখতে চান। এই কৌশলে তিনি নিজেকে আমেরিকাবাসীর স্বার্থ সুরক্ষার পাহারাদার হিসেবে দেখাতে চান, অন্যদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের স্বার্থপর বলে দেগে দেন। বর্তমান বিশ্বে ট্রাম্প কৌশল এক নতুন প্রবণতা, যা শাসকের নিজের সুরক্ষার অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠবে দিনে দিনে।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

নিজস্ব ছটায় শেষ দিন পর্যন্ত স্বতন্ত্র

জন্মদিনে আজ জ্যোতি বসুকে ফিরে দেখা। জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারেন এমন নেতা কই?

আশিস ঘোষ

কমরেড স্তালিন কি হাসেন? সোভিয়েত জমানায় চালু রসিকতা ছিল, রুশ নেতাকে কেউ নাকি কখনও হাসতে দেখেননি। মোটা গোঁফের আড়াল ভেদ করে হাসি আর সর্বসমক্ষে আসত না। জ্যোতি বসুকে নিয়ে এমনই ঠাট্টা চালু ছিল সাংবাদিক মহলে। তিনি গম্ভীর, আর পাঁচজনের মতো নন। তাঁকে প্রকাশ্যে আড্ডা মারতে কিংবা হো হো করে হাসতে কেউ দেখেছেন বলে শুনিনি। তবে নিজস্ব বন্ধুদের বৃত্তে তিনি যে বেশ জমিয়ে আড্ডা মারতেন শুনেছি সে কথাও।

তিনি আলাদা। তিনি স্বতন্ত্র। অন্য নেতারা দাদা হলেও একমাত্র বাবু ছিলেন জ্যোতিবাবু। তাঁকে হাতেগোনা জনাদুয়েক সাংবাদিক ছাড়া কেউ জ্যোতিদা বলে ডেকেছেন এমনটা শুনিনি কখনও। একটা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়েও তাঁর উপর সর্বদা ছিল আলো। তিরুবনন্তপুরম পার্টি কংগ্রেসে দেখেছি, মঞ্চে তাঁর জন্য আলাদা চেয়ার। বাকি তাবড় সব নেতা বেশ কিছুটা তফাতে। অন্য কেউ হলে বলাবলি হত। জ্যোতিবাবু বলেই কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। তাঁকে ওই তফাতে থাকাটাই মানাত।

সাদা পাটভাঙা ধুতি, পাঞ্জাবি, ঝকঝকে জুতোয় বরাবর তিনি ফিটফাট। পাঞ্জাবিতে সামান্য ভাঁজও কেউ কখনও দেখেনি। তিনি তবুও শ্রমিক, কৃষকদের পার্টির অবিসংবাদিত নেতা। তার উপর তিনি ছিলেন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। এই আভিজাত্য ছিল না আর কারও। তাঁকে সমীহ করত সবাই। সেই সময় থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্যের মতো বিলেত ফেরতরা। আরেক ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁকে বিধানসভার মধ্যেই তাঁর ডাকনাম 'গদা' বলে ডাকতেন। তা নিয়ে আপত্তি জানাতেন দলের অন্য বিধায়করা। দেশে ফিরে লেগে গেলেন পার্টির কাজে। ব্যারিস্টার হয়েও কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেননি তিনি। তখন থেকেই পার্টির হোলটাইমার। প্রথমে কলকাতা বন্দর, তারপর রেল ইউনিয়নের কাজ। সেখানেই হুমায়ুন কবিরকে হারিয়ে রেল কেন্দ্র থেকে জিতে আইনসভায়। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সকলের নজরে পড়েন তখন থেকেই। বিরোধী কমিউনিস্টদের মধ্যে তিনি ছাড়া রতনলাল ব্রাহ্মণ আর রূপনারায়ণ রায় ছিলেন। জ্যোতিবাবুর পাশে তাঁরা নিতান্তই সাদামাঠা। তখন থেকে একটানা বিধানসভা তাঁর কর্মক্ষেত্র। একমাত্র বাহাত্তর সালে বরানগরে হারা ছাড়া টানা তিনি বিধায়ক। দু'বার উপমুখ্যমন্ত্রী, তারপর রেকর্ড ভাঙা মুখ্যমন্ত্রিত্ব '৭৭ সাল থেকে।

বিরোধী নেতা থাকার সময় কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের অঢেল স্নেহ পেয়েছিলেন। তাঁকে আলাদা নজরে দেখত সবাই। বিধান রায়ের বাড়ি গিয়ে বিধানসভায় কী বলবেন, কীভাবে বলবেন তা নিয়ে আলোচনা পরামর্শ করতেন। একবার গ্রেপ্তারি এড়াতে বিধানবাবুর প্রশ্রয়ে থেকে গিয়েছিলেন বিধানসভার মধ্যেই। কমরেডদের কাছেও তিনি অনেক দূরের মানুষ। তাঁকে ব্রিগেডের মঞ্চে দেখতে ছুটে আসতেন লাখ লাখ মানুষ। খুব যে ভালো বক্তা ছিলেন তা নয়। সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙারদের মতো আগুনখোর বক্তা ছিলেন না। কথাও বলতেন অনেকটা খাপছাড়া, বাক্য সম্পূর্ণ না করে। কী বলতে চাইছেন তা বুঝে নিতে হত। তবু তিনিই ছিলেন যে কোনও জনসভার সেরা আকর্ষণ। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই ফাঁকা হতে শুরু করত ময়দান। কোনও দিন তাঁর মুখে তত্ত্বকথা বা মার্ক্সীয় লব্জ বিশেষ শুনিনি। তিনি বরাবরই প্র্যাকটিকাল, পার্টির সাতরকম দলিল দস্তাবেজের তোয়াক্কা করেননি। আর ছিল অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। তবু তিনি জননেতা, কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি ব্যতিক্রম। তাঁর থেকে অনেক বেশি মার্কসবাদ চর্চা করা অন্য নেতারা জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছে আসেননি।

এই আকর্ষণ অটুট ছিল শেষপর্যন্ত। কমিউনিস্ট পার্টিতে দলের উপরে কোনও ব্যক্তি নয়, মানা হয়েছে কড়াভাবে। ব্যক্তিপুজো নিষিদ্ধ। ব্যতিক্রম কাকাবাবু মুজফফর আহমেদ। একমাত্র তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। আর ব্যতিক্রম জ্যোতিবাবু। দলের মধ্যে কোন অঙ্কে কে জানে, দলে অবহেলিত সুভাষ চক্রবর্তী ঘটা করে পালন করতেন জ্যোতিবাবুর জন্মদিন। সকাল থেকে তাঁর স্ত্রী রমলার অরাজনৈতিক সংগঠনের আড়ালে সল্টলেকের বাড়িতে ফুল হাতে হাজির হতেন বহু মানুষ। তার আগে এই সুভাষবাবুই 'নব বাংলার নব রূপকার' স্লোগান দিয়ে জ্যোতিবাবুর মুখ দিয়ে বড় বড় পোস্টার ছাপিয়ে দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি ভাবশিষ্য সুভাষের আয়োজনে হোপ ৮৬ জলসায় হিমের রাতে মাথায় বাঁদুরে টুপি পরে বসেছিলেন বহুক্ষণ। কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। কারণ তিনি জ্যোতি বসু। অথচ এসব অপসংস্কৃতি বলে দাগিয়ে দেওয়া দলের একাংশ থেকে।

প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার পার্টির সিদ্ধান্তকে 'হিমালয়ান ব্লান্ডার' বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় অন্য যে কেউ বললে নিশ্চিত তাঁর গর্দান যেত। কিন্তু তাঁর কিছু হয়নি। প্রকাশ কারাতদের হিম্মত হয়নি শোকজ করার। কারণ তিনি জ্যোতি বসু।

১৯৬৪ সালে পার্টি দু'ভাগ হওয়ার পর থেকে তিনি সিপিএমে একমেবাদ্বিতীয়ম। দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে একমাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন ওজনদার। শোনা যায়, মতবিরোধে একসময় কিছুদিন কথা বন্ধ ছিল দুজনের। অন্যরা উচ্চতায় ধারেকাছে ছিলেন না কেউই। সরোজ মুখোপাধ্যায় থেকে অনিল বিশ্বাস তুলনায় অনেক কমজোরি। কেউই তাঁর মুখের ওপর কোনও কথা বলতেন না। এমনকি, শরিক দলের প্রবীণ নেতাদেরও ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন। কেউ কিছু বেয়াড়া কিছু বললে বলতেন, পারবেন ফ্রন্ট ছেড়ে দিয়ে একা লড়ে জিতে আসতে? পারবেন লালবাতি আর পুলিশের স্যালুট ছেড়ে দিতে?

তাঁর আমলে লোডশেডিং ছিল ধরাবাঁধা। এক হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল আর বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া আর কী কী হয়েছে হাতড়ে বেড়াতে হয়। তবু শিল্প আনতে নিয়ম করে তিনি বিলেতে ছুটি কাটাতে যেতেন ফি বছর। কেউ প্রশ্ন করেনি তিনি কত লগ্নি এনেছেন তা নিয়ে। বরং পশ্চিমবঙ্গে নয়া শিল্পনীতি তৈরি হয়েছিল তাঁরই উদ্যোগে। শিল্পপতিদের লগ্নিতে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল সেই নয়া নীতিতে। পার্টির ভিতরে নানা লবির আপত্তি থাকলেও তা ধোপে টেকেনি। তাঁর ছেলে চন্দন যে কোম্পানিতে কাজ করতেন সেই কোম্পানি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লে যিনি ফাইল আটকে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকেই উলটে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ তিনি জ্যোতিবাবু।

একবার শোনা যায় সুভাষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সিপিএম ছেড়ে অন্য দল গড়ার চেষ্টায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। একেবারে শেষমুহূর্তে পিছিয়ে আসেন তিনি। অনেক ব্যাপারে শেষদিকে পার্টির কাজে খানিকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে কারাত কোম্পানির উপর। সিপিএমের সবথেকে প্রাচীন এই নেতা দিল্লিতে শিকড়হীন কেতাবি নেতাদের দাপাদাপি পছন্দ করতেন না। হরকিষেন সিং সুরজিৎ আর তিনি দিল্লিতে বহুবার বিরোধী জোটের বিপদ সামলেছেন। পরের দিকে সে ভূমিকায় আর তেমন সক্রিয় হতে দেখা যায়নি তাঁকে। এখানে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় দলের সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট ছিলেন জ্যোতিবাবু। বামফ্রন্টের বৈঠকে ধমক দিতেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না।

আসলে এত দীর্ঘ এক রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থাকবে এটা স্বাভাবিক। নানা লোকে নানা কথা বলবে। দুর্নীতির যেটুকু অভিযোগ উঠেছে তা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। তা যতটা দুর্নীতির ততটাই স্বজনপোষণের। তবে এ কথা ঠিক, তাঁর মাপের বাঙালি নেতা দিল্লিতে আর কেউ নেই। অন্য সবাই তাঁর কথা শুনবে, মানবে এমন হেভিওয়েট নেতা কোনও দলেই আর নেই। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পর বিরোধী জোটের ঝামেলা মেটাতে বাংলা থেকে দিল্লিতে আর কেউ কি ডাক পাবেন? জনপ্রিয়তায় জ্যোতি বসুকে টক্কর দিতে পেরেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে একসময় চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে বের করে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর পুলিশ। মানুষ তার বদলা নিয়েছে ৩৪ বছরের বাম শাসন শেষ করে। সিপিএম ক্ষইতে ক্ষইতে এখন শূন্য। এখন জ্যোতিহীন সিপিএমকে টেনে তুলতে পারে এমন নেতা কই?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০১

আজকের দিনে প্রয়াত হন কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচিত

পরিষ্কার করে ইউনূস সরকারকে বলতে চাই, অন্য দলকে বলতে চাই, নির্বাচন যত দেরি হবে, বাংলাদেশ তত পিছিয়ে যাবে। বিনিয়োগ আসবে না। আমার মায়েরা, মেয়েরা নিরাপত্তা হারাবে। মবোক্রেসি বাড়বে, বিচার ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে।

– মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপি নেতা)

ভাইরাল/১

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনার মধ্যে একটি ছোট্ট কুকুর দুষ্টুমি শুরু করে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি কুকুরটিকে সরিয়ে দেন। সেটি তখন এক খুদে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার পোশাক ধরে টানতে থাকে। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

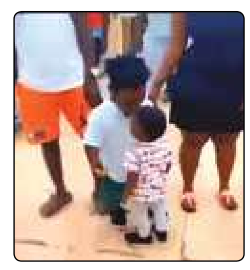

শপিং মলে খেলছিল বাচ্চাটি। তার মতো উচ্চতার এক ব্যক্তিকে দেখে সমবয়সি বন্ধু ভেবে খেলতে চায় সে। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। শিশুর বাবা-মা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু না বুঝে তাকিয়ে থাকে অবোধ শিশুটি।

জনমন জনমত

ধুবড়ি-তুফানগঞ্জ-কলকাতা সুপারফাস্ট ট্রেন চাই

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের দাবি তুফানগঞ্জ থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার একটি ট্রেনের। এই ট্রেনের দাবিতে সংবাদপত্রে যেমন অনেক লেখালেখি হয়েছে, তেমনই তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে অনেকবার গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই নিয়ে তুফানগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ একাধিকবার আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে বৈঠকও সেরেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি।

অসমের ধুবড়ি জেলা ও তুফানগঞ্জে রেললাইন ও রেলস্টেশন থাকলেও এখান থেকে কলকাতা যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। এখানকার যাত্রীদের হয় নিউ কোচবিহার, না হয় নিউ আলিপুরদুয়ার গিয়ে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ধরতে হয়। বেশিরভাগ ট্রেনের সব ধরনের টিকিট প্রায় এক মাস আগেই বিক্রি হয়ে যায়। তাই যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ধুবড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার আরও একটি ট্রেনের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং সাংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রত্না চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ।

রাস্তায় কফ-থুতু, জরিমানা হোক

শিলিগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে গেলে বড় ঘেন্নার উদ্রেক হয়। রবীন্দ্রনগর, সুভাষপল্লি, কোর্ট মোড়, বিধান রোড সহ বিভিন্ন রাস্তার মাঝখানে কফ, থুতু, পানের পিক ফেলেন কিছু বিশৃঙ্খল মানুষ। তাঁদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান নেই ভাবলে অবাক লাগে। কিছু রুচিহীন মানুষ ভাবেন এটা তাঁদের নৈতিক অধিকার। আর তাই টোটো থেকে, রিকশা থেকে বা হেঁটে চলার সময় অনায়াসে রাস্তার মাঝখানে থুতু ফেলেন।

সবচেয়ে অবাক লাগে, শিলিগুড়ি পুরনিগম এব্যাপারে একদম চুপচাপ। রাস্তা পরিষ্কার রাখা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশ নেই। মেয়রের কাছে অনুরোধ, এই বিষয়ে একটু নজর দিন। শহরজুড়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করুন। যারা শহর নোংরা করছে তাদের জরিমানা করুন। নোংরা থেকে শহরবাসীকে মুক্তি দিন।

তাপসকুমার দত্ত, ১ নম্বর ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

স্টপ চাই

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যা শিয়ালদা থেকে যাত্রা শুরু করে সুদূর প্রান্তিক স্টেশন বামনহাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। ট্রেনটি কোচবিহার স্টেশন হয়ে যাতায়াত করলেও এই স্টেশনে ন্যূনতম দু'মিনিট দাঁড়াতেও অপারগ। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অবস্থায় আমার অনুরোধ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যাতে কোচবিহার স্টেশনে অন্তত দু'মিনিট দাঁড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। এতে সকলেই উপকৃত হবেন।

**তাপসকুমার মৈত্র
হাজরাপাড়া, কোচবিহার।**

পর্যটন ছাড়াও উত্তরবঙ্গের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ

ভাওয়াইয়া গান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, ভৌগোলিক অবস্থান। অথচ পর্যটন ছাড়া সেসব নিয়ে সেভাবে কথা হয় না।

তিতীর্ষা জোয়ারদার

গরম বা শীতের ছুটি মানেই, ভ্রমণের হাতছানি। সেক্ষেত্রে পছন্দের ট্রাভেল স্পট হিসেবে বহু মানুষের কাছেই উত্তরবঙ্গ হট ফেভারিট। ডুয়ার্সের ওয়াইল্ডলাইফ সাফারি হোক বা দার্জিলিংয়ে ম্যাল, পর্যটনে উত্তরবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে। কমন ডেস্টিনেশন ছাড়াও অফবিট জায়গাগুলি ইদানীং পর্যটকের নজর কাড়ছে বেশি।

বলাবাহুল্য, পাহাড়, নদী এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা উত্তরের এই পর্যটন, এর বাইরেও তার কিছু পরিচয় আছে। পশ্চিমবাংলার প্রধান পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি কিংবা পর্যটনশিল্পে এ অঞ্চলের মাহাত্ম্যকে বাদ দিলেও, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক, দুইদিক থেকেই এর গুরুত্ব আছে। শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেনস নেক প্রসঙ্গটা মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে আসে। সাম্প্রতিককালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহেও চিকেনস নেক নিয়ে আলোচনা ছিল খবরের শিরোনামে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানির কারণে শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক গুরুত্ব অনেকটাই। নেপাল, চিন এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখার কাছাকাছি আছি আমরা। তাই আমার ধারণা, যখনই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধের টেনশন তৈরি হবে, শিলিগুড়ির নাম আলোচনায় চলে আসবে বারবার।

শিলিগুড়িকে অনেকে ব্যবসার শহর বলেন। ব্যবসার কারণে দেশের কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন, ফলে লক্ষ করলে বোঝা যাবে শিলিগুড়িতে হোটেল ব্যবসার রমরমা আছে। এছাড়া চা এবং কাঠের ব্যবসায় একটা বৃহৎ অংশে উত্তরবঙ্গের অবদান তো সুবিদিত। তবে চা বলতেই অনেকে ভাবেন দার্জিলিং-এর কথা, দার্জিলিং ছাড়াও, পাহাড়ের ও তরাইয়ের বহু চা বাগানের যথেষ্ট সুনাম আছে।

নতুন আঙ্গিকে।। কোচবিহারে ভাওয়াইয়া পরিবেশন।

লিখতে গিয়ে আমার মনের খুব কাছের জেলা মালদার কথা চলেই আসবে। মালদা জেলার আমের ব্যবসার কথা সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধির কারণে ওখানকার আম চলে যায় দেশ এবং বিদেশের বহু প্রান্তে। তবে আমের বাইরেও মালদা সংলগ্ন গৌড়, আদিনার অবস্থানের আলাদা গুরুত্ব আছে। ফলে মালদা জেলা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক বিশেষ জায়গা পেয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

তবে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশে পর্যটনশিল্প বেড়ে উঠলেও, সমৃদ্ধ এই মালদা শহরে এই শিল্প তুলনামূলকভাবে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের যে নদীগুলিকে দেখে আমরা বড় হলাম, তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, মেচি কিংবা আরও বহু নদী, ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও লোকসংস্কৃতির অনেকখানি ভিত দাঁড়িয়ে আছে এদের ওপর। প্রথমবার তিস্তা নদী কেউ দেখলে, তার মধ্যে অন্যরকম একটা অনুভূতি জন্মায়, তিস্তা নদীকে কেন এই অঞ্চলের জীবনরেখা বলা হয়, সেটা বোঝা যায়। নদী ছাড়াও পাহাড় উত্তরবঙ্গের জলবায়ুর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভুলে গেলে চলবে না, পাহাড়ের ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণেই কিন্তু ইংরেজদের নজর কেড়েছিল উত্তরবঙ্গ।

বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষার অবস্থান রয়েছে উত্তরবঙ্গে। বহু জাতি এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার ইতিহাস এবং গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান হোক বা মালদার গম্ভীরার কথা ভাবলেই তা মনে আনন্দ দেয়। উত্তরবঙ্গকে ঘিরে এত কিছুর প্রসঙ্গ আমার এই লেখায় আনলাম কেন? তার কারণ আমার মনে হয়, উত্তরবঙ্গ যতখানি গুরুত্ব পায় তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। শুধু পর্যটন নয়, উত্তরবঙ্গের বহু অনালোচিত দিক নিয়েও কথা হোক, ভাবা হোক, এইটুকুই চাওয়ার।

(লেখক গবেষণা করছেন। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ঘুষ ৩। মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ ৫। আনন্দের ঢেউ, বাদ্যযন্ত্র ৬। সরস্বতী, বীণা ৭। একশত, বহু সংখ্যক ৯। কৃত্রিমহীন, মৌলিক, অপরিবর্তিত, অবিকৃত ১২। মোটা তসর বস্ত্রবিশেষ, কাঁচাঘরের চালের শীর্ষদেশ, কপট নিদ্রা ১৩। শনিগ্রহ, ধীরতা, ধীরগতি।

উপর-নীচ : ১। উত্তর দিক, জবাবের আশা ২। আহরণ করা, সংগ্রহ ৩। চত্বর, পাথর বা সিমেন্টে বাঁধানো খোলা জায়গা, উঠান ৪। অনুমোদন, অনুমতি ৫। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত ঝাঁঝালো কন্দবিশেষ ৭। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা বা সংযম, বাসনায় নিবৃত্তি ৮। অস্পষ্ট শব্দ, উচ্চস্বর, তারস্বর ৯। প্রথম, অতি প্রাচীন ১০। ধনদেবতা কুবেরের পুরী ১১। ৩০ সংখ্যক বা ৩০ সংখ্যার পূরক।

সমাধান ■ ৪১৮৫

পাশাপাশি : ১। নিশুতি ৪। তিজেল ৫। রাকা ৭। কন্দর ৮। বধূজন ৯। ভগ্নদূত ১১। বয়ান ১৩। নং ১৪। তাগড়া ১৫। ইন্ধন।

উপর-নীচ : ১। নির্মোক ২। তিতির ৩। বলদেব ৬। কানন ৯। ভজন ১০। তরতাজা ১১। বড়াই ১২। নন্দন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ব্রিকস বাড়তি শুল্কের ট্রাম্প-হুমকি

ব্রিকস সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রিও ডি জেনেইরোতে।

রিও ডি জেনেইরো ও ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : ক্ষমতায় এসেই বিশ্ব রাজনীতির চেনা ছকের বাইরে হাঁটছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শত্রু-মিত্র সবাইকে চাপে ফেলার হাতিয়ার হিসাবে শুল্ককে ব্যবহার করছেন। এবার ট্রাম্পের কোপে পড়েছে ব্রিকস। জোটের সদস্য দেশগুলির ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' তবে আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্রিকস গোষ্ঠীগতভাবে কী করেছে, তা খোলসা করে বলেননি ট্রাম্প।

কূটনৈতিক মহলের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে হামলা এবং আমেরিকার নয়া শুল্কনীতির সমালোচনা করা হয়েছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে আয়োজিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা করে ব্রিকস।' ঘোষণাপত্রে ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান নিয়ে কোনও মন্তব্য করা না হলেও রাশিয়ার ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা করা হয়েছে। শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বলেও ব্রিকসের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রের কোথাও আমেরিকার নাম করা হয়নি। তবে জোটের সেই বক্তব্যকেই আমেরিকার বিরোধিতা বলে ধরে নিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারির জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন টানাপোড়েনের সূত্রপাত হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন হুঁশিয়ারির বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়েছে চিন। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না।' চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিংয়ের কথায়, 'শুল্ককে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর তীব্র বিরোধিতা করছে চিন।' ব্রিকস এমন এক রাষ্ট্রজোট যেখানে চিন, রাশিয়া, ইরানের মতো আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির পাশাপাশি ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ব্রাজিল, মিশরের মতো দেশও রয়েছে। যারা মোটের ওপর আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে। কিন্তু ট্রাম্প সব দেশকেই এক সারিতে দাঁড় করাতে চাইছেন।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার ঠিক আগে ট্রাম্পের শুল্ক-হুঁশিয়ারি পরিস্থিতিকে জটিল করেছে। এ ব্যাপারে সোমবার পর্যন্ত ভারতের তরফে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের দাবি, দীর্ঘ আলোচনার পর মতবিরোধের পরিসর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। কৃষি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, জিনগত পরিবর্তিত ফসল, ইস্পাত, গাড়ি ও অ্যালুমিনিয়ামকে বাদ রেখে চলতি সপ্তাহেই দু'দেশের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে।

বাণিজ্য চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকায় ২৬ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না হলে ট্রাম্পের নয়া ঘোষণা অনুযায়ী এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পণ্যে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক যোগ হয়ে ৩৬ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য হতে পারে। আবার বাণিজ্য চুক্তি হলেও ভারতের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্কের খাঁড়া রয়ে যাবে। ভারত আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে বাড়তি শুল্ক ধার্য করলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। ব্রিকসকে সামনে রেখে ট্রাম্প যে নতুন জটিলতার সূত্রপাত করেছেন, ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে রাকে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

ব্রিকসের বক্তব্য

- ইরানের ওপর আক্রমণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের হামলার নিন্দা
- শুল্কযুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরির আশঙ্কা

ট্রাম্প উবাচ

ব্রিকসের আমেরিকা বিরোধী নীতিকে যেসব দেশ সমর্থন করবে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ হারে বাড়তি শুল্ক চাপানো হবে। আমরা কোনও অবস্থায় এই নীতি থেকে সরে আসব না। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

চিনের বার্তা

এই ধরনের পদক্ষেপে কারও ভালো হবে না। চিন নিজের অবস্থান থেকে নড়বে না

ভোটার তালিকা নিয়ে শুনানি ১০ জুলাই

বিহারের পর সারা দেশে নজর কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : বিহারে নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন এর নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের জরুরি শুনানির দিন ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাগুলির শুনানি হবে ১০ জুলাই। দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত।

মামলার আবেদনকারী- তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব। তাঁদের অভিযোগ, কমিশনের নির্দেশ সংবিধান, ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আবেদনকারীরা যেন তাঁদের আবেদনের কপি কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য বিবাদীপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকেও মামলার নথি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিকে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহার দিয়ে শুরু হলেও এই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে। দুই রাজ্যে শেষবার এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে ২০০২ এবং ২০০৮ সালে। সূত্রটির বক্তব্য, 'যেহেতু বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট হবে, তাই আমরা আগে থেকে সেখানকার ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০০২-এর পর যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় এসেছে তাঁদের সবাইকে তালিকায় নাম বজায় রাখতে হলে কমিশন নির্ধারিত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি জমা করতে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কমিশনের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বিরোধী জোট জানিয়েছে, তারা কমিশনের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনি বিকল্প খতিয়ে দেখছে। বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিহারের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, যারা মূলত পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকার ও অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর পদক্ষেপ।

মহুয়া মৈত্র তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, 'এই নির্দেশ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৯(১), ২১, ৩২৫ ও ৩২৬ ধারা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিপন্থী। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। এটি গণতন্ত্রের মূলে আঘাত।'

মামলার খুঁটিনাটি

- বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি
- আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব
- সোমবার দ্রুত শুনানির জন্য বেঞ্চের কাছে অনুরোধ জানান আইনজীবী কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভি, গোপাল শংকরনারায়ণন এবং শাদান ফরাসাত
- আবেদনের কপি কেন্দ্র, নির্বাচন কমিশন এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে দিতে হবে

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে দ্বিচারিতায় না প্রধানমন্ত্রীর

রিও ডি জেনেইরো, ৭ জুলাই : ব্রিকসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রিও ডি জেনেইরোয় জোটের সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পহলগামে যে হামলা হয়েছে সেটা শুধু ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আঘাত করার চেষ্টা নয়। এটি মানবতাকে আহত করেছে। স্থান-কাল নির্বিশেষে সন্ত্রাসবাদ মানবতার পক্ষে ক্ষতিকারক।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। তাঁর কথায়, 'মানবতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি নেওয়ার জায়গা নেই। কোনও দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করলে তাকেও এর খেসারত দিতে হবে।' পাকিস্তান ও চিনের উদ্দেশেই যে এই বার্তা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

পহলগাম হামলায় পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিদের হাত থাকার কথা জানিয়েছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। ইদানীং আফগানিস্তান সীমান্তঘেঁষা খাইবার পাখতুনখোয়া এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান জঙ্গিদের নাশকতার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। এইসব ঘটনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে দাবি করছে। অথচ একসময় এই জঙ্গিরা পাক সরকার, সেনা এবং আইএসআইয়ের মদতেই শক্তি সঞ্চয় করেছে। সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা পাকিস্তানকে ক্রমাগত মদত দিচ্ছে চিন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিকসের মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে মোদির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

সংগঠন, নিরাপত্তায় জোর সংঘের সভায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দিল্লিতে তিনদিনের প্রান্ত প্রচারকদের বৈঠকে সংগঠন বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর নেতারা। সেই মর্মে বৈঠকে উঠে এসেছে, সীমান্ত রাজ্যগুলিতে সংঘের নিজস্ব জনসংযোগে ঘাঁটতি থাকার বিষয়টি। আরএসএসের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ সীমান্ত রাজ্যগুলিতে নিজস্ব সংগঠন মজবুত করার দিকে বাড়তি নজর দেওয়াকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। বৈঠকে যোগ দিতে আসা সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সংঘ নেতৃত্ব। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংগঠন মজবুত করতে কর্মীরা কীভাবে কাজ করবেন সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

সোমবার দিল্লিতে সংঘের দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের মুখপাত্র সুনীল আম্বেকর বলেন, 'সংঘ এমন সব এলাকায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে যেখানে এখনও পর্যন্ত সংগঠন ততটা শক্তিশালী নয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সংঘের কর্মীরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।' এবছর বিজয়া দশমী থেকে সংঘের শতবর্ষ উদযাপন শুরু হবে। যার সূচনা করবেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তা চলবে আগামী একবছর।

প্রান্ত প্রচারকদের আলোচনা দিল্লিতে

বৈঠকে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আম্বেকর বলেন, 'যেখানে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সেখানে রাতারাতি শান্তি ফিরে আসে না। তবে গত বছরের তুলনায় মণিপুরে স্বাভাবিকতা কিছুটা ফিরেছে। আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, একটি সমাধানের পথ সামনে আসবে।'

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলা ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আম্বেকর বলেন, 'সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই অপারেশনের প্রতি গভীর উৎসাহ ও সমর্থনের বার্তা এসেছে।' সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে কেন্দ্র করে চলা বিতর্ক নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান আম্বেকর। তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রজন্মের অধিকার রয়েছে সত্য জানার, আলোচনা করার এবং জরুরি অবস্থার সময় যা ঘটেছিল তা জানার।'

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজয়া দশমী থেকে দেশজুড়ে বছরব্যাপী উৎসব শুরু হবে। এই মর্মে 'ঘর ঘর কি সংযোগ' কর্মসূচির সূচনা করা হবে। যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস।

মায়ানমারের ৪০০০ মানুষ মিজোরামে

আইজল, ৭ জুলাই : মিজোরাম সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের চিন প্রদেশে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হওয়ায় হু হু করে মানুষ পালিয়ে ঢুকে পড়েছেন মিজোরামে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের চম্পাই জেলায় এপর্যন্ত প্রায় চার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা মায়ানমারের চিন প্রদেশের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, তিয়াউ নদীর সেতু পেরিয়ে তাঁরা ভারতে ঢুকেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন জোখাওথর ও ভাপাই গ্রামে। বেশিরভাগ উঠেছেন আত্মীয়দের বাড়িতে। যাঁদের তা নেই তাঁরা স্কুল ও কমিউনিটি হলে রয়েছেন। মায়ানমারের যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে চিন প্রদেশ থেকে মায়ানমারবাসীকে পালিয়ে ভারতে চলে আসতে হয়েছে সেই দুই গোষ্ঠী হল চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স হুয়ালনগোরাম। মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে একসময় দুই গোষ্ঠী হাত মিলিয়ে লড়াই করছিল। এখন তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৮। সোমবার বন্যাকবলিত মাণ্ডি জেলায় গেলেন স্থানীয় সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। উত্তরাখণ্ডেও ভূমিধসের সতর্কতা জারি।

দ্রুত মিলবে জনগণনার তথ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আগামী জনগণনা হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল জনগণনা। এই সংক্রান্ত তথ্য আগের জনগণনাগুলির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে। সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে একথা জানিয়েছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং সেনসাস কমিশনারের দপ্তর (আরজিআই অ্যান্ড সিসিআই)। আরজিআই জানিয়েছে, আসন্ন জনগণনায় নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এজন্য চালু হবে বিশেষ ওয়েব পোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আবার গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাঁদের মাধ্যমেও নথিভুক্ত হওয়া যাবে। আসন্ন জনগণনার জন্য ৩৪ লক্ষ কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জনগণনা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েব পোর্টালে। আরজিআই আরও জানিয়েছে, ডিজিটাল জনগণনা হল ভারতের আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রথম সংগৃহীত তথ্য প্রযুক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা পড়বে। এর ফলে জনগণনার তথ্য অনেক তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এর আগের জনগণনাগুলিতে প্রাথমিক তথ্য পেতে কমপক্ষে ২-৩ বছর সময় লেগেছে। এবার অনেক আগেই সেই তথ্য বিন্যাস এবং বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আরজিআইয়ের পোস্টে বলা হয়েছে, 'ইংরেজি, হিন্দি এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে মোবাইল অ্যাপ (অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস) ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের নিজস্ব ডিভাইস ব্যবহার করবেন।... একটি ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনার বিকল্পও পাবেন নাগরিকরা। এটি জনগণনার দুই স্তরের জন্য উপলব্ধ থাকবে।'

অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তির সুযোগ

২৬/১১'র মূলচক্রী রানার স্বীকারোক্তি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : মুম্বই হামলার তিনদিন ধরে চলা সন্ত্রাসী হামলার অন্যতম মূলচক্রী তাহাউর হুসেন রানার মুখের আগল ভাঙতে সমর্থ হলেন এনআইএ গোয়েন্দারা। জেরার ধাক্কায় রানা স্বীকার করেছেন, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জঙ্গিহানা চলাকালীন তিনি মুম্বইয়েই ছিলেন। হামলার অপর চক্রী ডেভিড হেডলি ও তিনি লস্করের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মুম্বই সন্ত্রাসের সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত।

রানা জেরায় জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবা একটি গুপ্তচর নেটওয়ার্ক হিসেবে ভারতে কাজ করে। রানা মুম্বইয়ে একটি ইমিগ্রেশন সেন্টার খোলার পরিকল্পনা করে সেন্টারের মধ্যে দিয়ে আর্থিক ও ব্যবসায়িক লেনদেন চালানোর ছক ছিল তাঁর। মায়ানগরীতে জঙ্গিহানার আগে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস সহ মুম্বইয়ের একাধিক জায়গা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। শুধু লস্কর, হরকত উল জিহাদি ইসলামি সংগঠনের সঙ্গেই নয়, পাক সেনার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

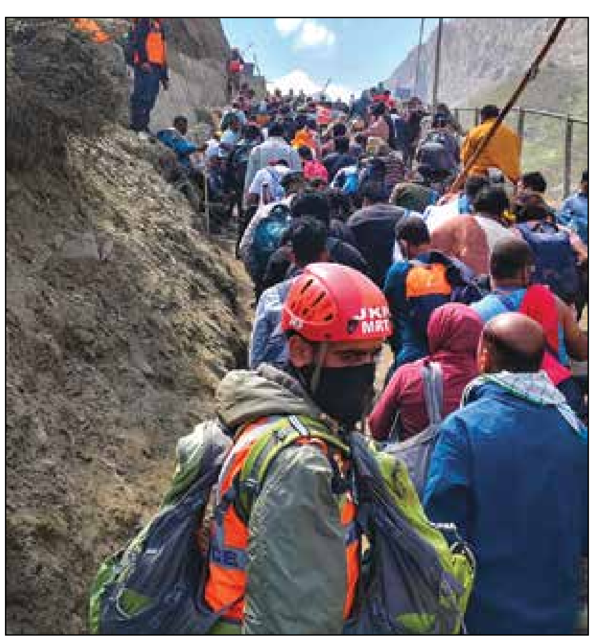

অমরনাথের পথে পুণ্যার্থীরা। সোমবার।

লাইন ডুবে, আটকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

ভুবনেশ্বর, ৭ জুলাই : ভারী বৃষ্টির কারণে ডুবেছে রেললাইন। যার জেরে প্রায় ৭ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার ওড়িশার কেওনঝড় জেলার গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

রবিবার ভারী বৃষ্টির কারণে ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। টাটানগর থেকে বেরহামপুর যাওয়ার পথে বন্দে ভারত এক্সপ্রস গুহালিডিহি স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে যায়। তখন রেললাইনের ওপর প্রায় তিন ফুট জল জমে গিয়েছিল। জল না নামায় ট্রেনটিকে কেন্দুঝারগড় স্টেশনে অন্য একটি ইঞ্জিন দিয়ে টেনে আনা হয়। পরে প্রায় সাত ঘণ্টা পর যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি। দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় রেল কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। যদিও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

টেক্সাসে মৃত্যু ছাড়াল ৮০

টেক্সাস, ৭ জুলাই : টেক্সাসে কয়েকদিনের বৃষ্টি-বন্যার সঙ্গী এবার ভূমিধস। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ২৮টি শিশু। সবচেয়ে বিপর্যস্ত কেরভিল। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বন্যা কবলিত এলাকায় গাছের ডালে ঝুলছে দেহ, নদীতে লেগেছে মাছের মড়ক। টেক্সাসের ইতিহাসে অন্যতম বড় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সেখানে যেতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রকাশ্যে খুন

চণ্ডীগড়, ৭ জুলাই : পঞ্জাবে প্রকাশ্যে খুন হলেন এক ব্যবসায়ী। সোমবার সকালে আবোহার শহরের ঘটনা। মৃত সঞ্জয় ভার্মা পেশায় পোশাক ব্যবসায়ী। দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নেমে মাস্ক পরা তিন দুষ্কৃতী সঞ্জয়কে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতেই মৃত্যু হয়। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং।

'রাফাল নিয়ে মিথ্যা প্রচার'

নয়াদিল্লি ও প্যারিস, ৭ জুলাই : অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতকে তিন শত্রুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়া বাকি দুটি দেশ হল তুরস্ক ও চিন। ওই দুটি দেশ পাকিস্তানকে সব দিক থেকে সহায়তা করেছিল। অতিসম্প্রতি ভারতীয় সেনার ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাহুল আর সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্তব্যটি করেছিলেন। এবার পাকিস্তানের 'চির মিত্র' চিনের তরফে রাফাল যুদ্ধবিমানের কর্মক্ষমতা নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই দাবি করল ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের আরও দাবি, চিন এই অপকর্ম কাণ্ডে বিভিন্ন দেশে তাদের দূতাবাসগুলিকে ব্যবহার করছে।

ফ্রান্সের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন, রাফাল নিয়ে চিনের দাবি ডাহা মিথ্যে। রাফাল প্রস্তুতকারী সংস্থা ড্যাসল্ট অ্যাভিয়েশনের কর্তারা জানিয়েছেন, সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই রাফাল যুদ্ধবিমান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে চিন, পাকিস্তান। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্য, আসলে নিজের সমরাস্ত্র বিক্রি করতে ব্যবসায়িক প্রচারে ভারত-পাক সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে রাফাল যুদ্ধবিমান কাজের নয় বলে বোঝাচ্ছে চিন। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল বিক্রি নিয়ে যে সমস্ত দেশের কথাবার্তা এগিয়েছে, সেইসব দেশকে রাফাল না কেনার পরামর্শ দিচ্ছে চিন। তাদের চিনা যুদ্ধবিমান কেনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুরে রাফায়েল ব্যাবহার করে সাফল্য এসেছে, ভারতীয় সেনা জানিয়েছে। এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ফরাসি সামরিক কর্তার অভিযোগ, রাফালের ব্যর্থতা প্রমাণে ভাঙা যুদ্ধবিমানের ভুয়ো ছবি, ভিডিও দেখানো হচ্ছে।

দাবি ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার

মোদির শুভেচ্ছায় ফের সতর্ক করল চিন

বেজিং, ৭ জুলাই : তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার ঘটা করে জন্মদিন পালন এবং তাঁর উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে ফের সুর চড়াল চিন। সোমবার তাদের নয়া দাবি, ভারতে 'রাজনৈতিক নির্বাসন'-এ রয়েছেন দলাই লামা। এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে চিন। দলাই লামার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মন্ত্রীদের যোগ দেওয়া নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক।

জন্মদিনে দলাই লামার শুভেচ্ছা কিরেন রিজিজুর। -ফাইলচিত্র

মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, 'তিব্বত নিয়ে বেজিংয়ের অবস্থানে কোনও বদল আসেনি। দলাই লামা রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত একজন ব্যক্তি। তিনি ধর্মের আড়ালে জিজাং (তিব্বতের চিনা নাম)-কে চিন থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের উচিত জিজাং সংক্রান্ত বিষয়গুলির সংবেদনশীলতাকে উপলব্ধি করা। মেনে নেওয়া যে ১৪তম দলাই লামা হলেন একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিত্ব। জিজাং সম্পর্কে ভারত যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের উচিত সেগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।' চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য দিল্লি দলাই লামাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নিং। দলাই লামার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিব্বতি ধর্মগুরুকে 'প্রেম, করুণা, ধৈর্য এবং নৈতিক শৃঙ্খলার স্থিতিশীল প্রতীক' বলে উল্লেখ করেছিলেন মোদি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের মন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ।

দীপিকার আট ঘণ্টায় বিতর্কের ঝড় দক্ষিণেও

দীপিকা বিতর্কে পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পাশেই দাঁরালেন রশ্মিকা মান্দানা। দীপিকা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আট ঘণ্টার বেশি তিনি কাজ করবেন না। সেই জন্যই 'স্পিরিট' থেকে বাদ পড়তে হয়েছে তাঁকে। এর পরেই রানা দগগুবতি থেকে প্রিয়াঙ্কা, জ্যাকলিন, অজয় দেবগন, কাজল সকলেই মুখ খুলেছেন। এবার কথা বললেন রশ্মিকা।

অভিনেত্রীর অকপট মন্তব্য, ৮ ঘন্টা কেন সিনেমার স্বার্থে ১২ ঘন্টাও কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে দীপিকার বিষয়ে প্রশ্ন করলে অভিনেত্রী বলেন, 'অবশ্যই এটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। চুক্তি সই করার আগে পরিচালকের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলে নেওয়া উচিত। তবে আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করেছি, সকলের নিয়ম আলাদা হয়।'

অভিনেত্রী বলেন, কন্নড়, তামিল, তেলুগু ছবিতে যেমন আমি ৮ ঘন্টা কাজ করেছি তেমন হিন্দি ছবিতে কাজ করতে হয়েছে ১২ ঘন্টা। তবে একসঙ্গে একটানা ৩৬ ঘন্টাও কাজ করেছি আমি। সবথেকে কষ্টকর পরপর ৩ দিন বাড়ি ফিরতে না পারা, ব্যাপারটা সত্যি ভীষণ কষ্টকর।'

অভিনেত্রী আরও বলেন, 'তবে দিনের শেষে আমার কাজের ক্ষেত্রে যদি ১২ ঘন্টা বা ১৬ ঘন্টা প্রয়োজন হয় তাহলে আমি সেটা দিতে বাধ্য। রশ্মিকার কথা শুনে স্পষ্ট, তিনি দীপিকার সঙ্গে মোটেই একমত নন।'

সারার সঙ্গে প্রেম, রণবীর বিতর্কে

ধুরন্ধর-এর টিজার বেরোনোর পর সারা অর্জুন চর্চায়। তিনি ছবির নায়িকা। ছবির নায়ক রণবীর সিং বিতর্ক। রণবীর ৪০ বছর বয়সে ২০ বছরের সারার সঙ্গে প্রেম করছেন পর্দায়—এটা অনেকেই মানতে পারছেন না। বাস্তবিকই দুজনের বয়সের ফারাক বেশ স্পষ্ট। সারা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন শিশুশিল্পী হিসেবে। সলমন খানের জয় হো, এক থি ডায়ন-এর মতো ছবি, অজস্র বিজ্ঞাপন ছবি এবং শর্ট ফিলমে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চিয়ান বিক্রম অভিনীত দক্ষিণী ছবিতে। এখানে সারা মানসিক রোগী বিক্রমের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। ক্লাইম্যাক্সে তাঁদের অভিনয় অনেকেরই চোকখে জল এনে দেয়। সেই মেয়ে এখন হিন্দি ছবির নায়িকা। তার ওপর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে পর্দায় প্রেম--- আগ্রহ বাড়বেই তো।

আইনি বিপাকে মহেশ বাবু, নোটিশ জারি

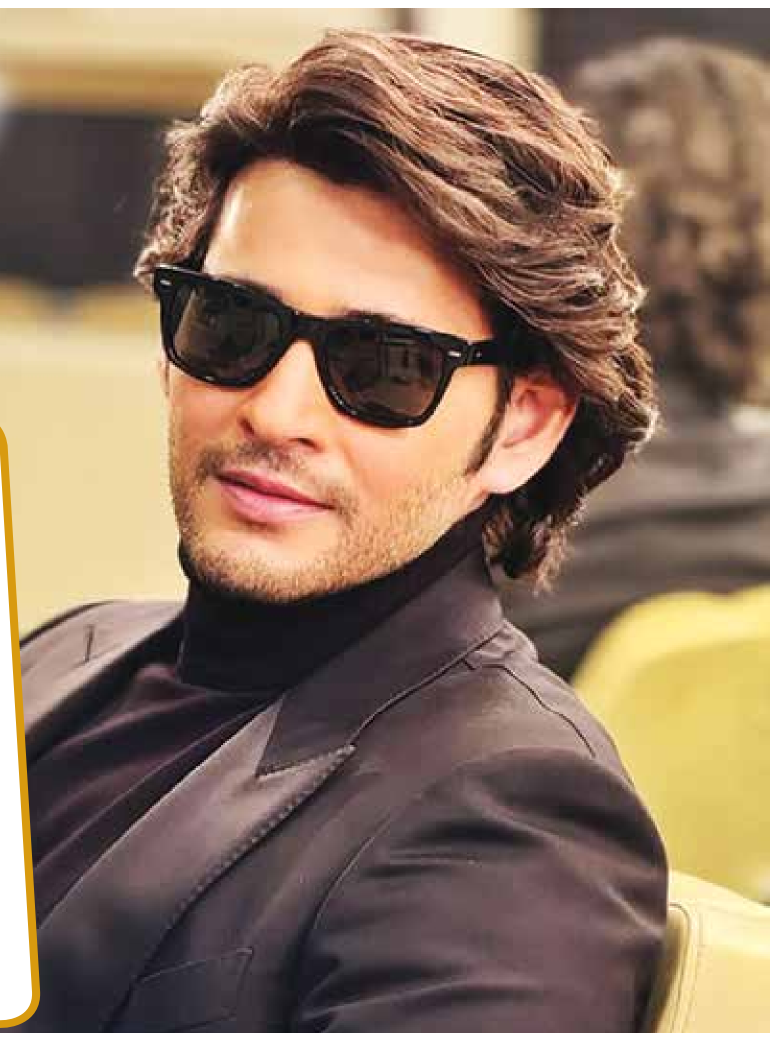

মহেশ বাবু আবার বিপাকে। যে সংস্থার জমির প্রোজেক্টের অস্তিত্ব নেই, সেই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে এখন খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁকে। একটি আইনি রিপোর্টে বলা হয়েছে, হায়দরাবাদের এক চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, যে প্লটের অস্তিত্ব নেই এমন প্লটের জন্য ৩৪.৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সাই সূর্য ডেভেলপার্স সংস্থার প্রচার এবং ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে তৃতীয় উত্তরদাতা হিসাবে মহেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অভিনেতা এবং তাঁর দল এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

চলতি বছরের এপ্রিলে সাই সূর্য ডেভেলপার্স ও সুরানা গ্রুপের আর্থিক তছরুপের মামলায় মহেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সাই সূর্য ডেভেলপার্সের মালিক কাঁচারলা সতীশ চন্দ্র গুপ্তার বিরুদ্ধে গ্রিন মিডোস নামে একটি প্রকল্পের ডেলিভারি গাফিলতির অভিযোগে পুলিশি তদন্তের মুখে পড়েছিলেন। মহেশ বাবু এই প্রকল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন এবং চেক এবং নগদের মাধ্যমে তাঁকে এর জন্য ৫.৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে। সূত্র সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছিল যে অভিনেতাকে অভিযুক্ত হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে না এবং তিনি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নাও থাকতে পারেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন যে তিনি 'অভিযুক্ত জালিয়াতির বিষয়ে না জেনেই অভিযুক্ত সংস্থাগুলির রিয়েলটি প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে থাকতে পারেন। তবে তেলেঙ্গানার রঙ্গা রেড্ডি জেলা উপভোক্তা কমি শন এই টলিউড অভিনেতার নামে নোটিশ জারি করেছে।

রাহুল-শ্রদ্ধার ছবি, রাগলেন রবিনা

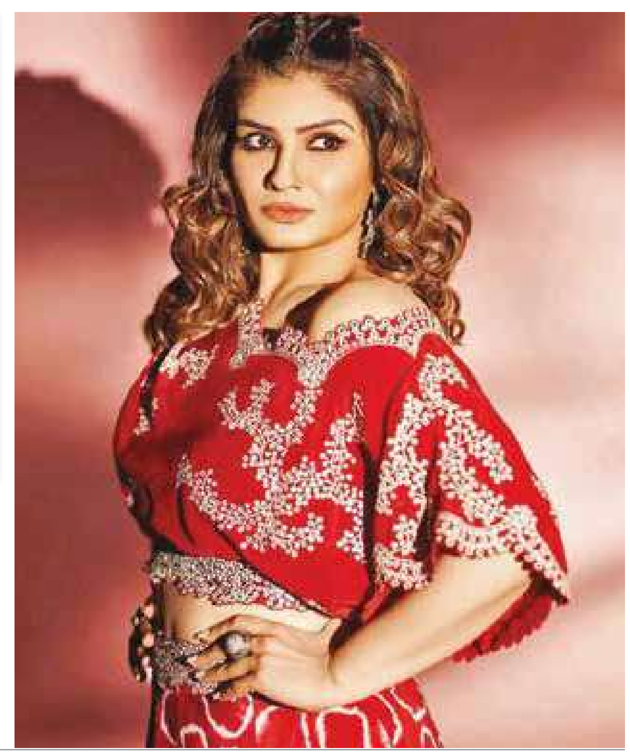

অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন বেশ রেগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলের 'গোপনীয়তা রক্ষার' বিষয়ে একটি পোস্ট করেছেন। ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও লেখক রাহুল মোদীর ভ্রমণের সময়। ওঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। শ্রদ্ধা রাহুলকে নিজের ফোনে কিছু দেখাচ্ছিলেন। বিমানের এক কর্মী সম্মতি না নিয়েই ওঁদের দুজনের একটি ভিডিও করে পোস্ট করে দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিনা ট্যান্ডন এ ঘটনার সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখেন, 'এটা গোপনীয়তাতে হস্তক্ষপ। ওই কর্মীর এটা জানা উচিত ছিল। ওঁদের সম্মতি নেওয়া উচিত ছিল। একজন ক্রিউ মেম্বারের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।' নেটমহলে কেউ একে ফ্যান মোমেন্ট বলেছে, আবার কেউ বলেছে গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপই বটে। উল্লেখ্য, রাহুল ও শ্রদ্ধার আলাপ হয় তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার ছবির সময়। এ ছবির লেখক রাহুল। তারপর থেকেই ওঁদের বন্ধুত্ব প্রেমের দিকে গড়ায়।

ডন ৩ : শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে?

বহু প্রতীক্ষিত ডন ৩-এর নায়ক রণবীর সিং। পরিচালনায় ফারহান আখতার। এবার ছবি নিয়ে নতুন তথ্য, ছবিতে শাহরুখ খান সম্ভবত ক্যামেও করবেন। ফারহান শাহরুখের সঙ্গে দেখা করে ছবির গল্প, শাহরুখের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। শাহরুখ এখন কিং ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। তবু তিনি গল্প পছন্দ করেছেন এবং ক্যামেও করবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে, প্রিয়াংকা চোপড়াকেও ছবিতে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছেন নির্মাতারা এবং তিনি নাকি ছবিতে থাকবেনও। যদি তাই হয়, ১৫ বছর পর শাহরুখ ও প্রিয়াংকা একসঙ্গে কাজ করবেন। সেক্ষেত্রে আগামী বছর জানুয়ারিতেই শুটিং হবে এবং ছবির মুক্তি হবে ২০২৬-এর ডিসেম্বরে। উল্লেখ্য, শাহরুখ ও প্রিয়াংকা শেষ একসঙ্গে কাজ করছিলেন ডন ২-তে। শাহরুখ হয়েছিলেন ডন এবং প্রিয়াংকা রোমা, এক ইন্টারপোল অফিসার যে তার ভায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। ২০১১ সালের পর থেকে তাঁদের আর একসঙ্গে দেখা যায়নি। আবার ডন ৩-এর নায়িকা নিয়েও চর্চা হচ্ছে। কিয়ারা আডবানি প্রথমে নায়িকা হতেন, অন্তঃস্বত্তা বলে তিনি ছবি থেকে সরে গিয়েছেন। গত রবিবার রণবীর সিংয়ের ৪০-তম জন্মদিনে কৃতি শ্যানন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন, 'তোমার সঙ্গে খুব শিগগির কাজ করব'। এতে করে তিনি রণবীরের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে সে প্রোজেক্টের নাম ডন ৩।

ব্যাডমিন্টন তারকার মেয়ের নামকরণে আমির

সিতারে জমিন পর পর্দা কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যেই আমির খান সম্প্রতি তিনি এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাসি কান্না আর গর্বের মুহূর্ত তৈরি করলেন। বিশিষ্ট তামিল অভিনেতা বিষ্ণু বিশাল ও ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গাট্টার মেয়ের নামকরণ করলেন তিনি। এই মেয়ের নামকরণের জন্যই সুপারস্টার মুম্বাই থেকে হায়দেরাবাদে গেলেন। তার নাম রেখেছেন মীরা। অভিভূত বিষ্ণু ও জোয়ালা এই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন। আমিরের কোলে মীরাকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বিষ্ণু ও জোয়ালা। জোয়ালা লিখেছেন, আমাদের মীরা। আর কিছুই চাইবার নেই। ... আমির, তোমাকে ধন্যবাদ, এই সুন্দর আর ভাবনাপ্রসূত নামের জন্য' । বিষ্ণু আমিরকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছেন, ...মীরা মানে শর্তহীন ভালোবাসা ও শান্তি। সফরের এই পর্বে আমির স্যারের থাকা ম্যাজিকের মতো...' বিষ্ণুকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে লাল সেলাম-এ, পরিচালনায় ঐশ্বর্য রজনীকান্ত।

রামায়ণ নিয়ে সীতার রাগ

নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে রামের বাবা দশরথের চরিত্রে কে আছেন, জানেন? অরুণ গোভিল। সেই অরুণ গোভিল, যিনি রামানন্দ সাগরের ম্যাগনাম অপাস টিভি শো রামায়ণে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

তবে অরুণ গোভিলকে এখানে দশরথের ভূমিকায় রাখা নিয়ে দীপিকা চিকালিয়া বেশ অসন্তুষ্ট। দীপিকা ওই টিভি শো-তে সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অরুণ গোভিল নীতিশ তিওয়ারির ছবিতে গেছেন শুনে দীপিকা বলেছেন যে, এই পালাবদলটা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তিনি মানতে পারছেন ন। অবশ্য যেটা যাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে মাথা গলাতে চান না দীপিকা। তববে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে যে যে চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোত, তার বাইরে তাঁকে ভাবতেও পারেন না। দীপিকার কাছে অরুণ মানেই রাম। সেই ভাবনাটা এবার ধাক্কা খাবে তাঁর কাছে।

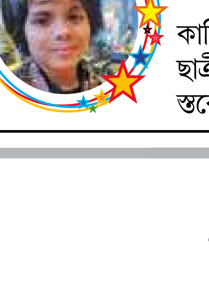

কালিয়াগঞ্জের কলেজপাড়ার আরোহী দাস। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আরোহী। এই বয়সে সংগীতচর্চায় জেলা ও স্থানীয় স্তরে বেশ সুনাম অর্জন করেছে এই খুদে।

পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

ভোজের খাবার দুঃস্থদের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : উচ্ছিষ্ট নয়, ভোজবাড়ির বেঁচে যাওয়া খাবার পৌঁছে যাচ্ছে অর্ধাহার বা অনাহারে থাকা মানুষের কাছে। গোটা শহর যখন ঘুমের দেশে, ওঁরা তখন ছুটছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। অনুষ্ঠানবাড়িতে আমন্ত্রিতদের আনাগোনা শেষ হলে ওঁদের কাছে ফোন যায়। মাঝরাতে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাড়ি দেন ওই তরুণরা। ওঁদের আনা খাবারে হাসি ফোটে দুঃস্থদের মুখে।

পেট ভরে খেতে না পাওয়া মানুষগুলির মুখে হাসি ফোটাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন সৌরভ রায়, প্রীতম সাহা চৌধুরী, আকাশ বর্মন, গৌরব রায়চৌধুরীর মতো একদল তরুণ। নাম নয়, প্রচার নয়, তাঁদের ইচ্ছে ভালো কিছু করার। বিয়েবাড়ি, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা গৃহপ্রবেশ যেখানে জমজমাট ভোজের আয়োজন, সেখানে খাবারের উদ্বৃত্ত অংশ পড়ে থাকে। এইসব খাবার নিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান দুঃস্থদের কাছে।

তাঁদের মন্ত্র 'দানের খাবার নয়, ভাগাভাগি।' সমাজমাধ্যমে মাঝে মাঝে তাঁরা নিজেদের ফোন নম্বর দিয়ে কোথাও খাবার বেচে গেলে যোগাযোগ করার আবেদন জানান। তাই প্রচুর ফোন আসে। অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে আমন্ত্রিতরা চলে গেলে আয়োজকরা এই তরুণদের ফোন করেন। এরপর শুরু হয় খাবার সংগ্রহ ও বণ্টনের পালা। তরুণদের মধ্যে কেউ বেচে যাওয়া খাবার গুছিয়ে ব্যাগে ভরেন, কেউ খাবারের ব্যাগ বাইকে তোলেন আবার কেউ তালিকা মিলিয়ে ঠিক করেন, কোন বস্তিতে সুস্বাদু পদগুলি নিয়ে যাওয়া হবে। দুঃস্থদের পাতে

দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটান সৌরভ, প্রীতম, আকাশরা।

পড়ে ফ্রাইড রাইস, পনির, পোলাও, মাংস, মিষ্টি সহ একাধিক পদ।

তরুণদের মধ্যে সৌরভ বলেন, 'শুধু খাওয়ানো নয়, দুঃস্থদের মুখের হাসি দেখাটা আসল পুরস্কার। ওরা আগের থেকে জানতে পারে না আমরা কোনদিন ওদের এলাকায় যাব। খাবার সাজিয়ে ওঁদের ডাকি। আমাদের ডাক শুনে কেউ বাটি, কেউ বা থালা হাতে নিয়ে হাজির হন। বিশেষত বাচ্চারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে। সেই ছবি ভোজবাড়ির আয়োজকদের দেখালে তাঁরা খুব খুশি হন। সুস্বাদু খাবার হাতে পেয়ে আনন্দে অনেকের চোখে জল চলে আসে।'

স্টেশন সংলগ্ন পাড়ার বাসিন্দা সুরজিৎ সিং বলেন, 'দুপুরে কোথাও অনুষ্ঠান হলে, বিকেলে আর রাতে অনুষ্ঠান হলে প্রায় মাঝরাতে সুস্বাদু খাবারের গন্ধে আমাদের পুরো এলাকা ভরে যায়। কখনও ভোজবাড়ির আয়োজক ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে আমাদের এলাকায় আসেন।' এলাকার আরেক বাসিন্দা সুখেন দাসের কথায়, 'এত ভালো খাবার আমরা সচরাচর খেতে পাই না। নিমন্ত্রণবাড়িও খুব একটা জোটে না। আমাদের বাড়ির বাচ্চারা ওই ছেলেগুলোর আনা খাবার খেয়ে খুব খুশি হয়। মাঝরাতে এলাকায় যেন উৎসবের আমেজ নেমে আসে।'

কিছুদিন আগে শহরের কাঁঠালপাড়ায় এক বাড়িতে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান ছিল। সেই বাড়ির সদস্য ভার্গব দত্ত জানান, তাঁদের বাড়ির অনুষ্ঠানে পনির, ফ্রায়েড রাইস, ভাত, ডাল, পটল পোস্ত, মিষ্টি, চাটনি সহ একাধিক পদ বেঁচে গিয়েছিল। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জনের খাবার বেশি হয়েছিল। ওই তরুণের দল তাঁর পূর্বপরিচিত হওয়ায় তারা এসে বাড়তি খাবার নিয়ে যায়। তিনিও তাদের সঙ্গে দুঃস্থদের হাতে খাবার দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন।

সেবাই ধর্ম

- সমাজমাধ্যমে ফোন নম্বর ও খাবার বেচে গেলে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়
- অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে আমন্ত্রিতরা চলে গেলে আয়োজকরা এই তরুণদের ফোন করেন
- এরপর শুরু হয় খাবার সংগ্রহ ও বণ্টনের পালা
- তরুণদের মধ্যে কেউ বেচে যাওয়া খাবার ব্যাগে ভরেন
- কেউ তালিকা মিলিয়ে ঠিক করেন, কোন বস্তিতে সুস্বাদু পদগুলি নিয়ে যাওয়া হবে

লাঠিখেলা প্রতিযোগিতায় ১৯টি দল

মালদা, ৭ জুলাই : মহরমের দিন লাঠিখেলায় যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে তাই গত এক দশক ধরে স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবছর এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে পিরোজপুর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে বক্ষাটুলি ও পিঁয়াজি মোড়ের দল। সোমবার বিজয়ী দলগুলি ঢোল তাসা ও সবুজ আবিরে মেতে ওঠে। জয়ের খুশিতে দলগুলি শহরে মিছিল বের করে।

শুধু লাঠিখেলার প্রদর্শন নয়, দলগুলির নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও ট্যাবলো ইত্যাদি একাধিক বিষয়ের ওপর সেরা দল বাছাই করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'মহরমের শোভাযাত্রায় আগে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যেত। এই দলগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছিল। ১০ বছর ধরে মালদা শহরে লাঠিখেলার শোভাযাত্রায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

রবিবার মহরম উপলক্ষ্যে মালদা শহরে ১৯টি লাঠিখেলার দল মালদা শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা বের করেছিল। সোমবার শহরের ফোয়ারা মোড়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে সেরা দলগুলিকে পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার, হরিরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহাব প্রমুখ। লাঠিখেলায় প্রথম স্থান পাওয়া পিরোজপুর লাঠিখেলা দল এবছর পঞ্চাশ বছর পূরণ করেছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন দলের সদস্যরা।

জীবনসংগ্রাম।। *রায়গঞ্জ শহরে জঞ্জালের স্তূপে বোতলের খোঁজ। সোমবার। ছবি : দিবাকর সাহা*

বন্যার বিপদ, ফ্লাড শেলটার মাত্র ১টি

কল্লোল মজুমদার ও সিদ্ধার্থশংকর সরকার

মালদা ও পুরাতন মালদা, ৭ জুলাই : নামেই শহর। কিন্তু বৃষ্টি নামলে বুক কাঁপে ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার মোট ৭টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। বর্ষা হলেই বানভাসি হন ওই ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা। কিন্তু যাবেন কোথায়? ত্রাণশিবির যে মাত্র একটি। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হয় মহানন্দা নদীর তীরে বাঁধে পলিথিনের তলায়।

জলমগ্ন পুরাতন মালদার গান্ধি কলোনি। -ফাইল চিত্র

স্থায়ী ফ্লাড শেলটার তৈরির দাবি তাই অনেকদিনের। ইংরেজবাজার পুরসভা ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ত্রাণশিবির গড়েছে। কিন্তু ওই পুরসভার ৯, ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আশ্রয় নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। পুরাতন মালদায় একই অবস্থা ৮, ৯ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে। ইংরেজবাজারে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার ছবি দাসের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ত্রাণশিবির গড়ে তোলা হয়েছে। তবে প্রতিটি ওয়ার্ডে ত্রাণশিবির করা তো সম্ভব নয়। তবুও আমরা চেষ্টা করছি যাতে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ত্রাণশিবির গড়ে তোলা যায়।'

পুরাতন মালদায় স্থায়ী ফ্লাড শেলটারের প্রস্তাব এখনও ফাইলবন্দি। কাউন্সিলার শ্যাম মণ্ডল জানিয়েছেন, উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পুরসভাকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তহবিল বরাদ্দ হয়নি। তিনি বলেন, 'প্রতি বছর নদীর জল বাড়লে বহু মানুষ দুর্ভোগে পড়েন। একটি ফ্লাড শেলটার হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।' পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁর আশ্বাস, 'ফ্লাড শেলটারের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু করা যাবে।' ত্রাণশিবির নিয়ে অভিযোগও কম নেই। ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি কাউন্সিলার অম্লান ভাদুড়ির কটাক্ষ, 'তৃণমূল নেতারা শুধু প্রতিশ্রুতি দেন। কাজ কিছু হয় না। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে যে ত্রাণশিবির গড়ে তোলা হয়েছে তা বানভাসি মানুষের জন্য না কাটমানি তোলার জন্য, তা বোঝা মুশকিল।'

ওই এলাকার বস্তির বাসিন্দা পরিতোষ মণ্ডলের বক্তব্য, 'এই এলাকাগুলিতে মূলত গরিব মানুষের বসবাস। কেউ নৌকা চালান, কেউ পরিচারিকার কাজ করে সংসার টানেন। আরও বহু মানুষ রাজমিস্ত্রি কিংবা দিনমজুরের কাজ করেন। এককথায় আমরা সবাই দিন আনি, দিন খাই পরিবারের মানুষ।' আরেক বাসিন্দা বাবলু রজকের কথায়, 'আর কয়েকদিনের মধ্যেই জল বেড়ে যাবে। তাই এখন থেকেই মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, কোথায় যাব?'

পুরাতন মালদা শহরে স্থায়ী ফ্লাড শেলটার না থাকায় প্রতিবছর বর্ষার সময় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকার হাজার হাজার বাসিন্দাকে। বাড়িঘর ডুবে যাওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়ে উঁচু জায়গায় অথবা নিকটবর্তী স্কুলে আশ্রয় নেন। দুই থেকে তিন মাস জলবন্দি অবস্থায় কাটাতে হয় তাঁদের। তখন দুর্দশার সীমা থাকে না।

সমস্যা কোথায়

- প্রতিবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার মহানন্দা সংলগ্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ
- ইংরেজবাজারের মাত্র একটি ওয়ার্ডে ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা রয়েছে
- বাসিন্দাদের স্থায়ী ফ্লাড শেলটার দাবি
- পাঠানো হয়েছে প্রস্তাব, তবুও মেলেনি সবুজ সংকেত

ট্রেনের ধাক্কায় তরুণের মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ৭ জুলাই : রবিবার গভীর রাতে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল সাগর প্রামাণিক (২১) নামে এক তরুণের। তাঁর বাড়ি বুনিয়াদপুর শহরে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কইল এলাকায়। মালদা থেকে সিমেন্ট বোঝাই মালগাড়ি রামপুরবাজার স্টেশনে যাওয়ার পথে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বুনিয়াদপুর স্টেশন পার করার পর তরুণকে ধাক্কা দেয় মালগাড়িটি। আরপিএফ আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

চোর সন্দেহে আটক

পুরাতন মালদা, ৭ জুলাই : সোমবার সকালে পুরাতন মালদা শহরের শর্বরীপুর বাজারে মোবাইল চোর সন্দেহে এক তরুণকে আটক করে স্থানীয়রা। আটক তরুণের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাজমহল এলাকায়। অভিযোগ, সবজি বাজারে সে মোবাইল চুরি করতে এসেছিল। সেই সময় তাঁকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। পরে তাকে মালদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ব্যোমকেশ বিশ্বাস বলেন, 'চোর সন্দেহে একজনকে আটক করে রাখা হয়েছিল, পুলিশ তাকে নিয়ে গিয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিকল এটিএম নিয়ে সমস্যা

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : রায়গঞ্জের সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের লেনদেন শাখার এটিএমটি দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে রয়েছে। সমস্যার সমাধানে ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্মারকলিপি দিল। সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিপুল মৈত্র বলেন, 'এই ব্যাংকের মাধ্যমেই শিক্ষকদের একটি বড় অংশ মাইনে পান। কিন্তু এটিএমটি দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকায় তাঁরা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যা মেটাতে কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে এদিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

রায়গঞ্জে মিছিল

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : নদিয়ার কালীগঞ্জের তামান্না খাতুনকে হত্যা এবং কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে সোমবার রায়গঞ্জের একটি মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা মিছিল করেন। মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য ঝুমা মিত্র বলেন, 'রাজ্যজুড়ে মেয়েদের ওপর যেভাবে নির্যাতন চলছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। আমরা চাই দোষীরা যেন দ্রুত শাস্তি পায়।'

মৎস্য মারিব খাইব সুখে।। *বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে। সোমবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

প্রতিবাদী বধূকে মার

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে বাড়ছে উদ্বেগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : বাড়ির পাশে বসছে মদ ও জুয়ার আসর। প্রায়শই মদ্যপরা গালাগালি ও বাড়ির সামনে তাণ্ডব চালায়। প্রতিবাদ করায় এক বধূকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ওই মদ্যপদের তাণ্ডবে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়ে ওই প্রতিবাদী পরিবার। অন্য পাড়া থেকে এসে ওই বাড়ির সামনের মাঠে দিনরাত মদ-জুয়ার আসর বসানো ওই দুষ্কৃতীরা প্রতিবাদীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া ও প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি রবিবার বালুরঘাট শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের। ওই প্রতিবাদী পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পেতেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে ওই প্রতিবাদীর বাড়ির সামনে ছোট ফাঁকা মাঠ রয়েছে। ওই মাঠেই বিভিন্ন পাড়া থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতী মদ-জুয়ার আসর বসায় বলে অভিযোগ। দিনরাত ওই মদ্যপদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি ও মহিলাদের কটূক্তি সহ্য করে চলাফেরা করতে হয়। প্রায়দিনই বিভিন্ন বাড়িতে ঢিল ছোড়ার অভিযোগও ওঠে ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে এমন ঘটনা শুরু হলে, ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানান এক বধূ। এরপরে বিকালবেলা ওই বধূ বাড়ি থেকে বের হতেই তাঁর ওড়না ধরে টানাটানি শুরু করে দুষ্কৃতীরা। তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ।

নির্যাতিতার কথায়, 'জুয়ার আসরে বসে খিস্তিখেউড় করা, ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অশালীন মন্তব্য রোজ হচ্ছে। কিন্তু গতকাল সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাই ওই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই ওরা আমার উপর চড়াও হয়। আমি অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'

বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

> জুয়ার আসরে বসে খিস্তিখেউড় করা, ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অশালীন মন্তব্য রোজ হচ্ছে। কিন্তু গতকাল সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাই ওই ঘটনার প্রতিবাদ করতেই ওরা আমার উপর চড়াও হয়। আমি অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছি।
>
> **নির্যাতিতা**

নানা দাবিতে স্মারকলিপি

ডালখোলা, ৭ জুলাই : রাস্তা সংস্কার, উচ্চ বাতিস্তম্ভ বসানো, জলবাহিত রোগের বিষয়ে আগাম সতর্কতা সহ একাধিক দাবি নিয়ে সোমবার ডালখোলার পুর চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিলেন লায়ন্স ক্লাবের যুব শাখার প্রতিনিধিরা।

সংগঠনের সভাপতি মিনহার আহমেদ সহ অন্যরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁরা জানান, শহরের একাধিক রাস্তার অবস্থা খারাপ। বেশ কিছু এলাকায় হাইমাস্ট লাইটের প্রয়োজন। শহরে কোনও টোটোস্ট্যান্ড না থাকায় নিত্যদিন যানজট হচ্ছে। এইসব বিষয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। পুর চেয়ারম্যানের থেকে সমাধানের আশ্বাস মিলেছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে শহরবাসীর উদাসীনতা দায়ী। শহরের রাস্তায় ভারী যান চলাচল নিষেধ হলেও তা মানা হয় না। ফলে রাস্তার করুণ দশা।

স্বদেশচন্দ্র বলেন, 'শহরের একাধিক রাস্তা মেরামতের টেন্ডার দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে। আমরা এ নিয়ে পদক্ষেপ করতে চলেছি।'

তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : রায়গঞ্জে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে রবিবার রাতে ২১শে জুলাই শহিদ দিবসের প্রস্তুতি সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটররা। সভায় শহিদ দিবসে জেলা থেকে কতজন যাবেন, কীভাবে যাবেন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মারপিটে আহত ২

গঙ্গারামপুর, ৭ জুন : দুই তরুণের লড়াইকে কেন্দ্র করে সোমবার তপ্ত হয়ে উঠল গঙ্গারামপুর শহরের নিউমার্কেট এলাকা। পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গঙ্গারামপুরের এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা খতিয়ে দেখব।'

ঘটনার শুরু শনিবার রাতে। গঙ্গারামপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবগারি দপ্তরের কর্মী বান্টি বাসফোড়ের সঙ্গে দুর্গাবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা শংকর বাসফোড়ের বিবাদ বাধে। গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ জানান বান্টি। যার জেরে সোমবার সকালে অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। অস্ত্রের আঘাতে আহত হন বান্টি।

অন্যদিকে, সংঘর্ষের জেরে পা ভেঙে শংকর এখন গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বান্টির অভিযোগ, 'শনিবার রাতে শংকর ও তাঁর সঙ্গীরা আমাকে হঠাৎ মদ্যপ অবস্থায় আক্রমণ করে।' অভিযোগ জানালেও থানা পদক্ষেপ করেনি বলে বান্টির দাবি। অন্যদিকে, সোমবার সকালে শংকর ফের অস্ত্র নিয়ে হামলা করে বলে বান্টি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'সেইসময় আমি ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে বের হতেই ফের আমাকে আঘাত করা হয়।' থানায় অভিযোগ করার জন্যই আক্রমণ করা হয়েছে বলে তাঁর অনুমান। যদিও অন্য কথা বলছে শংকরের পরিবার। শংকরের ভাইপো রাজ বাসফোড় পালটা বান্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, 'আমার কাকা এবং বান্টি দুইজনে বন্ধু। তাঁদের মধ্যে শনিবার রাতে গণ্ডগোল হয়। গতকাল ডাক্তারের কাছে শারীরিক পরীক্ষা করে বাড়ি ফেরার সময় আমার কাকার ওপর অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করা হয়। তাঁর পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

জগন্নাথ মন্দির দর্শনে বাস

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : জগন্নাথ মন্দির দর্শনের জন্য বালুরঘাটের ভক্তদের বাসে করে পাঠানো হচ্ছে দীঘায়। চকভৃগু বাসস্ট্যান্ড থেকে হরিনাম প্রচার সংঘের ভক্তরা সোমবার রওনা দিলেন দিঘার উদ্দেশ্যে। এদিন ভক্তদের শুভযাত্রার কামনায় বাস ছাড়ার আগে চকভৃগু বাসস্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনুশ্রী মহন্ত সহ অন্যরা।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছে, প্রচুর মানুষ জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য আবেদন জানালেও তাঁরা মাত্র ৫০ জনকে নিতে পেরেছেন। একদিনে জগন্নাথ মন্দির ঘুরে বুধবার ফিরে আসা হবে। পুরসভার চেয়াম্যানের জানিয়েছেন, জেলায় প্রথম ঐক্যবদ্ধভাবে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্য এই আয়োজন।

আগামী মাসে সৌরভের মূর্তি নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : মঙ্গলবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মদিন। তার আগের দিনই উপহারের মতো মন ভালো করা খবর শোনাল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা। আট বছর আগে বালুরঘাটে এসে নিজের পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। কিন্তু উদ্বোধনের পরেই তাঁর জায়গা হয় অফিস ঘরের এক কোণে। বিভিন্ন জটিলতায় এখনও তা স্থাপন সম্ভব হয়নি। নতুন কমিটি ক্ষমতায় আসার পর মূর্তিটি বসানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ক্রীড়া সংস্থা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুজয় ঘোষের কথায়, 'ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশ ময়দানের মূল গেটের সামনে মূর্তি বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেখানেই কবে মূর্তি বসানো হবে সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বিসিসিআই লোগোর কাঠ খারাপ হয়ে যাওয়ায় তা সরানো হয়েছে। সেখানে ভালো কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

২০১৭ সালের ১৫ জুলাই বালুরঘাট স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে নিজের মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন সৌরভ। স্টেডিয়ামের বিকাশ ময়দানের মূল গেটের সামনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর কথা ছিল। কিন্তু 'দাদা'র মূর্তি বসানোর জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে কোনও অনুমতি ছিল না। তার জেরেই শুরু হয় আইনি জটিলতা। ফলে মূর্তি স্থাপনের কাজ শিকেয় ওঠে। অনুষ্ঠান মঞ্চের পাশেই অস্থায়ীভাবে রাখা হয় মূর্তিটি। সেটিই উন্মোচন করে যান সৌরভ। এরপরই রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

আজও বসেনি মহারাজের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ছবি : মাজিদুর সরদার

> ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিকাশ ময়দানের মূল গেটের সামনে মূর্তি বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেখানেই কবে মূর্তি বসবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
>
> **সুজয় ঘোষ,** *সম্পাদক, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা*

বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়াও। পরে জানা যায় আট ফুটের মূর্তিটিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট বিভাগের অফিসে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর ধরে ওই অফিস ঘরেই রয়েছে মূর্তিটি। মূর্তি রাখার বেদিটিও কার্যত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। বেদির ভেতরেই ছিল বিসিসিআইয়ের লোগো লাগানো বোর্ড। কিন্তু কালের নিয়মে সেটিও ভেঙে পড়ায় তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মূর্তি বসানো নিয়ে গড়িমসির জেরে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং মহারাজ। তিনি জেলা ক্রীড়া সংগঠক গৌতম গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'বালুরঘাটে যদি সেই মূর্তি বসানোর জায়গা না থাকে। আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।' যা ভীষণ লজ্জাজনক মনে করছেন তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটাররা। বালুরঘাটের ক্রিকেটার রাজা সিং জানান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেশের আইকন। বালুরঘাটে এসে নিজের মূর্তি উন্মোচন করেছেন। তাঁকে সম্মান জানাতে মূর্তিটি শীঘ্রই বসানো উচিত।

এবিষয়ে জেলার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা তৎকালীন সম্পাদক গৌতম গোস্বামীর প্রতিক্রিয়া, 'যে মূর্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছিলেন। সেটিই ওই জায়গায় বসানো হবে। মূর্তিটিকে ঘিরে জেলাবাসীর আবেগ রয়েছে। মূর্তি না বসানোয় তিনি আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।' দাদার মূর্তির পেছনে অবিভক্ত দিনাজপুরের ১৯৫২ সালের ফুটবল ট্রফি রাখা হবে। সেখানে হেরিটেজ গ্যালারি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

প্রয়াত আরএসপি নেতা প্রমথেশ

বহরমপুর, ৭ জুলাই : বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা আরএসপির বর্ষীয়ান নেতা প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। সোমবার শ্বাসকষ্টজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বাম আমলের প্রভাবশালী এই আরএসপি নেতার কাছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়কেও পরাজিত হতে হয়েছিল। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে লোকসভা নির্বাচনে জিতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আরএসপির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে। কান্দি রাজ কলেজ থেকে বিএসসি পাশ করে পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন তিনি। কলেজে পড়াকালীন আরএসপির ছাত্র সংগঠন পিএসইউ'র সঙ্গে যুক্ত হন। শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি এলাকায় আরএসপির সংগঠক হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৭৯ সালে গ্রাম ছেড়ে বহরমপুর শহরে চলে আসেন এবং খাগড়া গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করে অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অধীনে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৯৩ সালে বহরমপুরের তৎকালীন সাংসদ ননী ভট্টাচার্য প্রয়াত হওয়ার পরের বছর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচিত হন। যদিও ১৯৯৯ সালে কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীর কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। প্রয়াত এই প্রাক্তন সাংসদের কন্যা সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাবা দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন।'

'দাগি' রক্ষার

প্রথম পাতার পর

এতেও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'এঁরাই আবার শিক্ষক হিসেবে ১০ শতাংশ নম্বরের সুবিধা পাবেন?' কল্যাণ পালটা যুক্তি দেন, 'একই কাজে দুটি সাজা হয় না। চাকরি বাতিল হবে, আবার পরীক্ষাতেও বসতে পারবেন না- এটা হয় না। সুবিধা কি শুধু মামলাকারীদের জন্য হবে?' বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কিন্তু স্পষ্ট করে জানান, যাঁরা প্রতারণা করে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা বাদ যাবেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডলের অভিযোগ, 'প্ল্যান করে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসানোর চক্রান্ত ছিল।' সওয়ালের শুরুতে সোমবার বিচারপতি ২০১৬ সালের রুল মেনে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে কি না দেখতে চান। মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের আবেদনের ভিত্তি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের শূন্যপদের সঙ্গে অতিরিক্ত শূন্যপদ যোগ করতে বলেছে। বিকাশের ভাষায়, 'এতে দুর্নীতির আরেকটি দরজা খুলে গিয়েছে। কারণ, নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন।'

যদিও বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'শীর্ষ আদালতের রায়ে জলের মতো স্পষ্ট যে, দুর্নীতি থাকায় সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। দুই ধরনের চাকরি ছিল। যোগ্য, অযোগ্য নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। তবে আদালত অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে না। শূন্যপদ বাড়াতে এসএসসির ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়েও প্রশ্ন নেই। তবে চিহ্নিত অযোগ্যরা সুযোগ পাবেন না।' বিচারপতি জানতে চান, ৩০ মে এসএসসির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হলে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমায় হস্তক্ষেপ করা হয়ে যেতে পারে কি? আইনজীবীর উত্তর, না তা হবে না। আদালত যোগ্যদের ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়সজনিত ছাড়ের কথা বলেছে।

অস্ত্র সহ ধৃত প্রাক্তন প্রধানের স্বামী

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ৭ জুলাই : কসবা কাণ্ডের পর গোটা রাজ্য এখন তোলপাড়। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোনোর মতো একের পর এক উঠে আসছে শাসকদলের কর্মী পরিচয় কাজে লাগিয়ে নেতাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাওয়ার ঘটনা। ঠিক সেই সময়ই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার হরিহরপাড়ায় খোদ শাসকদলের সক্রিয় কর্মী তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ওই অস্ত্র কারবারি কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হল পুলিশ। ঘটনাটিতে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।

ধৃত ওই অস্ত্র কারবারির নাম শাহজামাল শেখ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফাঁদ পেতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। টানা তল্লাশি চালিয়ে

উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র দেখাচ্ছেন পুলিশকর্তা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

তার কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক কারবাইন সহ কয়েক রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, দাপুটে এই তৃণমূল কর্মী শাহজামাল শেখের স্ত্রী হরিহরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই শাহজামালের একটু একটু করে অপরাধ জগতে হাত পাকানো শুরু। তারপরে অস্ত্র কারবারি হিসেবে তাঁর পরিচয় তৈরি হয়। এলাকায় ক্রমশ কুখ্যাত অস্ত্র কারবারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই শাহজামাল ওই অত্যাধুনিক কারবাইনটি অন্য কোনও আর্মস ডিলারকে বিক্রি করার ছক কষছিলেন। সেই ঘটনার খবর জানতে পেরে পুলিশ এলাকা ঘিরে হানা দেয়। হাতেনাতে শাহজামালকে পাকড়াও করা হয়। এরপরই ওই অত্যাধুনিক কারবাইন উদ্ধার হতে চোখ কপালে ওঠে পুলিশের। এই ব্যাপারে জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, এই অত্যাধুনিক কার্বাইনের ম্যাগাজিন থেকে একসঙ্গে একাধিক গুলিবর্ষণ করা সম্ভব। পুরো বিষয়টা এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

> এইবার ওই তৃণমূল কর্মী দলে আরও বড় প্রোমোশন পাবে। কারণ সে অস্ত্র কারবারি হিসেবে নিজের নাম জাহির করতে পেরেছে। তৃণমূলে যার কাছে যত অস্ত্র, গোলাবারুদ, কার্তুজ থাকবে সে তত তাড়াতাড়ি দলে বড় সম্মান আর পদ পাবে।
>
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

এদিকে, এই অস্ত্র কারবারি তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার হতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক শোরগোল। হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। সেক্ষেত্রে পুলিশ তার তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাতে যদি কেউ অপরাধী হয় তাহলে নিশ্চিত সে সাজা পাবে।' অন্যদিকে অধীররঞ্জন চৌধুরী এঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'এইবার ওই তৃণমূল কর্মী দলে আরও বড় প্রোমোশন পাবে। কারণ সে অস্ত্র কারবারি হিসেবে নিজের নাম জাহির করতে পেরেছে। তৃণমূলে যার কাছে যত অস্ত্র, গোলাবারুদ, কার্তুজ থাকবে সে তত তাড়াতাড়ি দলে বড় সম্মান আর পদ পাবে।'

বন্যাবিধ্বস্ত অসমের হোজাই জেলা। সোমবার। -পিটিআই

যমুনা নদীতে মাছের খোঁজে। সোমবার নয়াদিল্লিতে। -পিটিআই

মুখোমুখি সংঘর্ষ

বহরমপুর, ৭ জুলাই : মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার বরোয়া এলাকায় হলদিয়া-ফরাক্কাগামী রাজ্য সড়কে সোমবার বাসের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হন ১৫ জন। প্রত্যেকেই বাসের যাত্রী। চারজনকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও ডাম্পারটিকে ক্রেনের সাহায্যে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। প্রত্যক্ষদর্শী পিন্টু দাস বলেন, 'আমরা পাশের চায়ের দোকানে বসে ছিলাম, হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে ছুটে এসে দেখি এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে।'

'বিষ' জলে

প্রথম পাতার পর

ব্যাকটিরিয়ার হদিস মিলেছে তা অত্যন্ত মারাত্মক। পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কাঁচা শৌচালয়ের মলমূত্রের সঙ্গে নলকূপের জল মিলে যাওয়াতে বিপত্তি ঘটেছে।'

কী হতে পারে এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে? জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য, 'ফিকাল কলিফর্ম' ব্যাকটিরিয়া বিপজ্জনক। এটি থেকে কলেরা, ডায়ারিয়া, জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে বিপদ বাড়ে।' এলাকা ঘুরে দেখা গেল, প্রতিটি বাড়ির লোকজন পেটের রোগে ভুগছেন। পানীয় জলে বিষ ছড়াল কীভাবে? উন্মুক্ত শৌচালয়ের ৫ থেকে ১০ মিটার দূরে রয়েছে বাড়ির নলকূপ। পিএইচই দপ্তর সূত্রে খবর, নলকূপের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ ফুট গভীর থেকে জল তোলার নিয়ম। কিন্তু ওই এলাকার নলকূপগুলির গভীরতা সর্বোচ্চ ৩০ ফুট। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার পানীয় জলে আয়রনের পরিমাণ ৪.৯ পিপিএম এবং ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ৯.৭ পিপিএম মিলেছে যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুমা পারভিন বলেন, 'এলাকার সবক'টি গ্রামের টিউবওয়েলগুলির জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেই রিপোর্টেই ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া ও দুই খনিজের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি মিলেছে। দূষিত জল খেতে নিষেধও করা হয়েছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসী সেই জল পান করছেন।'

প্রতিবছরই এই এলাকার ৩০০-৪০০ গ্রামবাসী পেটের অসুখের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। সম্প্রতি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে খেয়ে ৪০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপরেই পিএইচই'কে সমীক্ষা করার কথা বলা হয়।

দোকান ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

একটির অর্ধেক এলাকা হিন্দু অধ্যুষিত। বাকি অংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। এনিয়ে ফয়দা লোটার চেষ্টা করেছে তৃণমূল। বাকি অংশকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। আমরা ওই এলাকায় গিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষকে নিয়ে সভা করব।'

ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সীর মন্তব্য, 'মালদা জেলা সম্প্রীতির পীঠস্থান। কেউ বা কারা যদি সেই সম্প্রীতি বিঘ্ন করার চেষ্টা করে, তাহলে তা সফল হবে না। সাধারণ মানুষই ঐক্যবদ্ধভাবে সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা রুখে দেবে। আমি পুলিশকে বলব, এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী রবিবার মালদায় না থাকায় বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী মৌসম বেনজির নুর বলেন, 'বিজেপির একটাই উদ্দেশ্য, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভেদ তৈরি করা। কিন্তু সফল হবে না। মালদার মানুষ এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে।'

রবিবারের ঘটনায় পুলিশ তিনটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চারজনকে পুলিশ আটক করেছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্তিপূর্ণ। সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে কেউ যেন গুজবে বিশ্বাস না করেন এবং গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকেন।'

হেলদোল নেই প্রশাসনের

বাড়িতে ছয় দিনধরে নাবালকের দেহ

আজাদ

মানিকচক, ৭ জুলাই : অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তারের দাবিতে ছয়দিন নাবালকের দেহ আগলে রেখেছে পরিবার। দেহ সৎকার না করে একটি বড় ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, তবে এ বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো বা দেহ সৎকারের বিষয়ে বোঝানোর ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। এমনকি তাদের বাড়িতে যাননি পুলিশ বা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক। মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রেরও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয় বাম ও বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলছেন, 'পুলিশ আধিকারিকরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। শীঘ্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গত বুধবার মানিকচকের একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলের হস্টেল থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র শ্রীকান্ত মণ্ডলের গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই নাবালক আত্মহত্যা করেছে, স্কুল কর্তৃপক্ষ এমন দাবি করলেও পরিবারের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের মারে মৃত্যু হয়েছে তার। পরে আত্মহত্যা প্রমাণের চেষ্টায় দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেপ্তারের দাবি তোলে মৃতের পরিবার। তবে কোনও অজানা কারণে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সাজির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেনি মানিকচক থানা। এবিষয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

> **ফ্রিজে সংরক্ষণ**
>
> - অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তারের দাবিতে ছয়দিন ধরে নাবালকের দেহ আগলে রেখেছে পরিবার
> - দেহ সৎকার না করে একটি বড় ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে
> - বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র অবশ্য বলছেন, দেহ সৎকারের জন্য পরিবারের কাছে আবেদন করা হয়েছে

গত বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত হলেও এখনও সেই রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি মৃতের পরিবারের হাতে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে তাঁরা ফের ময়নাতদন্তের আবেদন জানাবেন। আর সেকারণে ৬ দিন ধরে একটি বড় ফ্রিজে দেহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তবে পরিবার দেহ আগলে রাখলেও মানিকচক ব্লক, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের কোনও হেলদোল নেই। দেহ সৎকারের বিষয়ে পরিবারকে বোঝানো তো দূর অস্ত, প্রশাসন বা পুলিশের কোনও আধিকারিক মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে যাননি।

এ বিষয়ে সিপিএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেছেন, 'এই ঘটনা সমাজের লজ্জা। ছয়দিন ধরে ফ্রিজে দেহ সংরক্ষণ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পরিবার, অথচ এনিয়ে প্রশাসনের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। বিধায়কও কোনও পদক্ষেপ করলেন না। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশও। সত্যি অবাক হতে হয়।' বিজেপির মালদা জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের বক্তব্য, 'মঙ্গলবার আমরা রাজ্য সড়কে দেহ রেখে অবরোধ করব। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

এনিয়ে বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র অবশ্য বলছেন, 'দেহ সৎকারের জন্য পরিবারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। বারবার পুলিশ আধিকারিকরা বাড়ি গিয়ে তাঁদের বুঝিয়েছেন। সোমবারের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবারকে দেওয়া হবে।' একই কথা জানিয়েছেন আইসি সুবীর কর্মকার।

বেরইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুর্ঘটনা

পলেস্তারা ভেঙে মাথায়, আহত স্কুল পড়ুয়া

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৭ জুলাই : ক্লাসরুমের দরজার তালা খোলা হচ্ছিল। তখনও ক্লাসের সময় হয়নি। সবেমাত্র পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে শুরু করেছে। ক্লাসে ঢুকবে বলে পিঠে ব্যাগ নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির হিরণ সরকার। এমন সময় ঘটে বিপত্তি। দরজার তালা খুলতে না খুলতেই বারান্দার ছাদের থেকে পলেস্তারার একাংশ ভেঙে পড়ে হিরণের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্ত বের হওয়া শুরু হয় ওই পড়ুয়ার। সোমবার সকালে এমন ঘটনায় হুলুস্থুল পড়ে যায় কুশমণ্ডি সদর সার্কেলের বেরইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাত্রটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন স্কুলের শিক্ষকরা। এই ঘটনায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর বেহাল দশার ছবি ধরা পড়েছে।

এই বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ১৫৪। স্কুলে ছ'টি ক্লাসরুম রয়েছে। কিন্তু ক্লাসরুমগুলির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। ঘটনায় ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদর্শন সরকার বলেন, 'বিদ্যালয়ের বেহাল পরিকাঠামোর বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' তাঁর কথায়, 'অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে ওই পড়ুয়া রক্ষা পেয়েছে। এধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়।' ওই বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকা বৈশাখী ধরের মতে, 'সময়মতো স্কুলের ভবন সংস্কার করা হলে ছাত্রটিকে আহত হতে হত না। এবারে হয়তো স্কুলের

> **ছড়িয়েছে ক্ষোভ**
>
> - ক্লাসরুমের তালা খোলার সময় ছাদের পলেস্তারার একাংশ ভেঙে পড়ে পড়ুয়ার মাথায়
> - সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ার মাথা ফেটে যায়, তড়িঘড়ি তার প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়
> - ওপরমহলে বেহাল পরিকাঠামোর কথা জানানো সত্ত্বেও লাভ হয়নি বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক
> - প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের কেউ পরিবারটির সঙ্গে দেখা না করায় ক্ষোভ

ভবনটি সংস্কার করা হবে। ছাত্রটিকে আহত হতে হল।'

ডিপিএসসি'র জেলা চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'আহত ছাত্রটির দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমি নিজে ওই স্কুলে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব।' এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন এসআই অফ স্কুল সাহিম রেজা। তিনি বলেন, 'প্রধান শিক্ষক শুক্রবার স্কুলের ভবন সংস্কারের বিষয়ে একটি লিখিত আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে যাবে ভাবতেও পারিনি।' ব্লক ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ওই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ঘটনার পর থেকে উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার। হিরণের বাবা বললেন, 'স্কুলে যাওয়ার পর আমার ছেলের এমন দুর্ঘটনা ঘটবে কখনও ভাবিনি। মঙ্গলবার ছেলেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর বা মালদায় নিয়ে যাব।' এদিনের ঘটনায় স্কুলের আরেক পড়ুয়ার অভিভাবক সঞ্জয় সরকার ক্ষুব্ধ, 'দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের ভবনটি সংস্কার না করার জন্য এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের পরিকাঠামো এরকম বেহাল হওয়া সত্ত্বেও ব্লক প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের এদিকে কোনও নজর নেই।' প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের তরফে ওই পড়ুয়ার শারীরিক পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কেউ তার বাড়ি গিয়ে কোনও খোঁজখবর না নেওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

গাজোলে বিক্রি হচ্ছে খেলনা গাড়ি। সোমবার পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

ভরসা মা কালী, বঙ্গ বিজেপি

প্রথম পাতার পর

বলে আসছিলেন এতদিন,তাতে কয়েক ঘটি জল ঢালা এখন পাঁচ পাবলিক বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। একইসঙ্গে বামেদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছেন শমীক। উদ্দেশ্য, তৃণমূল বিরোধী ভোট এক জায়গায় করা।

মানতেই হবে যে, একটি বিষয়ে বিজেপি অন্য দলকে বলে বলে দশ গোল দেবে। তা হল, ভোট। এই দল সারা বছর ধরে ভোট করে। গোটা বছর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে নানারকম লাইন মাথা খাটিয়ে বের করে। নাগপুরের গবেষণাগারে নতুন নতুন চোখধাঁধানো কৌশল তৈরি হয়। সংঘের ইভেন্ট ম্যানেজাররা বাজারের হাওয়া মেপে নানারকম স্লোগান বানায়। যেখানে যেমন। যখন যেটা পাবলিক খায়। সেই 'অচ্ছে দিন' থেকে 'দেশ কা চৌকিদার', কিংবা 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' বা 'অবকি বার চারশো পার', 'ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে' ইত্যাদি যেটা যেমন কাজে লাগে।

কোনও খামতি নেই। না উদ্যমে না ট্যাঁকের জোরে। অষ্টপ্রহর কাজ করে চলেছে আইটি সেল। তার জন্য লোক আছে, কখনো-কখনো নগদ গুনে প্রফেশনাল ভাড়া করে। অন্যদল যখন কার সঙ্গে জোট বাধবে, তা নিয়ে কাজিয়ায় ব্যস্ত, ততক্ষণে ভোটের ফল জুতসই না হলে কোন দল থেকে কত ভাঙানো যাবে- সেই হিসেব সারা হয়ে যায় বিজেপির। ভোটের প্রচারও একেবারে মাপসই, মোদি-শা কোথায় ক'টা সভা করবেন, তা বহু আগে থেকেই ছক কষে ময়দানে নামে দলটি।

হাতের কাছে বিহারের ভোট। তাই পহলগামে হামলার পর বিদেশ সফর কাটছাঁট করে মোদি ফিরে এলেও সর্বদলীয় বৈঠকে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বিহারের নির্বাচনি সভায়। কে কী বলল, তাতে তিলমাত্র আমল না দিয়ে। পরপর বিহারে গিয়ে কোটি কোটি টাকার ঘোষণা শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকে। পাশাপাশি চিরাগ পাসোয়ানকে দিয়ে নীতীশ কুমারকে প্যাঁচে ফেলার তোড়জোড় চলছে। এর উপর রয়েছে নির্বাচন কমিশনের হরেক ফরমান দিয়ে বিরোধীদের ব্যতিব্যস্ত রাখা।

পহলগামের পর হাতেগরম দেশপ্রেম তো রয়েছেই। তাবৎ বিরোধীরা যখন বিদেশে ঘুরে ঘুরে দেশের কথা বলেছে, তখন দেশের মধ্যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছেন একা মোদিজি। বলছেন, বিরোধীরা দেশ কা দুশমন, পাকিস্তানের দোস্ত। বুঝুন কাণ্ড! বিহারের ভোট এখনও মাস কয়েক দূরে। তাই জাতগণনা হবে বলে বিজেপি আগাম ঘোষণা করে দিয়েছে ইস্যু হবে ধরে নিয়ে। তা হবে জনগণনার সঙ্গে আগামী বছরে। ফলে সাপ মরলেও লাঠি ভাঙার ঝুঁকি কম।

এ রাজ্যে ভোট কমবেশি বছরখানেক পরে। সময় নষ্ট না করে বাধ্য ছাত্রের মতো পড়তে বসে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। দিল্লি থেকে দেওয়া নতুন নতুন হোম টাস্ক করতে গলদঘর্ম এখানকার নেতারা। এখন থেকে যে মোদি আর শা নিয়ম করে প্রতি মাসে আসবেন, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও।

শুভেন্দু জানাচ্ছেন, আর চার-পাঁচ পার্সেন্ট হিন্দু ভোট এলেই ছাব্বিশে নবান্ন দখল গ্যারান্টি। ওই চার-পাঁচ পার্সেন্টের জন্য তারা কত বড় হিন্দু, প্রমাণ করতে আসরে নেমে পড়েছে টিম শুভেন্দু। মমতার জগন্নাথ মন্দিরের পালটা খুঁজতে দিঘার প্রসাদ ভেজাল বলে সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে হয়েছে। সন্দেশখালি, মুর্শিদাবাদের ইস্যু সেভাবে ভোটে কাজে লাগেনি। আরও নিত্যনতুন গরম ইস্যু খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে তাদের।

তবে শমীকের আমলে বিজেপি আমূল বদলে যাওয়ার ঝুঁকি বোধহয় নেবে না। হিন্দু ভোট ধরে রাখতে গরম না হোক, নরম হিন্দুত্বের লাইন ছাড়তে পারবে কি তাঁরা? আসলে যেটুকু হবে, তা নেহাতই কৌশলমাত্র। বলতে পারেন, আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট। তবে দলে যে আরএসএসের কবজা আরও শক্ত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দল থেকে আসা দলত্যাগীদের পাত্তাও কমবে ক্রমশ। গোষ্ঠী বিন্যাস কীভাবে বদলাবে, তা এখনই বলা মুশকিল। একলা দিলীপ ঘোষই বা কতদিন ডুগডুগি বাজিয়ে যাবেন কে জানে!

টিবি বাড়ছে জেলায়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৭ জুলাই : জীবন হেমব্রমের জীবন শেষ হয়ে গেল যক্ষ্মায়। কুমারগঞ্জ ব্লকের আঙিনা এলাকার বছর পঁয়তাল্লিশের জীবনের মৃত্যু নতুন করে সামনে নিয়ে এল জেলার যক্ষ্মা পরিস্থিতির ছবিটা। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় যক্ষ্মা বা টিবিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১,৭৮২। যার মধ্যে কুমারগঞ্জ ব্লকে ১৮০ এবং বালুরঘাট ব্লকে এই সংখ্যা চারশো ছুঁইছুঁই। অর্থাৎ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের 'টিবিমুক্ত ভারত' স্লোগান এবং বাস্তবের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তার প্রমাণ দেয় সরকারি এমন তথ্যই।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর গত ডিসেম্বরে ১০০ দিনের একটি পাইলট প্রোজেক্টের মাধ্যমে জেলার যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তবে, বাস্তব চিত্র বলছে, সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে দিন-দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার পিছিয়ে পড়া আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, পুষ্টির ঘাটতি এবং সচেতনতার অভাবকেই যক্ষ্মার প্রকোপ বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। যক্ষ্মা আক্রান্তদের সহায়তা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের জোগানে কেন্দ্রের 'নিক্ষয় মিত্র' প্রকল্প চালু থাকলেও, অর্থসংকটে সেই প্রকল্পও মুখ থুবড়ে পড়ার মুখে। ১,৭৮২ জন রোগীর জন্য যতজন নিক্ষয় মিত্র প্রয়োজন, তা এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও প্রশাসনের একাংশ এবং কিছু সরকারি কর্মচারী এগিয়ে এসে রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবে তা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সবমিলিয়ে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় যক্ষ্মা যে প্রায় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

> আমরা ছয় মাস আগে টিবি নিয়ে একশো দিনের প্রোগ্রাম করেছিলাম। একজনও টিবি আক্রান্ত যাতে বাদ না যায়, সে কারণে আমরা লাগাতার কাজ করছি। জেলায় টিবি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সবসময় টিবি আক্রান্তের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ বাসুদেব মণ্ডল**
> এসিএমওএইচ

একদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের আশ্বাস, অন্যদিকে বাস্তব চিত্রের ভয়াবহতা, এই দুইয়ের মাঝে পড়ে জেলার যক্ষ্মা রোগীরা পড়েছেন চরম অনিশ্চয়তার মুখে। এই অবস্থায় শুধু সরকারি প্রকল্প চালু করাই নয়, তার বাস্তবায়ন এবং পুষ্টির নিশ্চয়তার দিকেও নজর দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

যদিও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের দাবি, এই সময়টায় সংক্রমণ কিছুটা বাড়ে এবং পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। এসিএমওএইচ ডাঃ বাসুদেব মণ্ডল বলছেন, 'আমরা ছয় মাস আগে টিবি নিয়ে একশো দিনের প্রোগ্রাম করেছিলাম। একজন টিবি আক্রান্ত যাতে বাদ না যায়, সে কারণে আমরা লাগাতার কাজ করছি। জেলায় টিবি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সবসময় টিবি আক্রান্তের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে

সাফল্য উৎসর্গ আকাশের

লন্ডন, ৭ জুলাই : প্রথম ইনিংসে চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ছয়। সবমিলিয়ে ম্যাচে মোট দশ উইকেট। সঙ্গে চেতন শর্মাকে টপকে যাওয়া।

এজবাস্টন টেস্টে অভিশাপ কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। ম্যাচের সেরা হয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। দশ উইকেট নিয়ে আকাশও ম্যাচের সেরা হতে পারতেন। কিন্তু ম্যাচ সেরা না হওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই বাংলার আকাশের। বদলে রয়েছে আগামীর সাফল্যের স্বপ্ন। সঙ্গে পরিবারের প্রতি দায়িত্বও। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ক্যানসার আক্রান্ত দিদির প্রতি রয়েছে সমবেদনা। এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের পর মাঠে চেতেশ্বর পূজারাকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আকাশ। সেখানেই তাঁর দশ উইকেট নেওয়া ও টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্য ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছেন আকাশ। বলেছেন, 'একটা কথা আমি আগে কখনও কাউকে বলিনি। আজ বলছি। এজবাস্টন টেস্টের এই সাফল্য আমার ক্যানসার আক্রান্ত দিদিকে উৎসর্গ করতে চাই। শেষ দুই মাস ধরে দিদি ক্যানসার আক্রান্ত। এখন অবশ্য অনেকটা ভালো আছে ও। আমি দিদিকেই এই সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই।'

বছর কয়েক আগে প্রথমে বাবা ও পরে দাদাকে ছয় মাসের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন আকাশ। এমন ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন ছাড়েননি। এজবাস্টনের আকাশ প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠা, ইচ্ছা থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এহেন আকাশের মুখে তাঁর কথা শুনে আবেগে ভেসে গিয়েছেন দিদি আখণ্ড জ্যোতি সিংহও। ভাইয়ের পারফরমেন্সে তিনি গর্বিত। আর সেই গর্বের রেশ আজ ধরা পড়েছে সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। যেখানে আকাশের দিদি বলেছেন, 'ভাইকে নিয়ে আমি গর্বিত। দেশকে ও ম্যাচ জিতিয়েছে। আমি চাই আমাদের দেশের জন্য এমন সাফল্য ও আরও নিয়ে আসুক।' ইংল্যান্ডে থাকা ভাইয়ের জন্য আবেগঘন বার্তাও দিয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত দিদি। বলেছেন, 'আমি এখন ঠিক আছি। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না ওকে। আকাশ শুধু মাঠে নিজের সেরাটা দিয়ে যাক। আমার ও আমাদের পরিবারের সমর্থন সবসময় ওর সঙ্গে থাকবে।'

এজবাস্টন টেস্ট জয়ের পর ভাইয়ের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয়েছে দিদির। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি দুনিয়ার দরবারে ভাই আকাশ তাঁর কথা তুলে ধরবেন। সেই আবেগে ভেসে আকাশের দিদি আজ বলেছেন, 'এজবাস্টন টেস্টের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। বাড়ির সবাই একসঙ্গে সারাদিন ধরে খেলা দেখেছি। পরের ম্যাচগুলোও দেখব। আর চাইব আকাশের সাফল্য। ম্যাচ জয়ের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আকাশ যে আমার কথা তুলে ধরবে, ভাবতে পারিনি। ও আমায় ও আমাদের পরিবারকে কতটা ভালোবাসে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দিদি হিসেবে আমি চাই, আকাশ আরও সফল হোক।' শেষ আইপিএলে আকাশ যখন লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলছিলেন, সেই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দিদি জ্যোতি। ভর্তি হতে হয়েছিল হাসপাতালে। খবর পাওয়ার পরই দ্রুত সেখানে হাজির হয়েছিলেন আকাশ। চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সেকথা শুনিয়ে তাঁর দিদি বলেছেন, 'আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বরাবরই সম্পর্কটা দারুণ। আকাশ বিহারের বাড়িতে এলে আমার হাতের রান্না ছাড়া খায় না। ইংল্যান্ড থেকে ও ফেরার পর আকাশের পছন্দের যাবতীয় পদ রান্না করে দেব আমি।'

দিদি অখণ্ড জ্যোতি সিংয়ের সঙ্গে আকাশ দীপ। -ফাইলচিত্র

লন্ডনে টিম ইন্ডিয়া, লর্ডসে আজ অনুশীলন

এদিকে, গতকাল এজবাস্টন টেস্ট জয়ের মাধ্যমে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আজই লন্ডন পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার থেকে 'দ্য হোম অফ' ক্রিকেটে শুরু সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। মঙ্গলবার থেকে লর্ডসে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সাময়িক বিশ্রামের পর্ব মিটিয়ে লর্ডস টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ফিরতে চলেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বড় অঘটন না হলে বুমরাহর সঙ্গে সম্ভবত নতুন বলটা ভাগ করে নেবেন আকাশই। বিলেতের আকাশে ভারতীয় ক্রিকেটের সূর্যোদয় যে ঘটে গিয়েছে।

নেতা শুভমানের প্রশংসায় লক্ষ্মণ

সুইংয়ে মজে শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : অবশেষে পতন বার্মিংহাম দুর্গের। মিশন ইংল্যান্ডে অতীতে বারবার ভারতের জয়রথ থমকে গিয়েছে বার্মিংহামে। ইতিহাসের সেই চাকা উলটো দিকে ঘুরিয়ে বাজিমাত শুভমান গিলের তরুণ ব্রিগেডের। খুশির মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ৩৩৬ রানের বিশাল জয়। ইংল্যান্ড-বধে সিরিজ ১-১ করে নেওয়া। খুশির যে ঢেউ ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভাসছেন আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলরা।

শচীন তেন্ডুলকার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মহম্মদ সিরাজকে 'জন্টি রোডস' বলে অভিহিত করেছেন। মজেছেন আকাশের সুইংয়ে। মাস্টার ব্লাস্টারের দাবি, দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটের উইকেট ছিটকে দেওয়া আকাশের বলটা এখনও পর্যন্ত সিরিজের সেরা। সমাজমাধ্যমে শচীন লিখেছেন, 'আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।'

মাস্টার ব্লাস্টারের মতে, শুভমানদের স্বপ্নের ব্যাটিং কার্যত ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের রাস্তা বন্ধ করে দেয়। শুভমানের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলও খুব ব্যাটিং করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে। চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচের সমীকরণ দাঁড়ায়, জিতলে ভারতই জিতবে। ফলে ব্যাটিং ভাবনা বদলাতে হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত চাপটা সামলাতে পারেনি ইংল্যান্ড।

উজ্জ্বল কেরিয়ারে বার্মিংহাম 'ক্ষতচিহ্ন' ছিল ভিভিএস লক্ষ্মণের কাছেও। উত্তরসূরিদের হাত ধরে সেই ক্ষতে প্রলেপ। খুশিটা নিয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন, 'সাবাস। দুর্দান্ত জয়। দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যাঘাত করেছে, তা অবিশ্বাস্য। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে নেতৃত্ব, অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য অভিনন্দন শুভমানকে। অধিনায়কত্বের শুরুটা দারুণভাবে করলে। সিরাজ, আকাশ দীপের কথাও বলব। আগামীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

মদন লালের মুখেও শুভমানের কথা। ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মুগ্ধ, যেভাবে শুভমান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। বলেছেন, 'দুই টেস্টেই ভারত দাপট দেখিয়েছে। খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্য প্রথম ম্যাচে হারতে হয়েছিল। বোলিং বিভাগ প্রশংসনীয় পারফরমেন্স করেছে। ইংল্যান্ডের বোলিংকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে সিরাজরা। প্রথম টেস্টে বেশি শর্ট বল করেছিলাম আমরা। ভুল শুধরে নিয়ে সাফল্য। শুভমান একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল। জীবন মাত্রই চাপ থাকবে। কিন্তু ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার সম্পূর্ণ আলাদা। দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাচ্ছে। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজাও দারুণ সংগত করল।'

ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক মদন লালের বিশ্বাস, শুভমানের দল সিরিজ জিতেই ফিরবে। দল যেরকম খেলছে। ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে সিরিজে প্রত্যাবর্তন করেছে। হোম অ্যাডভান্টেজ থাকলেও ইংল্যান্ডের পক্ষে এই ভারতীয় দলকে সামলানো সহজ হবে না। দাপট জারি রেখে প্রথম শচীন-অ্যান্ডারসন ট্রফি নিয়ে দেশে ফিরবে শুভমানের ভারত।

> আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে বোলারদের লেংথ। আকাশ অসাধারণ বলার প্রয়োজন নেই। আমার মতে রুটের বলটা সিরিজের সেরা। উপভোগ করেছি মহম্মদ 'জন্টি' সিরাজের ক্যাচও।
>
> **শচীন তেন্ডুলকার**

জোশ টাঙ্গের ক্যাচ তালুবন্দি করতে মিড উইকেটে ঝাঁপ মহম্মদ সিরাজের।

আকাশ-গিলে মুগ্ধ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : লন্ডন থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বিপত্তি। বিমান বিভ্রাটের কবলে পড়ে আপাতত তিনি দুবাইয়ে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর।

কলকাতায় পা রাখার আগেই অবশ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসবেন। কারণ, রাত পোহালেই মহারাজের জন্মদিন। ৫২ পার করে ৫৩ বছরে পা দিচ্ছেন কাল। ইতিমধ্যেই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার পাশাপাশি মহারাজের বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের তরফে আগামীকাল তাঁর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করে ফেলা হয়েছে।

জন্মদিন পালনের আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মজে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার এজবাস্টন জয়ের সাফল্যে। অধিনায়ক শুভমান গিল ও আকাশ দীপের পারফরমেন্স তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এতটাই যে, মহারাজের মনে হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ ৩০-৩৫ বছরে শুভমানের মতো ব্যাটিং

আজ ৫৩ বছরে পা মহারাজের

কেউ করেননি। মহারাজের কথায়, 'শুভমান স্বপ্নের ব্যাটিং করে চলেছে। ওর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় না শুভমানের মতো ব্যাটিং বিলেতের মাটিতে শেষ ৩০-৩৫ বছরে কোনও ভারতীয় ব্যাটার করেছেন বলে। আমি ওর স্কিলে মুগ্ধ। আশা করব, শুভমান বাকি সিরিজেও ওর এই স্বপ্নের ফর্মের ধারা বজায় রাখবে।'

এজবাস্টন টেস্টের সময় সেখানেই ছিলেন সৌরভ। খুব কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় দলের সমতা ফেরানোর টেস্ট ম্যাচ। একদিকে অধিনায়ক শুভমানের ব্যাটিং স্কিল যেমন তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তেমনই বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার আকাশের ছন্দও চমকে দিয়েছে সৌরভকে। তাঁর মনে হয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের আদর্শ নেতা হতে পারেন আকাশ। সৌরভের কথায়, 'এজবাস্টনে অসাধারণ বোলিং করেছে আকাশ। যেভাবে নিজের শক্তি, স্কিল কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলল, এককথায় অসাধারণ। আকাশের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি বুঝতেই দেয়নি ও।' বৃহস্পতিবার থেকে লর্ডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টেও বুমরাহর সঙ্গে নতুন বল হাতে আকাশকেও দেখতে চান তিনি। ৫৩ বছরে পা দেওয়ার আগে সৌরভ বলেছেন, 'বুমরাহর না থাকা নিয়ে এজবাস্টন টেস্টের আগে অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু আকাশ বুঝতেই দেয়নি বুমরাহর অনুপস্থিতি। উইকেটের কোণ ব্যবহার করার পাশে পেস ও সুইংয়ের যে স্কিল আকাশ দেখিয়েছে, তার প্রভাব বাকি সিরিজে থাকবেই।'

তৃতীয় টেস্টের দলে যোগ করা হল অ্যাটকিনসনকে

বুমরাহকে নিয়ে প্রশ্নে

ক্ষুব্ধ স্টোকস

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি।

বিশ্রাম নিয়ে লর্ডস টেস্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখছেন। যদিও না থেকেও ভীষণভাবে আছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বিশেষত ইংল্যান্ড শিবিরে। বার্মিংহামে টেস্ট হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনেও বুমরাহ-বাউন্সার! প্রশ্নের মুখে রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গেল বেন স্টোকসকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া, 'আশা করেছিলাম বুমরাহকে নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।'

বুমরাহহীন বোলিংকে সামনে পেয়েও ৩৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হার। লর্ডসে তরতাজা বুমরাহ ফিরলে কী হবে? খোঁচাটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জবাবে স্টোকস বলেছেন, 'ভেবেছিলাম, এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্তত ওকে নিয়ে কোনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না। আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়মিত খেলে থাকি। কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। প্র্যাকটিসে সেই বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হয়। লর্ডসের আগে সেভাবে প্রস্তুতি, পরিকল্পনা তৈরি হবে।'

বুমরাহকে নিয়ে তৈরি থাকার সুর হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের গলাতেও। বলেছেন, 'পরের ম্যাচে সম্ভবত ফিরবে বুমরাহ। ওর জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকবে। লর্ডসের পরিস্থিতি আলাদা হবে। আশা করি, আমাদের জন্য যা ঠিকঠাক হবে।' লর্ডসের তুলনামূলক পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে পেস শক্তি বাড়িয়ে নিল ইংল্যান্ড।

জোফ্রা আর্চার আগেই ছিল। এবার ফিরছেন পেস অলরাউন্ডার গাস অ্যাটকিনসন। বৃহস্পতিবার শুরু লর্ডস টেস্টের দলে ডাক অ্যাটকিনসনের। তবে সবার চোখ আর্চারের দিকে। স্টোকস তাসটা অবশ্য এখনই খেলতে নারাজ। জানান, আর্চারের ফিটনেস, ওয়ার্কলোডের ওপরও নজর থাকবে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত।

বার্মিংহাম ভুলে আপাতত থ্রি লায়ন্সের টার্গেট লর্ডস। যদিও ধাক্কা ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ভাবাচ্ছে তিনদিনের ব্যবধানে ফের খেলতে নামার চ্যালেঞ্জ। স্টোকস মানছেন, হেডিংলে জয়ে পাওয়া ছন্দটা ধরে রাখতে না পারায় তিনি হতাশ। তবে ব্যর্থতা নিয়ে মাথা খারাপ করতে নারাজ। মনে করিয়ে দেন সাম্প্রতিককালে দুরন্ত সব জয়ের কথা। মাঝেমধ্যে কিছু ম্যাচ খারাপ কাটলেও সামগ্রিকভাবে ছবিটা আশাপ্রদ।

ম্যাচ হেরে পিচকেও কাঠগড়ায় তুললেন। স্টোকসের দাবি, 'সত্যি কথা বলতে বার্মিংহামের উইকেট অনেক বেশি উপমহাদেশের মতো ছিল। ভারতীয় বোলাররা এই পিচে অনেক বেশি অভ্যস্ত এবং আমাদের থেকে বেশি ফায়দাও তুলেছে। তবে অজুহাত দিতে চাই না। মানছি, পিচ, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারিনি। টসে জেতার সুযোগ হাতছাড়া করেছি বললেও হয়তো ভুল হবে না। মানছি উইকেট বুঝতে কিছুটা ভুল হয়েছে। তবে ওদের ২০০/৫ করে দেওয়ার পরও প্রথম ইনিংসে তা কাজে লাগাতে পারিনি।'

বার্মিংহামের পিচ বিতর্কে কিছুটা অনাগত অতিথির মতো ঢুকে পড়েছেন প্যাট কামিন্সও। শুভমান গিলদের রান-উৎসবের দিকে আঙুল তুলে অজি অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া, এরপর কে বোলার হতে চাইবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ব্যস্ততার মাঝেই কামিন্স বলেছেন, 'ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দিকে চোখ রাখছি আমরা। এরপর কে বোলার হতে চাইবে? পুরোদস্তুর পাটা উইকেট।'

বাস্তব হল, পাটা উইকেটেই কামাল আকাশ দীপ-মহম্মদ সিরাজের। যা দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেয়। ম্যাককুলামও ভারতকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। অকপট স্বীকারোক্তি, শুভমান অসাধারণ। আকাশ দীপ এই পিচে দুর্দান্ত বল করেছে। ভারতেও এই ধরনের পিচ হয়। সেখানেই খেলে অবশ্য, যার পুরোদস্তুর সুযোগ নিয়েছে। যার পাশে তাঁর দল প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি। যোগ্য হিসেবেই জয়ী ভারত।

বার্মিংহাম টেস্ট হেরে বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন পৃথ্বী

মুম্বই, ৭ জুলাই : সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল আগেই। আজ শুধু সরকারি ঘোষণা হল।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথ্বী শ। আগামী মরশুমের ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পৃথ্বী বলেছেন, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।' পৃথ্বীকে স্বাগত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহিত পাওয়ারও। তাঁর মনে হচ্ছে, পৃথ্বী মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও সফল হবে তাঁর দল। পৃথ্বীকে মহারাষ্ট্রে সম্ভবত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে খেলতে হবে। উল্লেখ্য, ৫৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৪৫৫৬ রান রয়েছে পৃথ্বীর। তাঁর প্রতিভা নিয়ে কারও কোনও সংশয় না থাকলেও পৃথ্বীর শৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

> ক্রিকেট কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায় রয়েছি, যেখানে আমার মনে হয় মহারাষ্ট্রের হয়ে খেললে আমার কেরিয়ার গতি পাবে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য।
>
> **পৃথ্বী শ**

ত্রিশতরানের পর দক্ষিণ আফ্রিকার স্টপগ্যাপ অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডার।

৩৬৭ রান করে বিশ্বরেকর্ড মুল্ডারের

হারারে, ৭ জুলাই : অধিনায়ক হিসাবে অভিষেকেই ত্রিশতরান। বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডার। ভাঙতে পারতেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার নজিরও। তবে ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে দলের স্বার্থকেই এগিয়ে রাখেন মুল্ডার। টেম্বা বাভুমা নেই। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক কেশব মহারাজও চোটের কবলে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েই যেন জ্বলে উঠলেন মুল্ডার। টস জিতে শুরুতে প্রোটিয়াদের ব্যাট করতে পাঠায় জিম্বাবোয়ে। মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে খানিক চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ডেভিড বেডিংহামকে সঙ্গী করে দলকে বড় রানের পথে এগিয়ে দেন মুল্ডারই। পরে জুটি গড়েন লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াসের সঙ্গে। দ্বিতীয়দিনে ২৯৭ বলে ৩০০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করেন মুল্ডার। যা লাল বলের আন্তর্জাতিকে দ্বিতীয় দ্রুততম ত্রিশতরান। পাশাপাশি হাসিম আমলার পর দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে ত্রিশতরান করলেন তিনি।

অক্ষত লারার নজির

এই ইনিংসের সুবাদে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ম্যাচে ত্রিশতরানের বিরল নজিরও গড়েছেন মুল্ডার। ম্যাচটা যেদিকে এগোচ্ছিল তাতে হয়তো অনায়াসেই টেস্টে ব্রায়ান লারার ৪০০ রানের রেকর্ডও ভাঙতে পারতেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর যখন ৫ উইকেটে ৬২৬, তখন ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে দাঁড়িয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার দেন স্বয়ং প্রোটিয়া অধিনায়ক।

জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রেনেলান সুব্রায়েন নিয়েছেন ৪ উইকেট। ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে তারা দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫০/১ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

পাটা পিচেও ড্রয়ের ক্ষমতা নেই, তোপ প্রাক্তনদের

বার্মিংহাম, ৭ জুলাই : যে কোনও টার্গেট তাড়া করতে প্রস্তুত।

প্রথম টেস্টে ভারতের ৩৭১-এর চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়ে যার প্রমাণও রেখেছিলেন বেন স্টোকসের দল। বার্মিংহাম টেস্টে তৃতীয় দিনের শেষে সহ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের হুংকার ছিল, ভারত যে টার্গেটই দিক না কেন, তাঁরা প্রস্তুত। যদিও রান তাড়া করা তো দূর, ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ৬০৮-এর লক্ষ্যে ২৭১ রানেই শেষ বাজবলের জারিজুরি।

জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যে দশায় সমালোচনার ঝড়। মাইকেল আথারটন, নাসের হুসেনের মতে, ম্যাচ জেতা যেখানে কার্যত অসম্ভব, সেখানে পাটা পিচে ড্র করা উচিত ছিল। স্টুয়ার্ট ব্রড আবার লর্ডসের তৃতীয় টেস্টেও বার্মিংহামের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা দেখছেন।

প্রাক্তন অধিনায়ক আথারটনের কথায়, বর্তমান ইংল্যান্ড টিম সবসময় জয়ের জন্য ঝাঁপায়। ড্রয়ের জন্য খেলে না। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠা উচিত, এই ইংল্যান্ড দল কি আদৌ পাটা পিচে ম্যাচ ড্র করার মতো ক্ষমতা রাখে? আরও বলেছেন, 'সাম্প্রতিকালে ইংল্যান্ডে পাটা উইকেট দেখা যাচ্ছে। সেই পিচে দুই ইনিংসে মাত্র ১৫৭ ওভার টিকল ইংল্যান্ড। সাত-সাতটি শূন্য রানের স্কোর। চারটিই টপ সিক্স ব্যাটারদের! এরকম পাটা পিচে এরকম ব্যাটিং, ম্যাচ বাঁচাতে না পারা চিন্তার জায়গা।'

নাসের আবার বোলিং কম্বিনেশনে ভুল দেখছেন। লিখেছেন, 'পঞ্চম দিনের পিচ থেকেও ভারতীয় পেসাররা সুইং আদায় করে নিয়েছে। প্রথম থেকেই শুকনো পিচ। খেলা যত গড়িয়েছে আরও শুকিয়েছে। কিন্তু দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে ওরা। আমার ধারণা, এরকম পিচ ইংল্যান্ড দল পছন্দ করে না। আমাদের চেয়ে বার্মিংহামের পিচ অনেক বেশি ভারতীয় দলের জন্য মানানসই ছিল। ইংল্যান্ড বোলিংয়ে সেই বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজরা সেখানে সুইংয়ের পাশাপাশি দক্ষতার সঙ্গে বল স্কিড করাল।'

ভারতের হাতে 'বার্মিংহাম' দুর্গের পতনের পর ব্রড চিন্তায় ক্রিকেট মক্কা লর্ডস নিয়ে। পাঁচ শতাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক ব্রড বলেছেন, 'ভারতীয় বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের এই ব্যাটিং চিন্তায় রাখছে। আকাশ দীপ সারাক্ষণ উইকেট লক্ষ্য করে বল করল, সুইং করাল। এর সঙ্গে বুমরাহ যুক্ত হলে আশঙ্কার কারণ থাকছে ইংল্যান্ডের জন্য।'

লর্ডস-দ্বৈরথ নিয়েও আশঙ্কা ব্রডের

কুমার সাঙ্গাকারার কথায়, বার্মিংহামে মূলত সিরাজ-আকাশেই বাজিমাত ভারতের। তবে লর্ডসে প্রসিধ কৃষ্ণার জায়গায় বুমরাহর প্রত্যাবর্তনটুকু ছাড়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নিঃসন্দেহে বোলিং ব্রিগেড ফের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। মাইকেল ভন যদিও ব্রড-সাঙ্গাদের সঙ্গে সহমত নন। বার্মিংহামে দল মুখ থুবড়ে পড়লেও বাজবলে আস্থা রাখছেন।

ভনের ফের দাবি, ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে ইংল্যান্ডই। ভারত চলতি সপ্তাহে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরে ভন বলেছেন, 'ভারত দারুণ খেলেছে। তারপরও মনে করি ইংল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে। সিরিজ নিয়ে আগের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সরছি না। গত তিন বছরে এই ইংল্যান্ড দল বারবার গর্বিত করেছে। উপভোগ্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হেডিংলেতে বলেছিলাম, বাজবলে এবার মস্তিষ্কের ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস, বাকি সিরিজে তার প্রতিফলন ঘটবে।'

আউট হওয়ার পর জেমি স্মিথ।

অব্যবস্থার কলকাতা লিগ

ছাতা দিয়ে হল ব্যান্ডেজ বাঁধা

যন্ত্রণায় কাতর তারক হেমব্রমের বাঁ পায়ে দুইটি ছাতার সাহায্যে বাঁধা হল ব্যান্ডেজ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেল ম্যাচে গুরুতর চোট পেয়েছেন তারক হেমব্রম। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ পায়ে চোট পান তারক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন এই মিডিও। সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না। তবে রেলের ফিজিও চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যাচের বিরতিতে তারককে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন মোহনবাগানের টিম ডাক্তার কিংশুক ভুঁইয়া। তারপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে আয়োজকদের অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরে অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে তারেককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারকের সঙ্গে যান ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তা তথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

তবে মাঠে তারকের চিকিৎসা নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য দুইটি ছাতা বাঁধা ছিল। যেখানে এখনকার দিনে যে কোনও ম্যাচে চোট পাওয়া খেলোয়াড়কে সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। এদিন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল না বলেই দাবি করেছে রেল। তাই দুটো ছাতার সাহায্যে ব্যান্ডেজ বেঁধেই কাজ চালাতে হয়। রেল দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রেল দলের সঙ্গে এদিন কোনও ডাক্তার ছিল না।

> আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।
>
> **অনির্বাণ দত্ত,** আইএফএ সচিব

অবশ্য এই নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমাদের মেডিকেল কমিটি যে সমস্ত জিনিস মাঠে রাখার সুপারিশ করেছিল, সেই সমস্ত কিছুই রাখা ছিল। এর বাইরে আর কী কী দরকার, তারজন্য সবার কাছেই আমরা পরামর্শ চাইছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'চিকিৎসার জন্য আইএফএ তারকের পাশে থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করবে।'

- সাইডলাইনে প্রবল যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন তারক হেমব্রম।
- সেইসময় রেল দলের ডাগআউটে কোনও ডাক্তার ছিলেন না।
- অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় তারকের বাঁ পায়ে সাপোর্ট দিতে দুইটি ছাতা বাঁধা ছিল।

মঙ্গলবার চাকরির জন্য তারকের মেডিকেল পরীক্ষা ছিল। বর্তমানে রেলের এই মিডিও চোট পাওয়ায়, চাকরির প্রক্রিয়ায় বেশ বিলম্ব ঘটবে। আপাতত জানা গিয়েছে, তারকের পা ভাঙেনি। পেশিতে চোট লেগেছে। চোট কতটা গুরুতর সেটা মেডিকেল পরীক্ষার পর জানা যাবে।

মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে সন্দীপ মালিক। সোমবার।

রেলকে হারাল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(সন্দীপ, শিবম)
রেলওয়ে এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : প্রচণ্ড উত্তেজক একটা ম্যাচ। দুটি গোল। পাঁচটা লাল কার্ড। তারক হেমব্রমের চোট। সব মিলিয়ে সোমবার ঘটনাবহুল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচ।

শুরুতে বোঝা যায়নি ম্যাচটা উত্তেজক হতে চলেছে। বৃষ্টিভেজা দিনে ম্যাচের বেশিরভাগ প্রাধান্য ছিল মোহনবাগানের। এমনকি তারা প্রথম গোলটাও করে ফেলে ছয় মিনিটে। সালাউদ্দিন আদনানের সেন্টার থেকে গোল করে যান বাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিক। ৩৫ মিনিটে বাগান ডিফেন্ডার মার্শাল কিসকুর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান রেলের মিডফিল্ডার তারক। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয়ার্ধ উত্তাল হয়ে ওঠে দুই দলের হাতাহাতিতে। ঘটনার সূত্রপাত ৫৯ মিনিটে। মোহনবাগান মিডফিল্ডার মিগমা শেপরাকে ফাইল করেন রেলের ডিফেন্ডার সৌমিক কোলে। সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের সালাউদ্দিন গিয়ে সৌমিককে ধাক্কা মারেন। পালটা রেলের গোলরক্ষক তথা অধিনায়ক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এসে সালাহউদ্দিনকে মারেন। এরপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মাঠ থেকে ডাগআউটে। দুই দলের বচসায় ম্যাচ বন্ধ থাকে দশ মিনিট।

রেফারি দুই দলের পাঁচজনকে লাল কার্ড দেখান। মোহনবাগানের সালাউদ্দিন ও টিম ম্যানেজার রাহুল দত্তকে লাল কার্ড দেখানো হয়। রেলওয়ের সুদীপ্ত, সৌমিক এবং অভিষেক আইচকে লাল কার্ড দেখান রেফারি। এরমধ্যে অভিষেককে আগেই পরিবর্তন করেছিল রেল। ফলে ম্যাচের বাকি সময় রেল ৯ জন ও মোহনবাগান দশজনে খেলে।

দুই দলের মধ্যে হাতাহাতি, লাল কার্ড পাঁচজনকে

সংযোজিত সময়ে সাহিল ইনামদারের পাস থেকে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত খেলোয়াড় শিবম মুন্ডা। যদিও রেলের দাবি, গোলটি অফসাইড ছিল। ম্যাচের পর মোহনবাগানের সহকারী কোচ বিশ্বজিৎ ঘোষাল বলেছেন, 'সালাউদ্দিনের ওইভাবে মাথা গরম করাটা উচিত হয়নি। তবে ও নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।' এদিন ডাগআউটে ছিলেন না বাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো।

উইম্বলডনের কোয়ার্টারে জকোভিচ

লন্ডন, ৭ জুলাই : গত বছর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল নোভাক জকোভিচকে। এবার কি হবে? উত্তর সময়ের গর্ভে। তবে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে উইম্বলডনে ১৬ বার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়েও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে ১-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। শেষ আটে জকোর প্রতিপক্ষ ইতালির ফ্লাভিও কোবোল্লি। তিনি প্রি-কোয়ার্টারে মারিন চিলিচের বিরুদ্ধে জয় পান।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসে বিদায় নিলেন ভারতের ইউকি ভামব্রি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট গ্যালোওয়ে। তারা গ্রানোলারস-হোরাসিও জেবালোসের কাছে পরাজিত হন ৬-৪, ৩-৬, ৭-৬ (১০/৪) গেমে।

অন্যদিকে, আন্দ্রে রুবলেভের বিরুদ্ধে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া বলেছেন, 'রুবলেভ অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওর ফোরহ্যান্ড শট সামলানো অত্যন্ত কঠিন। প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড় করায়। ওর বিরুদ্ধে যে পারফরমেন্স করেছি, তাতে আমি খুশি।'

সোমবার ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ৪৪তম জন্মদিন। এদিন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাঁচিতে ধোনি ঘরোয়া পোশাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কেক কাটছেন। কেকে ছুরি চালানোর আগে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি কি কেকটা কাটব?'

এপ্রিলেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা

মার্কা-তে বললেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : এদেশের সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে পারবেন না, এমন শর্তেই তাঁর কাছে রেখেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

কিন্তু স্বদেশের এক নম্বর সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলে বহু অজানা তথ্যই দিয়ে ফেললেন জাতীয় দলের সদ্য সরে যাওয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। তিনি যে এপ্রিলেই পদত্যাগ করেন, প্রথম এই কথাও প্রকাশ্যে এল। স্পেনের সংবাদপত্র মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মানোলো বলেছেন, 'আমি গত এপ্রিলেরই ভারতের জাতীয় দলের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিই। কিন্তু এআইএফএফ কর্তারা আমাকে জুন ট্রান্সফার উইন্ডো পর্যন্ত চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শেষপর্যন্ত কোচ হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ওদের কথা আমি মেনে নিই।' এরপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমি শুধুমাত্র খারাপ ফলের জন্য সরে দাঁড়াতে চাইনি। ঘটনা হল, ওরাই আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিল বলেই এতদিন ছিলাম। আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্তই এখন ওরা মেনে নিল বলে মনে হচ্ছে।' তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে ফেডারেশন সম্পর্কে কোনওরকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারবেন না বলে শর্ত রাখা হয় মানোলোর সামনে। তিনি সম্ভবত সেসব মেনে নিয়েছেন শেষপর্যন্ত।

মানোলো তাঁর স্বদেশের সংবাদপত্রকে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতের জাতীয় দলকে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু যখন তুমি দেখবে, কোনও দলই তোমার নিয়ম মেনে দলকে খেলাচ্ছে না,

তখন মনে হবে যে এটা তোমার জায়গা নয়।' অর্থাৎ ভারতের ক্লাব দলগুলির খেলার ধরনের দিকে নির্দেশ করেছেন তিনি। মানোলো আরও বলেছেন, 'আমি বুঝেছি যে কিছু ভুল আমার হয়েছে। কিন্তু ফল যদি ভালো হত তাহলে হয়তো এরপরেও আমিই দায়িত্বে থেকে যেতাম। হংকং ম্যাচের দিন তিনেক আগে থেকেই ছেলেরা জানত যে আমি আর থাকব না। যেখানে তুমি জানোই যে কোচ থাকবে না সেখানে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য শিবিরে এসে নিজেদের সেরাটা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।' সরাসরি না বললেও এদেশে সঠিকভাবে পরিচালনার অভাবেই যে ফুটবলের এই দুর্দশা, সেই কথা ঘুরিয়ে বলে ফেলেছেন মানোলো।

ধাক্কা সামলে ছন্দ খুঁজছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : সমস্যা কোথায়? আর সমাধান কী? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ব্যস্ত বিনো জর্জ।

মঙ্গলবার কলকাতা ফুটবল লিগে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাব। খাতায়-কলমে এগিয়ে লাল-হলুদই। তবে লিগের প্রথম ম্যাচে ৭ গোলে জয়ের পর সুরুচি সংঘের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্টের ধাক্কাটা বোধহয় এখনও সামলে উঠতে পারেনি মশাল ব্রিগেড। লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশই সেকথা বলে দিচ্ছে। বিএসএসের বিরুদ্ধে নামার আগে কোচ বিনোর মুখেও ঘুরে-ফিরে গত ম্যাচের কথা। সোমবার অনুশীলন শুরুর আগে তিনি বলছিলেন, 'সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে এগিয়ে যাওয়ার পরও গোল হজম করতে হয়। যেটা কখনোই ইতিবাচক দিক নয়। গত ম্যাচের ভুলভ্রান্তিগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। দ্রুত সেগুলো শুধরে নিতে হবে।'

আজ কলকাতা লিগে
ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম বেহালা এসএস
সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** ব্যারাকপুর
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

ফিরতে পারেন জেসিন

শুধু মুখেই বললেন না, বিএসএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ভুলগুলো ফুটবলারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বিনো। বিএসএস ম্যাচের আগে সেই দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমেছে। জেসিন টিকে ফিরছেন। এদিন তাঁকে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গেল। সোমবারের অনুশীলনে যা ইঙ্গিত মিলল তাতে, লাল-হলুদের প্রথম একাদশে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। শুরু থেকে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরছে না ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকেকে সামনে রেখেই বিএসএস বধের ছক কষছেন বিনো। এদিকে পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। আরও দু-বছর লাল-হলুদেই থাকছেন তিনি।

ডুরান্ডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

মোহনবাগানকে রেখে সূচি, ইস্টবেঙ্গলকে দিয়ে শুরু টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রেখেই সূচি প্রকাশ করল ডুরান্ড কমিটি।

শুরুতে না খেলার কথা জানালেও পরে শর্তসাপেক্ষে খেলতে রাজি হয় মোহনবাগান। একাধিক দাবির পাশাপাশি তারা যে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এক গ্রুপে না রাখাকেই বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে একথা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল। এছাড়াও অনুশীলনের মাঠ, দাবি মতো টিকিট বণ্টন সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়। এদিন জামশেদপুরে ট্রফি ট্যুরের পাশাপাশি সরকারিভাবে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশের পর দেখা যায়, মোহনবাগানের প্রথম শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এবার আলাদা গ্রুপে থাকছে। তবে মোহনবাগানের গ্রুপে রাখা হয়েছে কলকাতার আর এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এছাড়াও থাকছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। গ্রুপ 'এ'-র দুই দল ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এই গ্রুপের বাকি দুই দল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও নামধারী এফসি। গ্রুপ 'সি'-র খেলাগুলি হবে জামশেদপুরে। এই গ্রুপে জামশেদপুর এফসি ছাড়া থাকছে ত্রিভুবন আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি ও ওয়ান লাদাখ। কোকরাঝারে গ্রুপ 'ডি'-র মূল আকর্ষণ পাঞ্জাব এফসি। এই গ্রুপের বাকি দলগুলি হল বোড়োল্যান্ড এফসি, মর্নিং স্টার ও ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ। নিজেদের মাঠেই খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। শিলংয়ে আইএসএলের এই দল ছাড়াও আছে শিলং লাজং এফসি, মালয়েশিয়ার একটি আর্মি দল ও রাংদাজিয়েদ ইউনাইটেড এফসি। গ্রুপ 'এফ'-এর খেলা মণিপুরে। ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ইন্ডিয়ান নেভি ও রিয়াল কাশ্মীর এফসি-এই চার দল খেলবে ইম্ফলে।

মজার কথা হল, টুর্নামেন্ট শুরু এবং সূচির কথা জানানো হলেও এদিন পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রক থেকে নেপাল ও মালয়েশিয়ার দুই দলের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র হাতে পায়নি ডুরান্ড কমিটি। ফলে সূচিতে তাদের নাম জানানো যায়নি। তেমনি এদিন সূচি প্রকাশ অনুষ্ঠানে হঠাৎই ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফ থেকে ওখানকার গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি বিনা টিকিটে দেখতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। অথচ বাকি রাজ্যের দর্শকদের দেখতে হবে টিকিট কেটে। মোহনবাগানও সরকারিভাবে এখনও নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি। সবমিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর দিন পনেরো আগেও অব্যবস্থা ও অগোছালোভাব টুর্নামেন্ট ঘিরে। একমাত্র ২৩ জুলাই যুবভারতীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উদ্বোধন করা নিশ্চিত বলে সূত্রের খবর।

DURAND CUP SINCE 1888 — তিন প্রধানের সূচি

ইস্টবেঙ্গল এফসি-র ম্যাচ
সাউথ ইউনাইটেড এফসি (২৩ জুলাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন), নামধারী এফসি (৬ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (১০ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ম্যাচ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৪ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন) ডায়মন্ড হারবার এফসি (৯ অগাস্ট, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন)

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ
ডায়মন্ড হারবার (২৮ জুলাই, কিশোর ভারতী), মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট (৩১ জুলাই, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন), বিএসএফ (৭ অগাস্ট, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন)।

অ্যাফিডেভিট

আমি Najera Bibi আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার Reg No- 10672 Dt-05/11/2009 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 04/07/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Afreer থেকে Afreen Jahan করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115417)

●

আমি MST Hasina Ahsan আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- 7662, Dt- 03/07/2010 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 24/01/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M. তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে MST Diya Ahsan থেকে Diya Ahsan করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115418)

●

আমি Ajija Khatun আমার মেয়ের জন্ম সংসাপত্রে যার Reg. No-1826 AD+-31.01.2012 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত10.02.2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M. দ্বিতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mst. Nasiba Khatun থেকে Nasiba Khatun করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117317)

●

আমি Mausumit Chowdhury, আমার মেয়ের জন্মসংশা পত্রে যার Reg. No. 2311 Dt.-01.04.1999, আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 01.07.2025 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Rajashree Chowdhury থেকে Ananya Chowdhury করা হল। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117318)

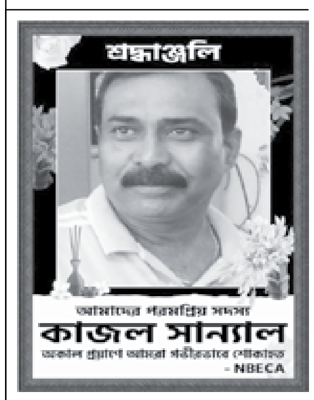

এশিয়ান শুটিংয়ে ভারতের মুখ মনু

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : আসন্ন এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মুখ মনু ভাকের।

অগাস্টের ১৬ তারিখ থেকে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে কাজাখস্তানে। চলবে ওই মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। সোমবার তার দল ঘোষণা করল 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'। ঘোষিত ৩৫ সদস্যের মধ্যে মনুই একমাত্র নাম, যিনি প্রতিযোগিতায় দুটি ব্যক্তিগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তলের বিভাগে লড়তে দেখা যাবে তাঁকে। এছাড়াও এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বাংলার মেহুলি ঘোষ, এষা সিং, কিরণ অঙ্কুশ যাদব, সৌরভ চৌধুরী, অঞ্জুম মৌদগিল, ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমর।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন ব্রজেন মার্ডি। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

কানতুর্কাকে জেতালেন ব্রজেন

মালদা, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার কানতুর্কা এসএসসি ২-০ গোলে কালিয়াচক ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা ব্রজেন মার্ডি।

অন্য ম্যাচে কালীতলা জিতু সংঘ ও কুতুবপুর বিদ্রোহী ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কুতুবপুরের অনিল সোরেন ও বিদ্রোহীর শিবাজি সোরেন গোল করেন।

৪ গোল অজয়ের

রায়গঞ্জ, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে সোমবার বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ১০-০ গোলে অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা অজয় সূত্রধর হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন। হ্যাটট্রিক প্রসেনজিৎ সাহার। জোড়া গোল করেন বাঙালি সরেন। তাদের অন্য গোলটি মিলন মুর্মুর। মঙ্গলবার খেলবে বেণুভারতী ফুটবল কোচিং ক্যাম্প এবং সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়।

ম্যাচের সেরা অজয় সূত্রধর।
ছবি : রাহুল দেব

সাজিদের হ্যাটট্রিক

তুফানগঞ্জ, ৭ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৬-২ গোলে বলরামপুর একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন চিলাখানার সাজিদ ইসলাম। জোড়া গোল করেন তুষার দাস। অন্য গোলটি অজিত খারিয়ার। বলরামপুরের গোলস্কোরার হিতুন নারায়ণ। আত্মঘাতী গোল করেন চিলাখানার মাসিয়া এক্কা। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ও বাঁশরাজা জুনিয়ার একাদশ।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জুবিলি ক্লাব

বীরপাড়া, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে 'বি' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হল বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাব। সোমবার তারা ১-০ গোলে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। দলসিংপাড়া মাঠে গোল করেন রোহিত লোহার। ১৩ জুলাই আলিপুরদুয়ারে জুবিলি 'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে খেলবে।

ফ্রেন্ডসের ড্র

বালুরঘাট, ৭ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলাসুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ও এয়ারপোর্ট ইয়াং ফুটবল দলের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ঘরের মাঠে ফ্রেন্ডসের সনাতন টুডু গোল করেন। এয়ারপোর্টের গোলটি কমলেশ হেমব্রমের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রিপণ দাস - কে 29.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57B 72551 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আজ আমি এখানে কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় এবং চিরতরে বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার বিশাল সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারির কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।